সময় অসময়

ওয়ান-ইলেভেনের ঘটনাবহুল দিনগুলো

মুকতাবিস-উন-নূর

সময় অসময়

ওয়ান-ইলেভেনের ঘটনাবহুল দিনগুলো

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সময় অসময়

ওয়ান-ইলেভেনের ঘটনাবহুল দিনগুলো

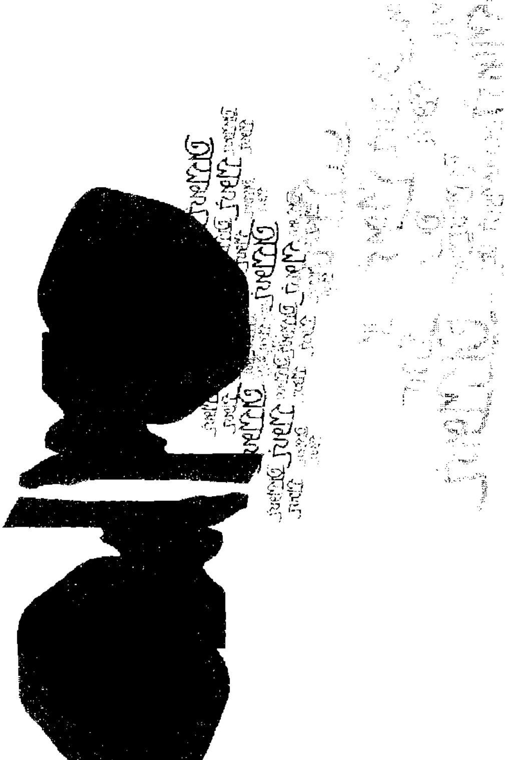

মুকতাবিস-উন-নূর

www.pathagar.com

সময় অসময়
ওয়ান-ইলেভেনের ঘটনাবহুল দিনগুলো
গ্রন্থস্বত্ব লেখক

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : জৈষ্ঠ্য ১৪২৩ বঙ্গাব্দ,
জুলাই ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ, রমজান ১৪৩৭ হিজরি

প্রকাশক
পাণ্ডুলিপি প্রকাশন
১০৮, আল-ফালাহ টাওয়ার, ধোপাদিঘির পূর্বপার, সিলেট।

প্রচ্ছদ
নওয়াজ মারজান

বর্ণবিন্যাস
ইকবাল হাসান জাহিদ

পরিবেশক
নিউ নেশন লাইব্রেরী, পুরান লেন, সিলেট।
শিব্বিরিয়া লাইব্রেরী, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
বন্ধু লাইব্রেরী, রাজা ম্যানশন, সিলেট।
আলীগড় লাইব্রেরী, আম্বরখানা, সিলেট।

ডিজাইন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
অ্যাডভান্স বিজনেস কমিউনিকেশন
কানিজ প্লাজা, চতুর্থ তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট।

মূল্য
২৫০ টাকা

Somoy Osomoy, By Muqtabis-un-Noor, Published by : Pandulipi Prokashon
108 Al-Falah Tower, East Dhupadigirpar, Sylhet.
Revised & Enlarged : First Reprint : September 2016
First Edtion July 2016
Price : Tk. 250/= • £7 • $ 10

ISBN : 978-984-8922-95-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার তিন যুগের সাংবাদিকতার সহযোদ্ধা ও
সিলেট প্রেসক্লাবের প্রাক্তন ও বর্তমান সহকর্মীদেরকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

সিলেটের সাংবাদিক মহলে মুকতাবিস-উন-নূর অতিপরিচিত নাম। অন্যদের মতো রিপোর্টার, সাব এডিটর কিংবা সহকারী সম্পাদক হিসেবে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেননি, তাঁর যাত্রা সরাসরি সম্পাদক হিসেবে। স্নাতক শেষের পরের বছর ১৯৮০ সালে তিনি সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠ সম্পাদনা শুরু করেন। দশ বছর পর ১৯৯১ সালে তিনি সাপ্তাহিক জালালাবাদ পত্রিকায় যোগ দেন। দু'বছর পর ১৯৯৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে দৈনিক জালালাবাদ। দীর্ঘ ১৭ বছর দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদনা করার পর ২০১০ সালে তিনি ঐ পত্রিকা থেকে অব্যাহতি নেন। দু'বছর পর ২০১২ সালে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক পুণ্যভূমি। বর্তমানে পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণ চালু আছে।

মুকতাবিস-উন-নূর একজন দক্ষ সংগঠক। ১৯৮১ সালে সিলেট প্রেসক্লাবের সদস্য হওয়ার এক বছরের মাথায় তিনি নির্বাচিত হন কোষাধ্যক্ষ। এরপর সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সর্বশেষ সভাপতি। এরপর আর তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি ছয় দফায় ১৪ বছর সিলেট প্রেসক্লাবের নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রেসক্লাবের উন্নয়নের জন্য বিরামহীন শ্রম দিয়েছেন। তাঁর চেষ্টায়ই সরকারী অনুদানে সিলেট প্রেসক্লাবের আধুনিক নতুন ভবনটি নির্মিত হয়। 'মকবুল হোসেন চৌধুরী পাঠাগার'টি ছাড়া সদস্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য তেমন বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকলেও বলা যায়, প্রেসক্লাবই এখন সিলেটের সাংবাদিকদের মিলন কেন্দ্র।

'ওয়ান-ইলেভেনের' সময় তিনি ছিলেন সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং দৈনিক সিলেট প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদক আহমেদ নূর সাধারণ সম্পাদক। সে সময় র‍্যাব আহমেদ নূর-কে গ্রেপ্তার করলে তিনি তাকে মুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তখন তিনি যৌথবাহিনী ও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই-এর টার্গেটে পরিণত হন। অকথ্য অত্যাচারের পর আহমেদ নূরের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করা হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় দুই মামলা থেকেই তিনি খালাস পান। মাঝখানে জেল খাটেন কয়েক মাস। মুকতাবিস-উন-নূরের বিরুদ্ধেও তদন্ত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। একজন ছিলেন কারাগারের ভেতরে, অন্যজন বাইরে। দুই নূরের কাহিনির ওপর ভিত্তি করে মুকতাবিস-উন-নূর সময় অসময় নামে এই গ্রন্থটি রচনা করছেন। এর আগে আহমেদ নূর লিখেছেন,

www.pathagar.com

ওয়ান-ইলেভেন : কারারুদ্ধ দিনগুলো। দুই নূরের বই পড়লেই কুখ্যাত ওয়ান-ইলেভেনের একটি লোমহর্ষক খণ্ডচিত্র পাওয়া যায়।

সময় অসময় গ্রন্থে উঠে এসেছে সেনা কর্মকর্তাদের হাতে দুই সাংবাদিকের মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার এক অজানা ইতিহাস। বিনা কারণে কীভাবে সিলেটের দুজন বিশিষ্ট সম্পাদক ও প্রেসক্লাব কর্মকর্তাকে দিনের পর দিন হয়রানি হতে হয়েছে তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় বইটিতে। তখন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিক নেতারা ছিলেন অসহায়। এমনকি কেবিনেট সচিব, মেজর জেনারেল এবং পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা শুধু মৌখিক সান্ত্বনাই দিয়েছেন, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কেউ কিছু করতে পারেননি। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থলে এখন ক্ষমতায় এসেছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু আহমেদ নূরের 'অপরাধ' আজও অজানাই রয়ে গেছে।

লেখক মোট ৪৩ অনুচ্ছেদে ভাগ করেছেন বইটি। আগেই বলেছি বইয়ের মুখ্য বিষয় দুই নূরের কাহিনি। গ্রন্থে তাদের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। একের পর এক অভিযোগ এনে মুকতাবিস-উন-নূর-কে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি তা মোকাবিলা করেছেন। প্রতিপক্ষের যেসব সাংবাদিক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন তিনি তাদের চিনতে পেরেও প্রতিশোধপরায়ণ হননি। এটা তাঁর বড় মনের পরিচয় বহন করে। বইয়ে মুকতাবিস-উন-নূরের মানবিক দিকটিও ফুটে উঠেছে। চরম বিপদের মধ্যেও তিনি বার বার জেল পরিদর্শনে যান এবং আসামিদের অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করেন। এছাড়া, নিজ উদ্যোগে কারাগারে বৈদ্যুতিক ফ্যান ও টিউবওয়েল স্থাপন করেন।

মুকতাবিস-উন-নূর মনে করেন, 'রাজনৈতিক মত পার্থক্য সত্ত্বেও সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আমরা ব্যক্তি সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি।' তাঁর এই চিন্তা উদার মনের পরিচয় বহন করে। বোধ করি, এই প্রেক্ষাপটেই ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ, মরহুম হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ও বদর উদ্দিন আহমদ কামরান এবং বিএনপি নেতা মরহুম সাইফুর রহমানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা নিজেই বলেছেন।

বইয়ের ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল এবং গতি সাবলীল। এক অনুচ্ছেদের পর পরবর্তীটি পড়তে আগ্রহ জাগে। তাঁর পাঠককে ধরে রাখার চেষ্টা সফল হয়েছে। সুখপাঠ্য এই বইটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে এ আশাই করছি।

হাসান শাহরিয়ার
প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস
কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন
ও প্রাক্তন সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

লেখালেখির অভ্যাস আমার তেমন নেই। এসএসসি পাসের পর ছাত্রাবস্থায় (১৯৭৫-৭৯) কিছু প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা লিখেছি এবং কয়েকটি পত্রিকায় তা ছাপা হয়েছে। কিছু প্যারোডি ও সনেট বেশ ক'বছর খাতাবন্দি ছিল। সেগুলো তখন ইচ্ছে করেই পত্রিকায় দিইনি, নানা কারণে। ১৯৮০ সালে সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠে যোগদানের পর লেখালেখি বলতে কালেভদ্রে কিছু প্রতিবেদন লিখেছি। নিজস্ব প্রতিবেদন সূত্র দিয়ে। এছাড়া মফস্বল ও টেবিলের রিপোর্টারদের লেখা দেখেছি (সম্পাদনা)। কোথাও যোগ-বিয়োগ করেছি। এই যা।

বছর দুয়েক ধরে সহকর্মী কবির আহমদ সোহেল, ইকবাল মাহমুদ ঘটনাবহুল জীবন নিয়ে লেখার তাগিদ দিচ্ছে। এর আগে থেকেই সহকর্মী আহমেদ নূর লেখালেখির তাগাদা দিয়েছেন। মনে সুপ্ত বাসনাও ছিল, একটি বই লিখব। মাস দুয়েক আগে ইকবাল মাহমুদের গ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আবার অনেকে চেপে ধরল। আগপাছ চিন্তা না করে আমার বক্তব্যে জানিয়ে দিলাম, শীঘ্রই লেখা শুরু করব। বাসায় ফিরে চিন্তা করছি কী লিখব। হাজারো স্মৃতি আছে এই পঁয়ত্রিশ বছরের। ক'টা বই লিখব? অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম শুরু করার। প্রথম বই শুরু করতে চাই সেই স্মৃতি দিয়ে, যা জোঁকের মতো লেপ্টে আছে। কবি লিখেছেন–'প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ/প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।' অবশ্য আমার এ বেদনা প্রেমের নয়, অপমানের; ওয়ান-ইলেভেনের। ঐ সময়ে দু'মাসব্যাপী ঝড়ই আমার এ লেখার প্রধান উপজীব্য। অবশ্য কিছু ভালো স্মৃতিও চলে এসেছে তাতে।

আহমেদ নূর তাড়া দিতেন বই লেখার। আর এ বইয়ের শুরুও তাঁকে নিয়ে। আমার এ লেখা স্মৃতিনির্ভর। ২০০৭ সালের ঘটনা ২০১৬-এ লিখছি। আট-নয় বছর পর স্মৃতিবিভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কিছু স্মৃতি সাত-আট বছর কেন, সত্তর-আশি বছরেও ভুলা যায় না। আমৃত্যু সেই ভয়াল স্মৃতি তাড়া করে।

আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে ওয়ান-ইলেভেন ছিল এক অনিবার্য বাস্তবতা। আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে এ 'গজব' (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবের ভাষায়) নাজিল হয়েছিল। ওয়ান–ইলেভেনের সূচনা ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি। ইতোমধ্যে সাড়ে আট বছর কেটে গেছে। ওয়ান-ইলেভেনের সময় প্রকৃত অপরাধীরা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি নিরীহ রাজনীতিবিদ, আমলা, পেশাজীবী মানুষও হেনস্ত হতে হয়েছেন। তাই ওয়ান-ইলেভেন নিয়ে বিতর্ক এখনো আছে, আগামীতেও থাকবে।

অতীতেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাড়াবাড়ি, অদূরদর্শিতা ও পারস্পরিক হানাহানির জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। সব কিছুর পর

www.pathagar.com

এদেশের গণতন্ত্রকামী আমজনতা চান ভোটের মাধ্যমে তাদের নেতা নির্বাচন করতে। কিন্তু গণতন্ত্রের লেবাসে গণতন্ত্রহীনতা, স্বৈরাচারী আচরণে পিষ্ট সাধারণ মানুষ। অথচ সব কিছু হয় গণতন্ত্রের নামে। এদেশের গণতান্ত্রিক ধারার মাঝে মধ্যে উন্নতি লক্ষ করা গেলেও আবার গণতন্ত্রের চাকা পেছনে ফিরতে শুরু করে। বলির পাঁঠা জনগণই হন দিশেহারা। সেই সুযোগে অন্যরা আসেন। ত্যক্তবিরক্ত জনগণ তখন অন্যদের কাছে 'পরিত্রাণ' খোঁজেন।

আমার এই বইয়ে কোনো কোনো ঘটনায় কারো কারো নাম বাদ পড়তে পারে। বিশেষ করে সাংবাদিক সহকর্মী যারা ওয়ান-ইলেভেনে আহমেদ নূরের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় সমব্যথী ছিলেন, সহমর্মী ছিলেন। এ ধরনের ভ্রান্তি অনিচ্ছাকৃত। কিছু বিষয় আমি ইচ্ছে করেই খোলাসা করিনি। তবে 'আকলমন্দকে লিয়ে ইশারা কাফি হ্যায়।' যাদের বুঝার দরকার, তাঁরা ঠিকই বুঝবেন। এই বইয়ে কয়েকটি ঘটনার প্রাসঙ্গিকতায় কতিপয় নাম এসেছে, কাউকে আঘাত দেওয়ার বা ছোট করার জন্য নয়।

বইটির পাণ্ডুলিপি এপি'র সাবেক বাংলাদেশ ব্যুরো প্রধান শ্রদ্ধাভাজন সিনিয়র সাংবাদিক ফরিদ হোসেন, সহকর্মী আবদুল হামিদ মানিক ও ইকবাল সিদ্দিকীকে দেখিয়েছি। তাঁরা দ্রুত চোখও বুলিয়ে দিয়েছেন। বইটির বানান দেখার জন্য আমার দীর্ঘকালীন সহকর্মী সাংবাদিক আ.ফ.ম. সাঈদকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। তিনি বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করেছেন। যদিও কয়েকটি অতি-প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে আমি তার ব্যত্যয় ঘটিয়েছি। তাঁরা আমার অতি আপনজন; তাই তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ও কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস স্বনামধন্য সাংবাদিক হাসান শাহরিয়ার বইটির ভূমিকা লিখে আবারো আমার প্রতি তাঁর আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। কর্মময় জীবনে সব সময় তাঁর শুভেচ্ছা ভালোবাসা পেয়েছি।

সাংবাদিকতা জীবনের ছয়ত্রিশ বছর গড়িয়েছে। বহু স্মৃতি জমে আছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক নেতাকে কাছ থেকে দেখার দুর্লভ সুযোগও হয়েছে। এগুলোর উপর ভিত্তি করে আরও কিছু লেখার ইচ্ছা আছে। আগামীতে সহকর্মী-বন্ধুদের আবদার রাখার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।

যে মহান আল্লাহ্ আমাকে সকল সময় সকল বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন, প্রেসক্লাবের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রেখেছেন, আমাকে ও আহমেদ নূরকে অপবাদের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁর প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুকতাবিস-উন-নূর
সিলেট
জুলাই ২০১৬

www.pathagar.com

তখন কি জানতাম

এক.

'ওয়ান-ইলেভেন' কথাটি আমাদের জাতির শিক্ষিত-সচেতন মহলের কাছে পরিচিত। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি অঘোষিতভাবে সশস্ত্রবাহিনী দেশের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশব্যাপী কারফিউ জারি করা হয়। তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে রাষ্ট্রপতি ইয়াজ উদ্দিন আহমেদকে সরিয়ে প্রথমে বিচারপতি ফজলুল হককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা করা হয়। একদিন পরই প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে বসানো হয়।

অন্যান্য সামরিক শাসনের শুরুতে যেভাবে কড়াকড়ি থাকে, ওয়ান-ইলেভেনের প্রথম দিকে তা ছিল না। সম্ভবত সশস্ত্রবাহিনী কৌশলগত কারণেই প্রথমদিকে ঢিল দিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই কড়াকড়ি শুরু হতে থাকে। একপর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গ্রেফতার হতে থাকেন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। অসৎ রাজনীতিবিদ, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও ঘুসখোর অফিসারদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযানে অনেকেই খুশি হন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বিচারহীন গ্রেফতার ও নির্যাতন শুরু হয়। যদিও তার সংখ্যা ছিল কম।

ওয়ান-ইলেভেনের প্রথমভাগে (১৮ মার্চ ২০০৭) প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সিলেট এলেন। সার্কিট হাউসে প্রতিনিধিত্বশীল কিছু নেতৃবৃন্দকে ডাকা হলো। প্রথমে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার। তিনি বক্তব্যের জন্য আমাকে আহ্বান করলে আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখি। সব শেষে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন বক্তৃতা দেন।

www.pathagar.com

আমার বক্তব্যে ওয়ান-ইলেভেন সরকারের প্রশংসার পাশপাশি কিছু সমালোচনা ও পরামর্শ ছিল। আমি বক্তব্যে বলেছিলাম, শতকোটি টাকা আত্মসাৎকারী রাঘববোয়ালদের গ্রেফতারের পাশাপাশি হাজার টাকা ঘুসের দায়ে দারোগাদেরও ধরা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকার একসাথে সকল দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরতে চাচ্ছে। এতে সর্বস্তরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে সরকারের মহতী উদ্যোগ ব্যর্থ হতে পারে।

আমি বলেছিলাম, সমাজে কোনো প্রবণতা জেঁকে বসে গেলে তা হুট করে দূর করা যায় না। এ সময় আমি মদ হারামের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিলাম এভাবে—'তৎকালীন আরবীয় সমাজে মদ অপরিহার্য পানীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহপাক তিন ধাপে সাত বছরে মদ নিষিদ্ধের চূড়ান্ত বিধান জারি করেন। পবিত্র কুরআনে দেখা যায়, প্রথমে বলা হয়েছে মদের কিছু উপকারিতা থাকলেও তার অপকারিতা বেশি। এই ঘোষণার পর পরহেজগার সাহাবিদের মধ্যে অনেকে মদ ছেড়ে দেন। এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়, 'তোমরা মদ খেয়ে নামাজের ধারে কাছে যেয়ো না।' এ আয়াত নাজিলের পর উঁচুস্তরের প্রায় সকল সাহাবি মদ পান ছেড়ে দেন। সপ্তম বছরে যখন মদকে চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়, তখন মদিনার অলিগলিতে মদের বন্যা ছুটেছিল। মুসলমানরা মদের পাত্র ভেঙে ফেলেন।' বলেছিলাম, আল্লাহপাক প্রথম দিনই মদ হারাম করে দিতে পারতেন। কিন্তু সেটা করলে তৎকালীন সমাজে তা প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হতো না বিধায় ধীরে ধীরে তার চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়েছিল। এ থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, হুট করে কোনো কিছু চাপিয়ে দিলে তার সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

আমি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত—'ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান, ওয়াই'তা-ই জিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশা-ই ওয়াল মুনকার, ইয়াইজুকুম লাআল্লাকুম তাজাক্কারুন, ফাজকুরুনি আজকুর্‌কুম, ওয়াশ কুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন' পাঠ করে বলেছিলাম, সাধারণত জুমআর খুতবা এই আয়াতটি পাঠ করেই শেষ করা হয়। আমরা 'ফাজকুরুনি আজকুর্‌কুম' শুনলেই বুঝি নামাজ আসন্ন, তাই দাঁড়িয়ে যাই। অথচ এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তা বেশিরভাগ মানুষই উপলব্ধি করতে পারেন না। এই আয়াতের অর্থ হলো—'আল্লাহ তোমাদের ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিচ্ছেন। (এজন্য) দরিদ্র নিকটাত্মীয়দের দান করো এবং তাদেরকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখো, আল্লাহ তাআলার স্মরণকে নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করো। তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।' এই আয়াত মূলত দায়িত্বশীলদের জন্য। সুতরাং সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে

www.pathagar.com

এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে।

পরিশেষে আমি সরকারি কর্মচারী বিশেষ করে পুলিশের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের ফুল রেশনিংয়ের আওতায় আনার দাবি করে বলেছিলাম, ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর মতো বেতন দেওয়ার পরও কেউ যদি ঘুস খায়, তখন তাকে শাস্তির আওতায় আনা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলাম, খলিফা উমর রা. মদিনায় দুর্ভিক্ষের সময় চুরির শাস্তির বিধান স্থগিত করে দিয়েছিলেন।

আমার বক্তব্যের অধিকাংশই সমালোচনামূলক থাকায় হজরত আলী রা. কবিতার দু'টি চরণ 'যে তোমার দোষ ধরে বন্ধু সেই জন/সম্মুখে তা'রিফ করে দুশমন সে জন' বলে আমার বক্তব্য শেষ করেছিলাম।

দৈনিক জালালাবাদ ১৯ মার্চ ২০০৭ সংখ্যায় ১ম পৃষ্ঠায় দুই কলামে 'সিলেটের সুধীজন প্রধান উপদেষ্টাকে আশার কথা জানালেন, জানালেন শঙ্কার কথাও' শিরোনামে যে খবরটি ছাপা হয়েছিল তা নিম্নে তুলে ধরা হলো—

> স্টাফ রিপোর্টার: নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সিলেট সার্কিট হাউসে গতকালের মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সিলেটের সুধীজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বর্তমান সরকারের সাফল্যের কথা বলেছেন। আশার কথা, সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন, শঙ্কা ও আতঙ্কের কথাও। আলোচনায় অংশ নিয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশন মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে গুরুদায়িত্ব নেয়ায় প্রধান উপদেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তিনি দায়িত্ব নেয়ায় জাতি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তাতে দেশের জনগণ আনন্দিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। মেয়র বলেন, সিলেটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবৈধ স্থাপনার উচ্ছেদ চলছে। বস্তির মালিকরাও বস্তি সংস্কারে স্বপ্রণোদিত হয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। মেয়র কামরান প্রধান উপদেষ্টাকে সিলেটবাসীর গর্ব, জামাই ও আত্মীয় বলে উল্লেখ করেন।
>
> সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদক মুকতাবিস-উন-নূর ৬ বছর পর সিলেটে সরকার প্রধানের আগমন এবং ২৬ বছর পর সিলেটে সুধীজনের সঙ্গে কোনো সরকার প্রধানের মতবিনিময়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, অনেক কার্যক্রমেই সাধারণ মানুষ অভিনন্দন জানাচ্ছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি মূদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অনেক সাফল্যই ম্লান হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, প্রবাসীবহুল সিলেটে গত ক'মাস থেকে প্রবাস থেকে টাকা প্রেরণের হার একেবারে কমে গেছে। নির্দিষ্ট অংকের টাকার চেয়ে বেশি টাকা হলে ব্যাংকে অযথা হয়রানি করা হয়। জানতে চাওয়া হয় কোত্থেকে কিভাবে টাকাগুলো এলো। নানা প্রশ্নে গ্রাহকরা আতঙ্কগ্রস্থ ও ভীত হয়ে পড়েন। ফলে দেশের রেমিটেন্সের পরিমাণও একেবারে কমে গেছে। জনগণের মাঝে একটি শঙ্কা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। তিনি বলেন, সরকারের

www.pathagar.com

সিলেটের সুধীজন প্রধান উপদেষ্টাকে আশার কথা জানালেন, জানালেন শংকার কথাও

স্টাফ রিপোর্টার: নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের সাথে সিলেটের সার্কিট হাউসে গতকালের মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সিলেটের সুধীজন বিশিষ্ট-ব্যক্তিরা বর্তমান সরকারের সাফল্যের কথা বলেছেন, আশার কথা-সম্ভাবনার কথা বলেছেন। সেই সাথে বলেছেন শংকা ও আতংকের কথাও।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান জাতির এক ক্রান্তি লগ্নে গুরু দায়িত্ব নেয়ায় প্রধান উপদেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তিনি দায়িত্ব নেয়ায় জাতি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। [illegible] গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে [illegible] আনন্দিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। মেয়র বলেন, সিলেটে কর্তৃপক্ষ [illegible] উচ্ছেদ চলছে। বস্তির মালিকরাও বস্তি সংস্কারে স্বপ্রণোদিত হয়ে [illegible]। মেয়র কামরান প্রধান উপদেষ্টাকে সিলেটবাসীর গর্ব, জামাই ও আত্মীয় বলে [illegible]।

সিলেট প্রেসক্লাব-এর সভাপতি ও দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদক মুকতাবিস-উন-নূর [illegible] পর সিলেটে সরকার প্রধানের আগমন এবং ২৬ বছর পর সিলেটের সুধীজনের [illegible] সরকার প্রধানের মতবিনিময়ের কথা (শেষ পৃ: ৪-এর ৪: দেখুন)

উচিত এই শঙ্কা ও আতঙ্ক দূর করা। মুকতাবিস-উন-নূর মাসিক ১০ হাজার টাকার বেশি আয় হলে করের আওতায় আনার বর্তমান আইনের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে বলেন, ১০ হাজার টাকার চাকুরিতে কর পরিশোধ করে এই দুর্মূল্যের বাজারে কীভাবে সংসার চালাবে। তিনি বলেন, যারা সরকারি চাকুরি করেন অথবা মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা রোজগার করেন মাস শেষে তাদের বৃদ্ধ পিতা মাতা চেয়ে থাকেন তাদের হাতের দিকে। এ অবস্থায় কীভাবে তারা জীবন নির্বাহ করবে। তিনি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পুরোপুরি রেশনিং প্রথা চালুর পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, পেটে ভাত না থাকলে কোনো নীতি কথার কাজে আসে না।

তিনি অর্থনৈতিক গতি সঞ্চারে সরকারকে ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের পুরো সমাজ ব্যবস্থাই সমস্যাগ্রস্থ। এ যেন 'সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দেব কোথা'র মতো অবস্থা। তাই সব কিছু এক সঙ্গে সংস্কার না করে ক্রমান্বয়ে সংস্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে মদীনায় ইসলামি

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের মদ নিষিদ্ধ হওয়ার তিন পর্যায়ের উল্লেখ করেন তিনি। তিনি দায়িত্বশীল ও প্রশাসকদের ন্যায় বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, গত ৩৬ বছরেও আমরা সে ন্যায় বিচার ও সুশাসন কায়েম করতে পারিনি।

তিনি ঢাকায় কয়েকটি ভুঁইফোঁড় সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করায় বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রতি জেলায় খবর নিয়ে এরকম ভুঁইফোঁড় সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করা এবং সাংবাদিক নামধারী অপসাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দাবি জানান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে শাবি ভিসি প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম সিলেটে সাম্প্রতিককালে শিক্ষার প্রসার উল্লেখ করে বলেন, সিলেট এখন একটি শিক্ষা নগরীতে পরিণত হতে যাচ্ছে। শাবিতে সেশন জট কমে আসছে উল্লেখ করে ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহে সরকারের প্রতি দাবি জানান।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. ইকবাল হোসাইন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মতর্কা কর্মচারিরা ৫ মাস ধরে বেতন ভাতা পাচ্ছেন না জানিয়ে বলেন, মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রিতার জন্যই এগুলো দায়ী।

সিলেট চেম্বার অব কমার্স সভাপতি জুন্নুন মাহমুদ খান বলেন, যৌথ বাহিনীর সহযোগিতায় সিলেটে রাজস্ব আদায়ের হার বেড়েছে। তিনি কাস্টমসের নিজস্ব ভূমিতে ভবন নির্মাণ ও পাসপোর্ট অফিসের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণের দাবি জানান।

সুনামগঞ্জ জেলা বারের প্রাক্তন সভাপতি এডভোকেট আবু আলি সাজ্জাদ হোসেন বর্তমান সরকার আল্লার তরফ থেকে এসেছে উল্লেখ করে বলেন, দেশবাসী আপনাদের পিছনে। আপনারা মঞ্জিল পানে এগিয়ে যান। তিনি সুনামগঞ্জ-কলমাকান্দা-নেত্রকোনা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণের দাবি জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা বারের সভাপতি এডভোকেট আব্দুল হাই খান, মৌলভীবাজার জেলা বারের সভাপতি এডভোকেট তজম্মুল হোসাইন, রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ চন্দ্রনাথানন্দজী মহারাজ, হবিগঞ্জ জেলা মহিলা সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান জাহানারা আফসার ও এনজিও কর্মকর্তা বেলাল আহমদ।

অনুষ্ঠানে সিলেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্কলার্সহোমের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জুবায়ের সিদ্দিকী, শিক্ষাবিদ ড. কবির চৌধুরী, শিক্ষাবিদ লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ আলী আহমদ, এডভোকেট আজিজুল মালিক চৌধুরী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান শেষে পুলিশের তৎকালীন কমিশনারসহ কিছু কর্মকর্তা আমাকে সাধুবাদ জানান। কিন্তু আমার বক্তব্যের 'আতঙ্ক সৃষ্টি সুশাসকের লক্ষণ নয়' কথাটি সেনা কর্মকর্তাদের ভালো লাগেনি। সেটা পরে একদিন বুঝেছিলাম, তৎকালীন ব্রিগেড কমান্ডার সাহেবের কথা থেকে। ওই বক্তৃতায় আমি

www.pathagar.com

সাংবাদিক নামধারী দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলাম, এদের অপতৎপরতায় অনেক সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার এই কথা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে সেটা ছিল ভাবনার অতীত।

এ সুযোগ কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠে স্বার্থান্বেষী কিছু চক্র। তারা ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাধু সেজে সখ্যতা গড়ে তোলে। আর কোন কোনো ক্ষেত্রে লোভী কর্মকর্তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে টাকা কামানোর ধান্ধায় মেতে ওঠে। এক্ষেত্রে কিছু ধান্ধাবাজ ব্যবসায়ী, প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা এমনকি কোনো কোনো জায়গায় কতিপয় স্বার্থান্ধ সাংবাদিকও যুক্ত হয়ে যান। তাদের সঙ্গে হাত মেলায় সাংবাদিক নামধারী অসৎ চক্র।

কিছু কিছু ঘটনায় খারাপ লাগলেও ওয়ান-ইলেভেন সরকারের কার্যক্রমে অনেকেই সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু সামনে যে আমাদের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

www.pathagar.com

দুই.

রাতে অফিসে বসে কাজ করছি। হঠাৎ অপু (নজমুল আলবাব) ফোন করে জানাল, আহমেদ নূরকে র‍্যাবের অফিসাররা এসে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছেন। অপু তখন আহমেদ নূর সম্পাদিত দৈনিক সিলেটে প্রতিদিন-এর রিপোর্টার। আমি ভাবলাম, হয়তো কোনো কাজে তারা আহমেদ নূরকে নিয়ে গেছে। অপু বলল, না নূর ভাই, তাদের আচরণ আমাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। ভাবলাম, অপু ভুল ভাবছে। অপু বলল, আপনি খোঁজ নিন। ফোন রেখে দিলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবার ফোন এল। অপু জানাল, গাড়িতে উঠানোর পর নাকি আহমেদ নূরের চোখ বেঁধে ফেলা হয়েছে, কারা জানি দেখেছে। কথাটি শুনে আঁৎকে উঠলাম। কনফার্ম হতে চাইলাম। অপু জানাল, ১০০% কনফার্ম। হিসাব মেলাতে পারছিলাম না। কারণ র‍্যাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক। কেন এমন হবে? ফোন করলাম র‍্যাবের প্রেস উইংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আল আমীনকে। ক্যাপ্টেন আল আমীন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা। সুদর্শন তরুণ। এক্স ক্যাডেট। আমার দ্বিতীয় ছেলে আলবাব ক্যাডেট কলেজে পড়ে তিনি জানতেন। হয়তো সে কারণেই আমাকে বিশেষ সম্মান করতেন। আমি তাঁকে আহমেদ নূরের কথা জানালে বললেন, আমি এখনো কিছু জানি না। যথাসম্ভব দ্রুত আমাকে অবহিত করতে আমি আল আমীনকে অনুরোধ করি। তখনো আমি ভেবেছি, হয়তো আহমেদ নূরকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টা ভুল।

সহকর্মী ইকবাল সিদ্দিকীসহ সিনিয়র অনেকের সঙ্গে কথা বললাম। সবাই হতভম্ব। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ক্যাপ্টেন আল আমীনের ফোনের অপেক্ষা না করেই আবার তাঁকে ফোন করলাম। বললেন, মুস্তাফিজ স্যার তাকে নিয়ে এসেছেন। তার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানার জন্য। বললাম, আমি মুস্তাফিজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আল আমীন বললেন, স্যার অন্য অফিসে আছেন। আপনার কথা বলেছি। তিনি ফ্রি হয়ে আপনাকে ফোন দিবেন।

কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু তথ্য জানার জন্য কেন চোখ বেঁধে নিয়ে গেল? এ প্রশ্ন বার বার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। এর মধ্যে সহকর্মীরা জানতে চাইছেন এবিষয়ে নিউজ কি হবে? কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলাম না। সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ নূর র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার

www.pathagar.com

হয়েছেন—এমন দুঃসংবাদ পাঠকদের জানাতে মন সায় দিচ্ছে না।

সহকর্মীদের কেউ কেউ ইতোমধ্যে র‍্যাবের সঙ্গে কথা বলেছেন; তাঁরা জানালেন, র‍্যাব এটা নিউজ করতে নিষেধ করেছে। শুনে খুশি হলাম। ভাবলাম হয়তো কোনো গোপনীয় তথ্যের জন্য তারা আহমেদ নূরকে অফিসে নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরই হয়তো আবার অফিসে দিয়ে যাবে। এ জন্য র‍্যাব নিউজ করতে নিষেধ করেছে। কারণ কাউকে গ্রেফতার করলে র‍্যাব তা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানিয়ে দেয়।

অপেক্ষা ছাড়া আর পথ নেই। অপেক্ষা করছি। সময় কাটছে না। আমার চারপাশে সহকর্মীরা বসা। আরবি প্রবাদ, 'আল ইনতেজারু আশাদ্দু মিনাল মউত'—অপেক্ষা মৃত্যুর চেয়ে কষ্টদায়ক। সহকর্মীদের সবাই উদ্বিগ্ন, চিন্তিত।

রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফোন করলেন ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ। আহমেদ নূর কোথায় জানতে চাইলে বললেন, আমাদের কাছে আছে। আপনাদের তথ্য নেয়া শেষ হয়নি? ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, এত খারাপ লোক আপনার সেক্রেটারি হলো কীভাবে? আরো বললেন, সে চাঁদাবাজি করে, আরো বহু অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। আমি বললাম, মুস্তাফিজ সাহেব, আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে। আহমেদ নূর সৎ সাংবাদিক। তাঁর পেশাগত সততা ও সুনাম দুটোই আছে। চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় কাজ করেন।

আমার কথা শেষ হলে ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ বললেন, 'প্লিজ আপনি আহমেদ নূর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। আপনাকে সম্মান করি। বুঝতেই তো পারছেন। সময়টা ভালো না। আর সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এটা নিয়ে নিউজ যেন ছাপা না হয়। খেয়াল রাখবেন।' তার কণ্ঠে কিছুটা কঠোরতা। চোখে অন্ধকার দেখলাম। আমার ভাবনা ভুল। তাঁরা আহমেদ নূরকে গ্রেফতারই করেছেন। উপস্থিত সবাইকে কথোপকথনের বিষয় জানালাম। দেশে জরুরি অবস্থা, ধীরে ধীরে সহকর্মীরা বিষণ্ন মনে ফিরে গেলেন।

প্রতিদিন আমরা খবর লিখি। কিন্তু নিজেদের মর্মন্তুদ খবরটি না কেউ লিখতে পারলাম, না কোনো টিভি স্ক্রলে এল। মনে ভেসে উঠল গানের কলি, 'প্রতিদিন কত খবর আসে কাগজের পাতা ভরে/ জীবন পাতার অনেক খবর রয়ে যায় অগোচরে।' এভাবে আমাদের প্রিয় সহকর্মী আহমেদ নূরের গ্রেফতারের সংবাদ অগোচরেই রয়ে গেল।

বাসায় সাধারণত ফিরি শেষ রাতে। দৈনিক পত্রিকার টেবিলে রাত হয়

www.pathagar.com

‘বারোটা’র পরে। দিশেহারার মতো বসে আছি। কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। অফিসে বসতেও আর ভালো লাগছে না। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতভম্ব। এবার বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। বাসায় যেতে যেতে ভাবছি কেন এমন হলো। এই পরিস্থিতিতে কেইবা সাহায্য করতে পারে?

রাত ১২ টার দিকে বাসায় ফিরতেই স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? পুরো ঘটনা বললাম। শুনে তিনিও হতবাক। রাতের বাকি অংশ নির্ঘুম কাটালাম। আহমেদ নূর আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রেসক্লাবে আমার নিকটজন হিসেবে আছেন।

www.pathagar.com

দু নম্বরগুলোই ফাঁসিয়েছে

তিন.

আহমেদ নূর বামধারার রাজনীতির সমর্থক। আমি ইসলামি ধারার সমর্থক। যদিও ১৯৭২ সালে ৮ম শ্রেণিতে পড়ার সময় ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত হই। সদ্য স্বাধীন দেশে আমাদের জড়ো করে (বর্তমান) জালালাবাদ শিশুপার্কে পিটি-প্যারেড করাতেন মকসুদ ইবনে আজিজ লামা। এরপর সহপাঠী বন্ধু মহিউদ্দিন (বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত) মাথায় ঢুকিয়ে দিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের থিওরি। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে যোগ দিলাম জাসদ ছাত্রলীগে। জাসদ তখন একমাত্র প্রতিবাদী সংগঠন। তখন আমাদের নেতৃত্ব দিতেন সদর ভাই (সদর উদ্দিন আহমদ চৌধুরী)। একদিন জিন্দাবাজারে মিছিল করছি। মিছিল জিন্দাবাজারের শেষ ভাগে তাঁতিপাড়া গলির মুখে যেতেই হঠাৎ পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করল। এর আগেও মিছিল করেছি। কিন্তু লাঠিচার্জের অভিজ্ঞতায় পড়িনি। সবাই দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি কিছু না বুঝে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পুলিশের লাঠির বাড়ি পিঠে পড়তেই আমিও দৌড়ে পার্শ্ববর্তী একটি টেইলার্সে (যদ্দূর মনে পড়ে লাডলা টেইলার্স) ঢুকলাম। পুলিশ কেন মারল সেটা বন্ধু মহিউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আজ ১৪৪ ধারা ছিল। ১৪৪ ধারা কি তখন জানতাম না। এই ধারা জারি হলে মিটিং মিছিল নিষিদ্ধ শুনে বললাম, তাহলে কেন আমরা মিছিল করলাম? আর পুলিশ দেখলে দৌড় দিতে হবে সেটা নেতৃবৃন্দ কেন আগে বললেন না? মহিউদ্দিন হেসে বলল, 'ধুর ব্যাটা, আগে কইলে কেউ মিছিলো আইব নি?'

এতদিন ধরে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর আমি, কিন্তু বন্ধু মহিউদ্দিনের উত্তর মেনে নিতে পারলাম না। তারপরও থাকলাম। ঢাকায় সংগঠনের একটি মিটিংয়ে যোগ দিলাম। মাগরিবের সময় নামাজ পড়তে চাইলে অনেকে হাসাহাসি করল। এবার পুরো বিগড়ে গেল মন। সিদ্ধান্ত নিলাম, নামাজ নিয়ে যারা হাসাহাসি করে তাদের সঙ্গে আর থাকব না। সম্ভবত তখন ১৯৭৪ সালের শেষ অথবা ৭৫-এর শুরু।

বন্ধু মহিউদ্দিনকে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আস্তে আস্তে সম্পর্ক কমিয়ে সরে পড়লাম। এর পরে ১৯৭৭ পর্যন্ত আর কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়াইনি। মন দিলাম সাহিত্যচর্চায়। ভালোই কাটছে সময়। সবচেয়ে বেশি খুশি হলেন কবি-চাচা, গণমানুষের কবি দিলওয়ার। তিনি আমাদের নিকট-প্রতিবেশী। সময় পেলেই আমাদের বাসায় চলে আসতেন। লেখালেখির খবর নিতেন। নিজের লেখা পড়ে শোনাতেন। বাবাও কোনো সময় এসে বসতেন। চাচা (কবি) বাবার

www.pathagar.com

ছাত্র। একদিন বাবা তাকে লক্ষ করে বললেন—দিলু, তোমার কবিতা বুঝি, তবে অনেক আধুনিক কবির কবিতার আগামাথা বুঝি না। তাদের জন্য আমি দুটো লাইন রচনা করেছি; শুনবে? চাচা সোৎসাহে বললেন, স্যার বলুন। বাবা পড়লেন তাঁর পঙ্‌ক্তি– 'গর্দভ চিৎকার করে মর্ম আছে তার/মর্মহীন আধুনিক কবির চিৎকার।' বাবার পঙ্‌ক্তিমালা শুনে চাচা অধঃবদনে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'স্যার, আপনার উর্দু কবিতা পড়েছি। কিন্তু বাংলা কবিতা যে আপনি লিখেন তা জানতাম না।'

আহমেদ নূর বা আমি দু'জনের কেউই কোনো দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নই। তাই আহমেদ নূরের সঙ্গে আমার এই হৃদ্যতা। যা আমার অনেক প্রিয় সহকর্মীর পছন্দনীয় নয়। তাঁরা চাইতেন, আমি যেন বামধারার লোকদের প্রাধান্য না দিই। কিন্তু আহমেদ নূরের পেশাগত সততা, নিষ্ঠা এবং সাংবাদিক ঐক্যের ব্যাপারে ঐকমত্য তাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। তদুপরি নেতৃত্বের যোগ্যতা আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ করেছি। জানতাম, তিনি যুব ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোনোদিন আলাপ করিনি বা করার প্রয়োজন মনে করিনি। সিলেট প্রেসক্লাবকে নিয়ে আমার যে স্বপ্ন, আহমেদ নূর সেই স্বপ্নের একজন যোগ্য সৈনিক। এক সময় যিনি প্রেসক্লাবে নেতৃত্ব দিতে পারেন। এমন আশাবাদ থেকেই আমি তাঁকে কাছে টেনে নিই।

আমার প্রিয় সহকর্মী সেই আহমেদ নূর আজ র‍্যাবের হাতে বন্দি। অথচ র‍্যাবও আমার প্রিয়-বাহিনী। নির্ঘুম চোখে ভেসে উঠছে আহমেদ নূরের মুখ। অগণিত স্মৃতি। বুকের ভেতর থেকে কান্না বেরিয়ে আসছে। ভোরের হাওয়া বইছে। উঠে ওজু করে নামাজ পড়লাম। পরম প্রভুর দরবারে নিজের জন্য, আহমেদ নূরের জন্য ক্ষমা চাইলাম। আর সিলেট প্রেসক্লাবের ইজ্জত রক্ষা তথা আহমেদ নূরের মুক্তির জন্য প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ জানালাম।

ফজরের পর ক্লান্তিবোধ হলো। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমের রাজ্যে চলে গেলাম। ঘুম ভাঙল সকাল ৯টায়। উঠেই সহকর্মীদের কয়েকজনকে ফোন করে শুনলাম আহমেদ নূরকে নির্যাতন করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আরো দুইজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, বাকি দুইজনের গ্রেফতারে আমি অবাক হইনি। কারণ কিছু দিন আগে প্রধান উপদেষ্টা ড.ফখরুদ্দীনের সিলেট সফরকালে সার্কিট হাউজে আয়োজিত সভায় আমার বক্তব্যে অনেক প্রসঙ্গের মধ্যে সাংবাদিক নামধারী 'সাংঘাতিক'দের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর অনুরোধ করেছিলাম। আহমেদ নূরও নিশ্চয় খুশি হতেন এদের গ্রেফতারে। কিন্তু তিনিও তো তাদের মতোই বন্দি!

গত রাতেই যৌথবাহিনীর সিও কর্নেল মোশারফ সাহেবের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ছিল। তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে; কিন্তু ঘনিষ্ঠতা নেই। তাই রাত ১১টা বেজে যাওয়ায় ফোন করা সমীচীন মনে করিনি। সকাল ১০টা বাজতেই তাঁকে

www.pathagar.com

ফোন করলাম। পরিচয় দিতেই বললেন, সভাপতি সাহেব কি খবর বলেন। আমি আহমেদ নূরের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সব কিছু বলতেই তিনি বললেন, র‍্যাবকে তাদের কাজ করতে দিন। আমি বললাম, চাঁদাবাজির অভিযোগ অবিশ্বাস্য। এ লোকটিকে আমি এক যুগের বেশি সময় ধরে চিনি। সিও সাহেব, আহমেদ নূর সিলেট প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি, এখানে প্রেসক্লাবের ইজ্জত জড়িত। কর্নেল মোশারফ বললেন, প্রেসক্লাবের সদস্যরাই তো র‍্যাবের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়। শুধু আমার মুখ দিয়ে বেরুল, সিও সাহেব আপনি বলছেন কি? এসব ডাঁহা মিথ্যা। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আপনি অভিযোগ তদন্ত করুন। যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় আপনারা যে শাস্তি দেবেন আমরা মাথা পেতে নেব, আমি সাংবাদিকতা ছেড়ে দেব। কর্নেল মোশারফ বললেন, সেক্রেটারির উপর আপনার এত আস্থা? আমি বললাম—আমার একার নয়, আমাদের সবার।

অফিসে এলাম। ইকবাল ভাই, আ.ফ.ম. সাঈদ, কাদের ভাই, জুবের, খালেদ, রেনু, কবির সোহেল, আতাভাই, কবির, ফয়সল, অপু, বুলবুল, বাপ্পা অনেকেই হাজির। অনেকের কাছ থেকে নানা তথ্য পেলাম। ইতোমধ্যে শহরে বিষয়টি চাউর হয়ে গেছে। অনেকেই ফোন করেও জানতে চাইছেন। ঢাকায় আমার অভিভাবক হিসেবে যাদের মনে করি, তাঁদের বিষয়টি জানানো দরকার। একে একে ফোন করলাম জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি হাসান শাহরিয়ার, তৎকালীন সভাপতি শওকত মাহমুদ, বিএফইউজের দুই নেতা রুহুল আমীন গাজী, মনজুরুল আহসান বুলবুল ও বাসসের প্রধান সম্পাদক জগলুল আহমদ চৌধুরীকে। তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। সময় সময় তাঁদের আপডেট জানাতে বললেন।

ফোন করলাম র‍্যাবের তৎকালীন ডিজি. হাসান মাহমুদ খন্দকারকে। তিনি বেশ কিছুদিন সিলেটের এডিশনাল এসপি ছিলেন। আমার সঙ্গে বেশ আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে ফোন করলাম। ঘটনার আদ্যোপান্ত জানালাম। তিনি খবর নিয়ে জানাবেন বললেন। এর মধ্যে ফোন করলাম সিলেটের ভূতপূর্ব এসপি ও ডিআইজি হানিফ সাহেবকে। তিনি আমার ঘনিষ্ঠজন। আহমেদ নূরকেও বেশ চিনতেন। দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, আমার নিজের কষ্ট হচ্ছে। সবুর করেন। তাঁর সাহায্য চাইলে বললেন, সময়টা ভালো না। এখন সিভিল অফিসাররা তেমন সাহায্য করতে পারবে না।

ফোন করলাম তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার সাহেবকে। সিলেটের ডিসি থাকাকালীন আমি ও আহমেদ নূর দু'জনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে আলাপ হতো। সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েও তিনি আগের মতো সম্পর্ক রাখেন। ভাবলাম, তাঁকে বললে কাজ হবে। বিস্তারিত শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, দু নম্বরগুলোই আহমেদ নূরকে ফাঁসিয়েছে। আমি দেখছি।

www.pathagar.com

হাইয়ার অথরিটি জানে

চার.

আরও একদিন কেটে গেল। আহমেদ নূরকে থানাহাজতে নিয়ে আসার খবর পেয়ে থানায় চললাম। গাড়ি থেকে নামার সময় দেখলাম তাঁর পা ফুলে আছে। চোখে পানি। মুখে প্রচণ্ড যন্ত্রণার ছাপ। আমাদের চোখে পানি এল। ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্র শুনলাম। শারীরিক-মানসিক কষ্টে জর্জরিত আহমেদ নূর। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন তাঁর অসহায় সহকর্মীরা।

আইনগত দিক দেখার দায়িত্ব নিলেন ইকবাল ভাই। আইনজীবী হিসেবে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়, জেলা বারের প্রাক্তন সভাপতি ও সিলেট প্রেসক্লাবের আইন উপদেষ্টা এডভোকেট ই.ইউ শহীদুল ইসলাম শাহীনকে ঠিক করা হলো। শাহীন সাহেব বয়সে প্রবীণ না হলেও জ্ঞানে প্রবীণ। একজন সজ্জন মানুষ হিসেবে আমার অতি প্রিয়ভাজন। চিকিৎসার বিষয়টি অপু দেখবে, সঙ্গে আহমেদ নূরের কিছু বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনতো আছেনই।

থানায় যাওয়ার অভ্যাস আমার বলতে গেলে নেই। প্রেসক্লাবের বিভিন্ন দায়িত্বে আমি প্রায় ত্রিশ বছর ছিলাম। কিন্তু থানায় আমি ৩০ দিন গিয়েছি বলে মনে হয় না। সাংবাদিকতার শুরুতে আশির দশকে তাজুল ইসলাম নামক একজন এএসপির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। মাঝে মাঝে রাতে তাঁর অফিসে যেতাম। এরপর ১৯৮৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ২০ বছরে আমি একদিনও থানায় যাইনি। যদিও পুলিশ বিভাগের সঙ্গে ছিল আমার সুসম্পর্ক। ১৯৮০ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত সিলেট কর্মরত দু'জন এসপি ছাড়া বাকি সবার সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল। এদের মধ্যে শহিদুল ইসলাম চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, আনোয়ারুল ইকবাল, আবদুর রহিম খান, মো. আবু হানিফ, এবিএম বজলুর রহমান, রুহুল আমিন, আনসার উদ্দিন খান পাঠান, আব্দুল্লাহিল বাকী ও সাখাওয়াত হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের অধিকাংশের সঙ্গে এখনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান। অবশ্য মাস কয়েক আগে আনোয়ারুল ইকবাল সাহেব মারা গেছেন (২০১৫ সালে)। পরবর্তীকালে যিনি পুলিশের আইজি ও ওয়ান-ইলেভেন সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন।

থানা থেকে অফিসে চলে এলাম। ঢাকার সাংবাদিক অভিভাবকদের আবার বিস্তারিত জানালাম। আবার ফোন করলাম র‍্যাব ডিজি হাসান মাহমুদ খন্দকারকে। জানালেন, তিনি সিলেটের র‍্যাব সিও'র সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু বিষয়টি আর্মি ডিল করছে, তাই...।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার ফোন ধরেই বললেন, নূর সাহেব

www.pathagar.com

ব্যস্ততার কারণে এ বিষয়ে কথা বলতে পারিনি, কাল জানাব। খুব ব্যস্ততায় থাকি। ভুলে গেলে একবার স্মরণ করিয়ে দেবেন। আলী ইমাম মজুমদার একজন নিখাদ ভদ্রলোক। আমাদের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। সে সময় তাঁর কাজের চাপ সত্যিই ছিল। তবে আমাদের কাছে এখন এক দিন এক মাসের সমান। কিন্তু অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

ভাবলাম, যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে আর্মি জড়িত তাই তাদের দিয়ে আলাপ করালে বোধহয় সুবিধে হবে। ছুটে গেলাম স্কলার্সহোমে, ব্রিগেডিয়ার (অব.) জুবায়ের সিদ্দিকীর কাছে। সাহায্য চাইলাম। জুবায়ের সিদ্দিকীর ডাক নাম সাথী। বললাম, সাথী ভাই! আপনি ত্বরিত কিছু করুন। সাথী ভাই বললেন, আহমেদ নূরের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও আমি জানি তিনি ভালো লোক। আমি ব্রিগেড কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলে দেখব।

আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি আহমেদ নূরের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করে বললেন, আপনি এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। আপনার ক্ষতি হতে পারে। তাঁর কথায় বিস্মিত হলাম। আমি জানতাম না, কী কারণে আহমেদ নূরের সঙ্গে তাঁর তিক্ততা। অথচ আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্কই শুধু নয়, কিছুটা আত্মীয়তাও আছে।

আহমেদ নূরের জামিন আবেদন নাকচ হয়ে গেল। এবার তাঁর আবাস হলো সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে। জামিন নাকচের খবর পেয়েই সিনিয়র জেল সুপার ফজলুল হককে ফোন করে আহমেদ নূরের ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতার অনুরোধ করলে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন। আমি দীর্ঘদিন থেকে সরকার মনোনীত জেল ভিজিটর। জেল সুপার ফজলুল হকের সঙ্গে অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। কোনো বন্দির ব্যাপারে অনুরোধ করলে তা সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করেন। ভদ্রলোক মানবিক গুণসম্পন্ন। তাই জেলের ভেতরে আহমেদ নূর অনেকটা সহায়তা পাবেন মনে করলাম।

পরদিন আলী ইমাম মজুমদার ফোন করে আমাকে বললেন, বিষয়টি হাইয়ার অথরিটি জানে। তিনি জানতে চাইলেন, আহমেদ নূর আর্মি-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে কোনো নিউজ করেছেন কি না। আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না; তবে তাঁকে জানাব, বললাম। মজুমদার সাহেব সবশেষে বললেন, বিষয়টি জটিল। তবে আর কোনো নির্যাতন যাতে না হয় সে বিষয়ে আমি দেখব।

আহমেদ নূরের গ্রেফতারের দু দিন আগে তৎকালীন আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সিলেট এলে আমি আহমেদ নূরসহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছিলাম। তাঁকে আমরা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে একটি ক্রেস্টও উপহার দিয়েছিলাম। তাঁর ছবি সংবলিত ক্রেস্টটি পেয়ে তিনি খুশি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রেসক্লাব ভিজিটেরও কথা বলেছিলেন। আহমেদ নূরের

www.pathagar.com

গ্রেফতারের বিষয়টি তাঁকে জানানো প্রয়োজন মনে করলাম। রাতে বাসায় ফোনে পেলাম। শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন। সিলেট প্রেসক্লাবের সেক্রেটারির উপরনির্মম নির্যাতনের বিষয়টি তাঁকেও আশ্চর্যান্বিত করেছে। বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন জানালেন। তাঁকে অনুরোধ করলাম, আর যাতে বাড়াবাড়ি না হয় দেখার জন্য।

উপদেষ্টা বা আর বড় কারও সাথে পরিচয় নেই, কী করব ভেবে পাচ্ছি না। আরেকজন গুরুজন ছিলেন কর্নেল (অব.) এ.আর. চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানীর স্টাফ অফিসার ছিলেন তিনি। প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি হারুনুজ্জামান চৌধুরীর মাধ্যমে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। হারুন ভাই আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর আমার সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। খাদিমনগরের গ্রীণ হিলসে তাঁর বাসা। শহরে আসলেই আমার অফিসে ঢু মারতেন। বসে বিভিন্ন গল্প করতেন। তাঁর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথাসহ অনেক কথা। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় এরশাদ সাহেবকে তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতে দেখেছি। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর সহায়তা পেতাম। কিন্তু তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

মাথা কাজ করছে না, দিশেহারা হয়ে আছি। একমাত্র আল্লাহই ভরসা, তিনিই এ মহাবিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারেন।

www.pathagar.com

তাঁদের এই দশা!

পাঁচ.

আহমেদ নূর যে-রাতে গ্রেফতার হন, ঐ দিন সকালে আমি কারা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। মেয়র কামরান আগের দিন জেলে গেছেন। আরিফও (পরবর্তীতে মেয়র) জেলে আছেন, পরিচিত আরো অনেকও। আমার নির্ধারিত মাসিক জেল ভিজিট। তবে দিনক্ষণ আমার ইচ্ছেমতো। বিশেষ করে মেয়র কামরানের জন্য গেলাম। তাঁকে ডিভিশনে রাখা হয়েছে। একই জায়গায় আছেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম ও আ.হ.ম. মোস্তফা কামাল (লোটাস কামাল)। এ দু'জনকে গত জেল ভিজিটে দেখে এসেছিলাম। তাঁদের রুমে কোনো ফ্যান নেই। বেশ গরম পড়েছে। তাই নিজে দুটো ফ্যান লাগিয়ে দিই।

ঐদিন যেতেই মেয়র কামরানের সঙ্গে সহাস্যে আমাকে স্বাগত জানালেন লোটাস কামাল। মেয়র কামরানকে বললেন, সভাপতি সাহেব নিজে আমাদের জন্য ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছেন। নাসিম সাহেবকে না দেখে জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনি বাথরুমে। অল্পক্ষণ পরেই বের হলেন নাসিম সাহেব। বললেন, 'আপনার আগমন-বার্তা 'বিস্কুট' পেয়েই ভেবেছি পরিদর্শন আসন্ন। বসেন, চা দিতে বলি।' কারাপ্রথা অনুযায়ী ডিভিশনের বন্দিদের খেদমতের জন্য একজন থাকে। তার নাম 'ফালতু'। যতদিন এরা কারাগারে ভিআইপি বন্দিদের খেদমতে থাকে, ততদিন তাদের পৈতৃক নাম থাকে না। ফালতু-ই তাঁদের পরিচয়।

আমার সঙ্গে জেল সুপার ফজলুল হক। বললেন, সভাপতি সাহেব চা খান। আমি ঘুরে আসি। খুশি হলাম। প্রাণখুলে কথা বলা যাবে। বিশেষ করে মেয়র কামরানের জন্য বসলাম। নাসিম সাহেবকে খাবারদাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই সখেদে বললেন, এগুলো খাওয়া যায় নাকি ভাই! বললাম, কেন; ডিভিশনে তো আপনারা ইচ্ছেমতো মাছ-মাংস খেতে পারেন। লোটাস কামাল বললেন, ভাই এক তরকারিতে খাইনি কখনো। ভালো লাগে না। আমি বললাম, নাসিম সাহেব তো আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, ডিভিশন বন্দিদের একাধিক আইটেমের ব্যবস্থা করতেই পারতেন। হো হো করে হেসে লোটাস কামাল বললেন, তখন কি বুঝেছে তাঁকেও এখানে এক তরকারিতে খেতে হবে। মেয়র কামরানসহ আমিও হাসলাম। আরো অনেক ব্যক্তিগত কথা হলো। মেয়র সাহেব কাঁদো-কাঁদোভাবে বললেন, নূর ভাই, আসমা (আসমা কামরান) আপনাকে নিজ ভাইয়ের মতো দেখে। আমিও আপনাকে বড় ভাই মানি (আসলে তিনি বয়সে আমার বড়)। আপনি বাসার সবাইকে দেখবেন। তাঁকে আশ্বস্ত করলাম।

www.pathagar.com

জেল সুপার ফজলুল হক সাহেব ফিরে এলেন। আমি বললাম, আপনাদের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাবারে সন্তুষ্ট নন। কী করা যায়? নাসিম সাহেবের দিকে তাকিয়ে ফজলুল হক বললেন, স্যার, কী করব? একজন ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দির জন্য যে টাকা বরাদ্দ, তা দিয়ে যেটুকু দেয়া হচ্ছে তাও দেয়া যায় না। আমরা ম্যানেজ করে দিচ্ছি। আমি বললাম, ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দিদের পছন্দমতো মাছ-মাংস খাবারের বিধান আছে। এক কাজ করেন; কাল থেকে একজনের জন্য মাছ ও একজনের জন্য মাংস দেন। তাঁরা ভাগ করে খেয়ে নেবেন আর দুটো আইটেমের স্বাদও পাবেন। জেল সুপার বললেন, ঠিক আছে। লোটাস কামাল সাহেব বললেন, প্রেসক্লাব সভাপতির কল্যাণে অন্তত দুই আইটেম পেলাম। আমি বললাম, না; জেল সুপারের কল্যাণে। হাসলেন সবাই। এবার বিদায় নিয়ে চললাম বিএনপি নেতা আরিফুল হক চৌধুরীকে দেখতে।

আরিফুল হক চৌধুরী সেলের মধ্যে শুয়েছিলেন। আমার সহগামী সুবেদারের হাঁকডাক শুনে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সেলে আরেকজন। জানলাম, কয়েকদিন আগে ঘুসের দায়ে হাতেনাতে যৌথবাহিনীর কাছে ধৃত জনৈক দারোগা। বিমর্ষ আরিফ জানালেন মশার জ্বালায় ঘুমাতে পারেন না। ডিভিশন ও হাসপাতাল ছাড়া মশারি নেই। মেঝেতে পাতা একখানি কম্বল, ছোট একটি রুম, তাঁর মধ্যেই বাথরুম সারার ব্যবস্থা। কানে পিঁপড়া ঢুকে যায়। ফ্যানতো নেই-ই, ইত্যাদি। দেশের পরিস্থিতি কি হবে আগামীতে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন আরিফ। এর মধ্যে সাইফুর রহমান সাহেবের খোঁজখবর রাখতে আমাকে অনুরোধ করলেন। বুঝলাম, আরিফ সত্যিকার অর্থে সাইফুর রহমানকে অসম্ভব ভালোবাসেন। জানালেন, কুরআন খতম শুরু করেছেন। কয়েক পারা পড়েও নিয়েছেন। পাশে রাখা দেখলাম 'মাকসুদুল মু'মিনিন'। হায়রে কপাল! যাঁদের এসি ছাড়া ঘুম আসত না, আজ তাঁদের এই দশা!

আরেক সেলে বসা সিটি করপোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম। বুয়েটের ডিগ্রিধারী এই কর্মকর্তা ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী দুর্নীতির যে চিত্র পত্রপত্রিকায় দেখলাম, তাতে অবাক লাগে। অথচ লোকটাকে কখনো এতটা খারাপ মনে হয়নি। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার শিক্ষা তিনি ঠিকই আত্মস্থ করেছিলেন; কিন্তু নৈতিক শিক্ষার ন্যূনতম বিকাশ তাঁর মধ্যে ঘটেনি। দেশের হাজার হাজার সরকারি কর্মকর্তা যারা শিক্ষাজীবনে মেধাবী ছিলেন, কর্মজীবনে ঘুস ছাড়া যারা কোনো সার্ভিস দিতে চান না; তাঁদের সমস্যা একটাই—তাঁরা নৈতিক শিক্ষা পাননি। নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের ফলে দেশ তাই আজ প্লীহা রোগীর মতো দিনে দিনে ক্ষয়ে যাচ্ছে। সাইফুল সাহেবের খোঁজখবর নিলাম। তিনিও মশার জ্বালাতনের বিষয়টি তুলে ধরলেন। তবে বেশি কথা বললেন না। হয়তো লজ্জায়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে কিছু বলব কি না জিজ্ঞেস করলে মাথা নেড়ে না করলেন

www.pathagar.com

স্বার্থের টানে প্রিয়জন কেন...

ছয়.

মাস শেষ না হওয়ায় জেল ভিজিটে যেতে পারছি না। তাই ফোনে জেল সুপারের কাছ থেকে আহমেদ নূরের খোঁজখবর নিচ্ছি; আর নিজেদের দুর্গতির কথা ভাবছি। আহমেদ নূরের গ্রেফতারের সপ্তাহ দিন তখনো পেরোয়নি। এর মধ্যে জালালাবাদের ফটোসাংবাদিক ও প্রেসক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক সিএম মারুফ আমার টেবিলে এসে বলল, আপনার বিরুদ্ধে যৌথবাহিনী, ডিজিএফআই সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ দেয়া হচ্ছে। আপনি আহমেদ নূর ভাইকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। আপনার বিরুদ্ধাচারীরা ক্ষেপে উঠছে। নূর ভাই সতর্ক থাকবেন। মারুফকে বললাম, আহমেদ নূরের ব্যাপারে কিছুই তো করতে পারছি না। মিনিমাম দায়িত্ব যেটা মনে করছি, সেটা না করলে নিজেকে সান্ত্বনা দেব কীভাবে?

মারুফের কাছে আমাদের কিছু সহকর্মীর নাম শুনলাম। যারা এ পর্যায়ে নামতে পারে তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অথচ এদের কারো সঙ্গে আমার বা আহমেদ নূরের ব্যক্তিগত বা পেশাগত কোনো শত্রুতা নেই। এদের মধ্যে সিনিয়র দু ব্যক্তিও আছেন। এমন এক ব্যক্তিও আছেন, যিনি একসময় আমার অতি প্রিয়ভাজন ছিলেন। একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় তিনি ঘরছাড়া হন। তখন ঝুঁকি নিয়ে আমি তাঁকে সহযোগিতা করি। পরবর্তীকালে তাঁকে এলাকার একটি খুনের মামলায় জড়িয়ে দেয় একটি প্রভাবশালী পরিবার। ঐ পরিবারের সঙ্গে তৎকালীন এসপি কাজী নজরুল ইসলামের খুব সখ্যতা। আমার সঙ্গে এসপি সাহেবের সুসম্পর্ক থাকলেও এ ব্যাপারে তিনি ছাড় দিতে নারাজ। আমিও নাছোড়বান্দা। বললাম, আমি ফেভার চাই না। তবে যে-সময়ে খুন হয়েছে, সে সময় পত্রিকা অফিসে সে আমার পাশে কর্মরত ছিল।

তখন কোতোয়ালি থানার ওসি রুস্তম আলম। আমার প্রিয়ভাজন ব্যক্তি। তিনি আমার ঐ প্রিয়ভাজন সাংবাদিককেও পছন্দ করতেন। ওসি রুস্তম আলমের সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত আমার ঐ প্রিয়ভাজন রক্ষা পান। একসময় তিনি আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। তিনি আহমেদ নূরের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর নাম শুনে বিস্মিত হলাম। 'স্বার্থের টানে প্রিয়জন কেন দূরে সরে চলে যায়...'?

আমার এই প্রিয়ভাজন জুনিয়র সহকর্মী অবশ্য প্রকাশ্যে এখনও আমাকে সম্মান দেখান। দু একবার তাঁর অফিসে গিয়েছি। জোর করে তাঁর চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিয়েছেন। আজও রাস্তাঘাটে দেখা হলে বিনয়ের সঙ্গে কথা

www.pathagar.com

বলেন, আর আমি 'যাকে বুক দিয়েছি পিঠ দিতে পারি না'—নীতিতে তাঁকে আজ পর্যন্ত বুকের গভীর থেকে সরাতে পারিনি। হয়তো আমার অদূরদর্শিতাই এজন্য দায়ী। ভাবি, নিশ্চয়ই আমার ব্যর্থতার কারণেই কিছু প্রিয়ভাজন আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আহমেদ নূরের উপর নির্যাতন এবং আমাকে হেনস্তা করার প্রক্রিয়ায় আমার আরো এক সহযোগী আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। অথচ আমি তাকে অত্যধিক স্নেহ করতাম। 'রগচটা' স্বভাবের জন্য আহমেদ নূরসহ অনেকে তাকে অপছন্দ করলেও আমি কখনো তাকে দূরে ঠেলে দিইনি। বুঝিয়েসুজিয়ে সব সময় তাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছি। তার সুখে-দুঃখে পাশে থেকেছি। পেশাগতভাবে তার সততা থাকায় অনেকের উষ্মা সত্ত্বেও নানা জায়গায় নানা কাজে আমি তাকে সমর্থন করেছি। এ কারণে অনেকে আমার প্রতি বিরাগভাজন হয়েছেন। কিন্তু সেই কাছের লোক যখন আহমেদ নূরের উপর নির্মম নির্যাতনে সরাসরি মদদ জুগিয়েছে শুনলাম, তখন বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী সিনিয়র সাংবাদিক আ.ফ.ম. সাঈদ জানালেন, আহমেদ নূরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সে একাধিকবার তার কাছেও গিয়েছে। তখন মনে হলো, আমার অন্যান্য সহকর্মীদের বিরাগভাজন করে আমি বোধহয় ভুলই করেছিলাম। কী কারণে সে এই নির্মম পথ বেছে নিয়েছিল আমি জানি না। তাকে হয়তো কেউ কেউ ইন্ধন জুগিয়েছিল; কিন্তু সে এতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তা ছিল আমার কল্পনারও অতীত। এ যেন উর্দু কবির সেই কথা—'আজব হ্যায় জামানা লহু হ্যায় সফেদ/কিছি পর কিছি কো নেহি হ্যায় উমেদ' অর্থাৎ, আজব এই জামানায় রক্তের রং সাদা/কারো উপর কারো নেই কোনো আশা ভরসা। সেও আজ পরপারে। 'তোমরা মৃতদের গালি দিয়ে জীবিতদের কষ্ট দিয়ো না'—মহানবী সা-এর এই বাণী আমাকে এ বিষয়ে আর এগুতে দিচ্ছে না।

মারুফের দেয়া তথ্য সহকর্মী ইকবাল সিদ্দিকীকে জানালে তিনি বললেন, আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ দেবে? জানতে চাইলেন, ঐ সমস্ত বাহিনী থেকে কোনো ফোন এসেছে কি না। আমি না সূচক জবাব দিলে ইকবাল ভাই বললেন, দেখা যাক কি হয়। তবে তাঁকে চিন্তিত মনে হলো।

আহমেদ নূরের জন্য কিছুই করতে পারছি না। তদুপরি মারুফ যা বলল, তাতে শঙ্কা আরও বাড়ল। আমার ডায়বেটিস ধরা পড়েছে এক যুগেরও আগে। নিয়মকানুন সব সময় মানতে পারি না। অবশ্য চিনি বা মিষ্টির প্রতি আমার লোভ বরাবরই কম। কিন্তু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই যেতে হয়। অফিস টাইমের আগামাথা নেই। প্রায়ই রাত ২/৩টায় বাসায় ফিরি। কোনোদিন ফজরের

www.pathagar.com

নামাজ পড়েও ফিরতে হয়।

দৈনিক পত্রিকার টেবিলে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের এমন অবস্থা খুবই স্বাভাবিক। তারপর যখন পরদিন ছাপানো পত্রিকার চেহারা দেখা যায়, নবজাতকের মুখ দেখে মা যেমন আনন্দ পান, অনেকটা তাই। যদিও তুলনাটা একেবারেই অবান্তর। সন্তান জন্মদানে মায়ের কষ্ট-পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁদের পেশাদারিত্বের সঙ্গে নেশাদারিত্ব থাকে, তাঁরাই শুধু হাসিমুখে মাসের পর মাস রাত জাগার কষ্ট বরণ করে নিতে পারেন।

রাতে আমার সঙ্গে থাকতেন কাদের ভাই (আবদুল কাদের তাপাদার)। দীর্ঘদিন থেকে তিনি জালালাবাদের শিফট ইনচার্জ (রাত), দিনের শিফট ইনচার্জ হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন আ.ফ.ম. সাঈদ, এটিএম হায়দার। একসময় জালালাবাদের চিফ রিপোর্টার চৌধুরী মুমতাজ আহমদও আমার রাতের সঙ্গী ছিলেন। মমের হাস্যরস আমাদের ক্লান্তি-অবসাদ দূর করে দিত। বার্তা সম্পাদক ইকবাল সিদ্দিকী তখন বেশ রাত পর্যন্ত থাকতেন। তবে পেস্টিং শুরু হওয়ার আগে চলে যেতেন। সিএম মারুফের ছবি দেয়ার পর কাজ থাকত না, তবুও সে সারা রাত বসে থাকত। আমি না গেলে উঠত না। আজ থেকে চার বছর আগে ২০১২ সালে পত্রিকায় দায়িত্ব পালন শেষে গভীর রাতে বাসায় ফিরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারুফ আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যায়।

এ ধরনের আরেকজন ছিল দৈনিক জালালাবাদের স্পোর্টস রিপোর্টার টিপু মজুমদার। টিপু মজুমদার আমাদের প্রায় সবার সিনিয়র। মুক্তিযুদ্ধও করেছেন। সহকর্মীদের অনেকে 'টিপুদা' বলে ডাকত। অন্তরঙ্গতার কারণে আমি তাকে নাম ধরে ডাকতাম। সেও আজ পরপারে, কিন্তু তাঁর স্মৃতি আজও অম্লান। খেলার খবর থাকুক আর না থাকুক গ্রীষ্ম-বর্ষা কখনো টিপুর অফিস মিস নেই। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে। বার বার বলি, টিপু বাসায় যাও। কিন্তু কে শোনে কার কথা। চা আর সিগারেটে মত্ত টিপু। সপ্তাহে আমি ছাড়া সবার একদিন 'অফ' (ছুটি)। সে হিসেবে টিপু নিজের ছুটির দিন ঠিক করল। কয়েক দিন পরে লক্ষ করলাম, ছুটির রাতেও টিপু অফিসে। বললাম, আজকে তো তোমার অফ ডে। টিপু বলল, বাসায় ভালো লাগে না। অফ নেব না।

www.pathagar.com

অপেক্ষা ও চেষ্টা

সাত.

অস্থিরতায় দিন কাটছে। মনের অবস্থা কাউকে শেয়ারও করতে পারছি না। গিন্নি দু'তিন বার জানতে চাইলেন, কী হয়েছে। আহমেদ নূরের আর খারাপ কিছু? শুধু বললাম, আর খারাপ কী হবে? মারুফের দেয়া তথ্য গোপন রাখলাম। অন্যজনের টেনশন বাড়িয়ে লাভ কি? এর মধ্যে ফোন করলেন র‌্যাব অধিনায়ক কর্নেল ফেরদৌস। ইতঃপূর্বে বেশ কয়েকবার দেখা হলেও সিভিল অফিসারদের সঙ্গে যেভাবে ঘনিষ্ঠতা হয়, তেমন কিছু হয়নি। বললেন, আপনি ডিজি সাহেবকে ফোন দিয়েছিলেন। বললাম, হ্যাঁ। বললেন, আমাকে ফোন না দিয়ে আপনি এত উপরে চলে গেলেন? বললাম, সিও সাহেব, হাসান মাহমুদ খন্দকার সিলেটে এডিশনাল এসপি ছিলেন। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় তাঁকে ফোন করেছি। লে. কর্নেল ফেরদৌস বললেন, স্যার আমাকে সেটা বলেছেন। তবে নূর সাহেব, আমিও আপনাকে সম্মান করি। কষ্টের হাসি হেসে বললাম, আহমেদ নূরের কোনো অপরাধ থাকলে আপনি আমাকে তো বলতে পারতেন। কিন্তু তা না করেই তাঁকে যে অকথ্য নির্যাতন করা হলো তাতে আমরা হতবাক। সিও সাহেব, সিলেট প্রেসক্লাব তো সব সময়ই আপনাদের পাশে ছিল। গত মাসেই তো আপনারা আমাদের নিয়ে বসলেন। হঠাৎ এমন কী হলো যে, আমরা আপনাদের দুশমন হয়ে গেলাম?

লে. কর্নেল ফেরদৌস তখন বললেন, নূর সাহেব, আপনার সেক্রেটারি অন্য দেশের এজেন্ট হয়ে কাজ করছে। গোপন তথ্য পাচার করছে। শুনে আঁতকে উঠলাম। বললাম, কি বলছেন আপনি? বললেন, উপরের নির্দেশে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমনটি কি হতে পারে? ভাবলাম, সত্যিই কী আহমেদ নূর এমন কোনো তৎপরতায় জড়িয়ে ছিলেন। মন সায় দিল না, সংশয়ও কাটল না। বললাম, সিও সাহেব, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তবে সত্যিই যদি এ ধরনের কিছু হয়ে থাকে তবে আমরাও তাঁর শাস্তি চাইব। কিন্তু আমরা সুবিচার চাই, অবিচার নয়।

ফোন রেখে দেয়ার পর ভাবলাম, ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ চাঁদাবাজির অভিযোগ করলেন, যা আমি একশ ভাগ মিথ্যা জানি। কিন্তু কর্নেল ফেরদৌস যে অভিযোগ করলেন তা মিথ্যা না সত্য? দোলাচলে পড়ে গেলাম। বিষয়টি পরখ করব কীভাবে?

গত কয়েকদিনের আলামত থেকে টের পেলাম সিভিল অফিসাররা এ পরিস্থিতিতে তেমন সহায়তা করতে পারবেন না। বিভাগীয় কমিশনার আজিজ

www.pathagar.com

হাসান সাহেব আমার বিবেচনায় গত ২৭ বছরে দেখা (১৯৮০-২০০৭) কর্মকর্তাদের মধ্যে সেরা। অত্যন্ত মেধাবী, সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। খুব মেপে কথা বলেন। আমি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল বিভাগীয় মনিটরিং সেলের সদস্য হিসেবে প্রতিমাসে বিভাগীয় কমিশনার অফিসে মিটিংয়ে যাই। চার জেলা প্রশাসক, ডিআইজি এবং দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পিপি এর সদস্য। মিটিংয়ের সুবাদে আজিজ হাসান সাহেবের সঙ্গে মাসে অন্তত একবার দেখা হয়। অনেকদিন আমি মিটিংয়ের কিছু আগে তাঁর অফিসে চলে যাই। চা খাই, কথাবার্তা বলি। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কও বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে। আহমেদ নূরের গ্রেফতারের বিষয় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে জানিয়ে সহযোগিতা চাই। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মিটিংয়ের দিন এবার আগেভাগেই বিভাগীয় কমিশনারের চেম্বারে গেলাম। আজিজ হাসান সাহেব বললেন, আহমেদ নূর সাহেবের বিষয়টি নিয়ে আমরা মর্মাহত। এখন তো আমাদের হাতে কিছু নেই। তদুপরি রাজশাহীর ডিসি থাকাকালীন ওখানে বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়। এ নিয়ে আমাকেও জড়ানোর চেষ্টা চলছে। আমিও ভালো নেই। দুআ করবেন।

সিলেটের ডিসি জামাল আহমদ মজুমদার তটস্থ। একজন ডিসির যে ব্যক্তিত্ব থাকার কথা, তাঁর মধ্যে তা খুঁজে পাইনি। এমনিতে সদালাপী। তাঁকে খুব বিমর্ষ দেখলাম। পরে শুনলাম, যৌথ বাহিনীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ যাওয়ায় তাঁকে প্রায়ই যৌথ বাহিনীর স্টেডিয়ামের অফিসে গিয়ে এতিমের মতো বসে থাকতে হয়।

সিলেটের এসপি তখন আব্দুল্লাহিল বাকী। ইতঃপূর্বে সিলেটের এডিশনাল এসপি ছিলেন। বাকী বুয়েট থেকে ডিগ্রি নিয়ে বিসিএস দিয়ে পুলিশে এসেছেন। আমার আপন ভাতিজা ও সতীর্থ ড. নজমুস সাকিব বুয়েটে তাঁর শিক্ষক ছিল। সেই হিসেবে তিনি আমাকে আলাদা চোখে দেখেন। আহমেদ নূরের বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তাঁর মধ্যেও চাপা অস্থিরতা লক্ষ করলাম। একপর্যায়ে বললেন, নূর ভাই, দুআ করবেন। কিছুটা বিপদে আছি। চট্টগ্রামের বহুল আলোচিত সাত ট্রাক অস্ত্র আটকের সময় আমি ঐ এলাকায় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ছিলাম। এ নিয়ে আমার বিরুদ্ধেও তদন্ত হচ্ছে। তাঁর কথা শুনে ভাবলাম 'অভাগা যেদিকে তাকায়, সাগর শুকিয়ে যায়' আমার অবস্থা সে পর্যায়েরই।

সিলেটের এডিএম তখন এটিএম মামুনুর রশীদ। হবিগঞ্জের বানিয়াচঙ্গে তাঁর বাড়ি। আমার অতি প্রিয়ভাজন। তাঁর সুবাদে বানিয়াচঙ্গে গিয়ে প্রথমবার ঘুরে এসেছি। অত্যন্ত সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মকর্তা। তাঁর সঙ্গে একান্তে দীর্ঘসময় আলাপ করলাম। আহমেদ নূরের মামলার ব্যাপারে মামুন বললেন,

www.pathagar.com

সময়মতো আমরা আমাদের কাজ করার চেষ্টা করব। আপনারা এখানে অন্তত সুবিচার পাবেন। মামুন সাহেবের কথায় কিছুটা আশার আলো মনে জাগল। কিন্তু বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা কে না জানে। 'দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে তার বেজায় ফাঁক।' (ওমর খৈয়াম)

আর্মিতে কর্মরত অফিসারদের সঙ্গে বলতে গেলে আমার যোগাযোগ নেই। বছরে একবার আর্মড ফোর্সেস ডে, র‍্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বিডিআর সিলেট সেক্টরের বার্ষিকীতে দাওয়াত পাই। তখন কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে স্বল্পসময়ের দেখা সাক্ষাৎ হয়। এ হিসেবে র‍্যাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে পেশাগত কাজে সবচেয়ে বেশি দেখা হয় এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি। অথচ এখন আমরা র‍্যাবেরই কাঠগড়ায়!

খুঁজতে থাকলাম আর্মি অফিসার। মামাশ্বশুর ব্রিগেডিয়ার সৈয়দ আব্দুর রব বেশ কিছুদিন আগে বিডিআর-এর উপমহাপরিচালক পদে কর্মরত থেকে অবসরে গেছেন। মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার বিশ্বনাথপুরে তাঁর বাড়ি। বিয়ের পর সস্ত্রীক তাঁর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মঈনুল রোডস্থ বাসায় দুই দিন থেকেছিও। তখন তিনি কর্নেল। মামা আমাকে স্নেহ করতেন। যশোর ক্যান্টনমেন্টের কমান্ড্যান্ট থাকাকালীন আমি নিয়মিত তাঁর কাছে আমার সম্পাদিত পত্রিকাও পাঠাতাম। মামা দুএকবার ফোনে প্রাপ্তিসংবাদও জানিয়েছেন। অবসরের পর তাবলিগ জামাতে চিল্লার পর চিল্লায় থাকতেন। তাবলিগে থাকাবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

আরেকজন প্রিয় মানুষ বিমানবাহিনীর এয়ার কমোডর গোলাম কিবরিয়া তাহের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমআইএসটি (মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি)-এর কমান্ড্যান্ট থাকাকালীন আমি সেখানে গিয়েছি। অত্যন্ত ভদ্রলোক তাহের কিবরিয়া সিলেটের জামাই। বিয়ানীবাজারের ঐতিহ্যবাহী বাহাদুরপুর জমিদার বাড়িতে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। তার শ্বশুর ফারুক চৌধুরী সাহেব সিলেটের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী, মিরাবাজারের 'বাহাদুরপুর হাউস'-এ তাঁদের বাসা। ফারুক চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র ওমর ভাই (ওমর ফারুক চৌধুরী) আমার বড়ভাই তালিবুন নূরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। স্কুলজীবন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দু'জন একসাথে ছিলেন। এখনও দু'জনই আমেরিকায়। বড়ভাইয়ের সুবাদে তাহের ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আমার সঙ্গেও কিছুটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে। একবার রমজান মাসে মক্কা শরিফে আমরা একসাথে ছিলাম। তিনিও অবসরে গেছেন।

আরেকজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে সাংবাদিকতার শুরুতে নাটকীয় পরিচয় হয়। মেজর মতি (মতিউর রহমান) ১৯৮২ সালে এরশাদ সাহেবের মার্শাল ল'র প্রথম দিকে সিলেটের ভারপ্রাপ্ত ডিএমএলএ (ডিস্ট্রিক্ট মার্শাল ল'

www.pathagar.com

এডমিনিস্ট্রেটর) ছিলেন। তিনি বিডিআরে কর্মরত থাকাবস্থায় তাঁকে ডিএমএলএর দায়িত্ব দেয়া হয়। একদিন বিডিআর বেশ কিছু চোরাচালান-সামগ্রী উদ্বারের পর ডিএমএলএ তাঁর অফিসে সাংবাদিকদের ডাকেন। সিলেটে পত্রিকা তখন মাত্র ৩টি। আমীনূর রশীদ চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক যুগভেরী, হিমাংশু শেখর ধর সম্পাদিত সাপ্তাহিক দেশবার্তা ও আমার সম্পাদিত সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠ। জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের মধ্যে দৈনিক আজাদের বোরহান উদ্দিন খান, দৈনিক ইত্তেফাকের আবদুল মালিক চৌধুরী, দৈনিক সংবাদের অজয় পাল, ডেইলি অবজারভারের সুধীরেন্দ্র বিজয় দাস (সলু দা), ডেইলি টাইমসের নুরুল ইসলাম, দৈনিক ঠিকানার এটিএম হায়দার ও দৈনিক সংগ্রামের আজির উদ্দিন এই হাতেগোনা ক'জন সাংবাদিক কাজ করতেন।

ডিএমএলএ'র ডাক পেয়ে যদ্দূর মনে পড়ে, যুগভেরীর সহকারী সম্পাদক মাহবুব ভাই, আজাদের বোরহান উদ্দিন খান, ইত্তেফাকের আবদুল মালিক চৌধুরী, অবজারভারের সুধীরেন্দ্র বিজয় দাস (সলু দা) ও আমি সেখানে উপস্থিত হই। ডিএমএলএ'র অফিস তখন প্রেসক্লাবের ঠিক বিপরীতে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি রেস্ট হাউসে। আমরা প্রেসক্লাবে জড়ো হয়ে একসাথে যাই। পরিচিতি পর্বের পরে মেজর মতি উদ্ধারকৃত চোরাচালান-সামগ্রী সম্পর্কে আমাদের ব্রিফ করে বলেন, রিপোর্ট লিখে তাঁকে দেখাতে। তাঁর এ ধরনের কথায় আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করা অবস্থায় উপস্থিত প্রবীণ সাংবাদিক ও সিলেট প্রেসক্লাবের তৎকালীন সভাপতি বোরহান উদ্দিন খান সাহেব বলেন, আমরা নিউজ করে পত্রিকায় পাঠাব। ছাপা হলে দেখবেন। মেজর মতি বললেন—'না, না, আমাকে এখানেই লিখে দেখাতে হবে। প্রয়োজনে আমি ঠিক করে দেব।' বোধহয় সামরিক শাসনের কথা ভেবে সবাই লিখতে শুরু করেন।

বছর খানেকও হয়নি সাংবাদিকতায় ঢুকেছি। বয়স তখনও বাইশ পেরোয়নি। রক্ত গরম। মেজর মতির অদ্ভুত আবদার মেনে নিতে মন চাইল না। ব্রিফিংয়ের নোট পকেটে ঢুকিয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ মেজর মতির নজরে পড়তেই তিনি বললেন, আপনি লিখছেন না কেন? পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনি কোনো পত্রিকায় এর আগে কাজ করেছেন? তিনি বললেন, কেন? জবাব দিলাম, পত্রিকায় কাজ না করলে আপনি আমাদের রিপোর্ট দেখবেন কী করে? আমার কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, তাঁরা তো লিখছেন। আমি তাৎক্ষণিক জবাব দিলাম, আমি সম্পাদক। রিপোর্টারদের নিউজ এডিট করাই আমার কাজ। তাঁরা কেউ সম্পাদক নন। আমার কথা শুনে মেজর মতি শুধু বললেন, ঠিক আছে বসুন। এর মধ্যে কাছে বসা মালিক ভাই আমাকে বললেন, 'নূর সাব, সময় ভালা নায়, লেখি লাউকা।' মালিক ভাইকে আমি সম্মান করি। কিন্তু তাঁর এ কথা না শুনে বসে রইলাম। সবাই রিপোর্ট লেখে

www.pathagar.com

মেজর মতির কাছে জমা দিলেন। মেজর মতি দু'একজনের রিপোর্টে টুকটাক পরিবর্তন করলেন। তারপর আপ্যায়ন শেষে বিদায় নিতে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি দাঁড়াতেই মেজর মতি বললেন, আপনি বসুন। এ-কথায় সহকর্মী অনেকের ফ্যাকাসে মুখ লক্ষ করলাম। তাঁরা যাচ্ছেন না দেখে মেজর মতি বললেন, আপনারা আসুন। অগত্যা সবাই চলে গেলেন।

আমি স্বস্থানে ইতোমধ্যে বসে গেছি। মেজর মতি আমাকে লক্ষ করে বললেন, ইয়াংম্যান, আপনার তো দারুণ সাহস! জানেন আমি কী করতে পারি? আমি বললাম, মেজর সাহেব। আল্লাহর হুকুম হয়ে গেলে মেজর কেন এক মেথরকে দিয়েও তিনি আমাকে বেইজ্জত করাতে পারেন। মেজর মতি হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার এত সাহস? আর্মিতে বড় কেউ আছে আপনার? তাঁর কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বললাম 'ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির।' বললেন, বুঝলাম না। বললাম, এটা কুরআন শরিফের আয়াত। এর অর্থ? উত্তরে বললাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। কুরআনের আয়াত মেজর মতির উপর জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করেছে। বিষধর ফণা তুলা সাপ যেভাবে ওঝার জড়ির কাছে নেতিয়ে পড়ে, তিনিও সেভাবে নেতিয়ে পড়লেন। ঈমানদারদের উপর কুরআনের এমন প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। আমরা কুরআন বুঝি না, তাই প্রভাবও পড়ে না। আমার উত্তর শুনে মেজর মতি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে আমার পড়াশোনা, সাংবাদিকতার বয়স ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আমি বললাম। তিনি নিয়মিত আমেরিকার নিউজউইক পড়েন, প্রতিদিন একাধিক পত্রিকা পড়েন, ইত্যাদি জানালেন।

মেজর মতি আবার চা আনার অর্ডার দিলেন। বুঝলাম তিনি স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। চা-পানের ফাঁকে আমার বাসা, বৈবাহিক অবস্থা, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আমিও তাঁর ব্যক্তিগত নানা কথা জানলাম। এবার উঠতে চাইলে বললেন, মাঝে মাঝে আসলে খুশি হব। আপনাদের কাছ থেকে কিছু খোঁজখবর নিতে হবে। দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করার সময় বললেন, কোথায় যাবেন? বাসায় বলতেই বললেন, গাড়ি আছে? হেসে বললাম, গাড়ি কোথায় পাব? তখনই সেন্ট্রিকে ডেকে বললেন, ড্রাইভারকে বলো তাঁকে নামিয়ে দিয়ে আসতে। আমি বললাম, রিকশায় চলে যাব, গাড়ি লাগবে না। আমার এ কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, গাড়িতেই যান।

আর্মির জিপে জীবনে প্রথমবার উঠলাম। গেইট পেরোতেই দেখি প্রেসক্লাবের সামনে খান সাব, মালিক ভাই সবাই জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ড্রাইভারকে গাড়ি একটু থামাতে বলে ইশারা দিয়ে তাঁদের ডাকলাম।

www.pathagar.com

আর্মির গাড়িতে আমাকে বসা দেখে সম্ভবত মালিক ভাই দৌড়ে এসে বললেন, 'নূর সাব, আপনে কথা না হুনিয়া বিপদ ডাকিয়া আনলা।' অন্যরাও গাড়ির কাছে এসে গেছেন। আমি গাড়ির সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসা থেকেই বললাম, আমি ঠিক আছি। আপনারা কেউ আমার সঙ্গে চাইলে যেতে পারেন। আমার কথা শুনে সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন দেখে আমি বললাম, মেজর সাহেব আমাকে বাসায় পৌঁছাতে গাড়ি দিয়েছেন। তাই বলছি যে, আপনাদের কেউ যেতে চাইলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন। সবার মুখে প্রথমে বিস্ময় ও পরে হাসি ফুটে উঠল। বোরহান উদ্দিন খান সাহেব বললেন, আমার বাসা দূরে, আমি যাই। মাহবুব ভাই অবাক কণ্ঠে বললেন, 'নূর ভাই, আমরা কিতা চিন্তা করছি, আর আপনে কিতা করলা।' বললাম, মেজর সাহেবের অন্য কাজে গাড়ি লাগতে পারে, দেরি হয়ে যাবে, এসব কথা পরে বলব।

এরপর মেজর মতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা এমন পর্যায়ে যায় যে, প্রায়ই কারণে–অকারণে তাঁর দপ্তরে আমাকে যেতে হতো। আমি বয়সে তাঁর জুনিয়র হওয়ার পরও তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি কুমিল্লা সেনানিবাসে বদলি হয়ে চলে যান। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হতো। কুমিল্লা থেকে চলে যাবার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুনেছি, তিনি কিছুদিন আগে মেজর জেনারেল হয়ে অবসরে গেছেন। মেজর মতির স্মৃতি আজও আমাকে তাড়িত করে। কোথায় আছেন জানি না। তদুপরি তিনি অবসরে।

হঠাৎ মনে হলো, শুনেছি ফারুক ভাইয়ের ছোটভাই ব্রিগেডিয়ার। ঢাকায় থাকেন। ফারুক ভাইয়ের পুরো নাম শাহগীর বখত ফারুক। একসময় সুনামগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ লন্ডন থাকেন। লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেট এলাকা বেথনাল গ্রিন এন্ড বো থেকে কনজারভেটিভ পার্টির এমপি পদেও দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমার বড়ভাই বদরুন নূর মামুন ভাইয়ের ক্লাসমেইট হওয়ায় আমাকে অত্যধিক ভালোবাসেন। বড়ভাইয়ের ক্লাসমেইট, বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও নুর ভাই বলে ডাকেন। লন্ডনে গেলে বাসায় নিয়ে খাওয়ান।

ফারুক ভাইকে লন্ডনে ফোন করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, মুহিত ভাই (ব্রিগেডিয়ার হুমায়ুন বখত) কোথায়? বললেন, সে-তো এখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ডাইরেক্টর মিলিটারি অপারেশন (ডিএমও)। দারুন খুশি হলাম। মনে হলো ডুবন্ত আমি খড়কুটা নয়, একটি ভালো নৌকা পেয়ে গেছি। ফারুক ভাইকে আহমেদ নূরের বিষয় সবিস্তারে জানালাম। শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বললেন, 'আমরাতো এদের তৎপরতাকে ভালো জানতাম। এটা কি করল?' আমি আহমেদ নূরের ব্যাপারে তাঁর মাধ্যমে মুহিত ভাইয়ের

www.pathagar.com

সহযোগিতা কামনা করলাম। ফারুক ভাই বললেন, এসব বিষয় ফোনে আলাপ করা ঠিক নয়। আমার দেশে আসার সম্ভাবনা আছে। একটু অপেক্ষা করেন। বললাম, কবে নাগাদ আসতে পারেন? বললেন, মাস দেড়েক পর। অতএব আর কি করা।

অপেক্ষায় অপেক্ষায় দিন কাটছে। আগের মতো অফিসে রাত জেগে থাকতেও ভালো লাগে না। বলতে গেলে শুধু অফিসে হাজিরা দেই। সহকর্মী বন্ধুবান্ধব অনেকে কী করছি জানতে চান। জুৎসই উত্তর জানা নেই। তাই অনেক সময় শুধু শুনি, তবে সব কিছুর পরেও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইনি। ভাবি, সুদিন শীঘ্রই আসবে। 'ওয়ালাল আখিরাতু খাইরুল লাকা মিনাল উলা, ওয়ালা সাওফা ইয়ু্য'তিকা রাব্বুকা ফাতারদ্বা'—অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবেরে ভবিষ্যৎ/একদিন খুশি হবি তুই লভি তার দান সুমহৎ। সূরা দোহা'র চমৎকার কাব্যানুবাদ ছন্দের জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের করা। আর আমি অভাগা সেই সুমহৎ দানের প্রতীক্ষায় চাতকের মতো অপেক্ষমাণ।

www.pathagar.com

তারা আটঘাট বেঁধে নেমেছে

আট.

আহমেদ নূরের গ্রেফতারের তখনো ১০ দিন পেরোয়নি। এসপি বাকী ফোন করলেন। নূর ভাই, একবার কি চা খেতে আসবেন? এসপি অফিস ও দৈনিক জালালাবাদ অফিসের মধ্যে শুধু বাউন্ডারি দেয়াল। আমাদের একপাশে পুলিশ অফিস অন্য পাশে মেয়রের অফিস। মাঝখানে কুদরত উল্লাহ্ মসজিদ কমপ্লেক্সে আমার অফিস। ২/৩ মিনিটের মাথায় বাকীর টেবিলে পৌঁছে দেখি চা রেডি। চা খেতে খেতে বাকী বললেন, নূর ভাই আপনার ব্যাপারে ডিজিএফআই থেকে ফোন করে জানতে চাইল। আপনাকে কতটুকু চিনি। আমি যতটুকু বলা সম্ভব বলেছি। কিন্তু মনে হলো, আপনার ব্যাপারে আমার কথা তাদের ভালো লাগেনি। সতর্ক থাকবেন।

এমনিই দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তাতে নতুন মাত্রা যোগ হলো। বাকীকে মারুফের দেয়া তথ্য জানালাম। বাকী বললেন, আমারও এমন আশঙ্কা হচ্ছে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, নূর ভাই বেশি চিন্তা করবেন না। আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। এটা আমার বিশ্বাস।

বাড়তি দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘরে ফিরলাম। কি হচ্ছে, কি হবে ভেবেই চলছি। পত্রিকায়ও আতঙ্কিত হবার মতো কিছু খবর দেখছি। কিন্তু এতদিন এসব খবরে উৎফুল্ল হয়েছি। যাক এবার দুর্নীতিবাজদের টুঁটি চেপে ধরা হয়েছে। কিন্তু এবার কেন ভালো মানুষের উপর আক্রমণ? অফিসে এসে মারুফকে ডেকে নতুন খবর আছে কিনা জানতে চাইলাম। মারুফ বলল, তারা আটঘাট বেঁধে নেমেছে। আপনি উপর মহলে কথা বলায় ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এবার একজন বড় রাজনীতিবিদও তাদের সাহায্য করছেন আপনাকে শায়েস্তা করার জন্য।

ওই রাজনীতিবিদ অশোভন কথাবার্তার জন্য দৈনিক জালালাবাদে ব্ল্যাকআউট। অর্থাৎ, তাঁর নিউজ ছাপা হয় না। এজন্য তিনি রুষ্ট। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাকে দিয়ে তিনি আমার উপর এর আগে চাপ সৃষ্টি করিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁদের জবাব দিয়েছি, তাঁর আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করলে আমি আমার অবস্থান থেকে নড়ব না।

শুনলাম, ঐ রাজনীতিবিদের বন্ধুর ছোটভাই ডিজিএফআইর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি এ সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন। আমি আজও জানি না এর সত্য মিথ্যা। আর ঐ রাজনীতিবিদও দীর্ঘদিন থেকে অদৃশ্য। বিষয়টির গভীরে যাওয়ার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু আদৌ তিনি জড়িত ছিলেন কি না জানা

www.pathagar.com

হলো না। অতএব সন্দেহ থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছি। যদি তিনি কিছু করেও থাকেন, আল্লাহও যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। কারণ পরবর্তীকালে ওয়ান-ইলেভেনের পরে তিনি তাঁর পূর্বের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর একটি ইফতার মাহফিলে আমাকে দাওয়াত করেন। আমি সেখানে গেলে তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর পাশে মঞ্চে বসান। মানবিক দুর্বলতার কারণে আমরা অনেক সময় ভুল করি, ভুল সিদ্ধান্ত নিই। নবী-রাসুল ছাড়া কোনো মানুষ ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়।

রাতে বাসায় ফিরলাম। ভালো ঘুম হলো না। দুশ্চিন্তা অনিদ্রা দুটোই ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ক্ষতিকর। ডায়াবেটিসের মাত্রা বাড়ছে। সকাল ৯টায় একটি ফোন এল। ডিজিএফআই'র উপপরিচালক জামিল সাহেব ফোন করে জানতে চাইলেন আমি কোথায়? বাসায় বলতেই বলেন, ১০টার দিকে আমার অফিসে আসুন। কেন জানতে চাইলে বললেন, কর্নেল সাহেব আপনাকে সালাম দিয়েছেন।

কর্নেল জাহিদ। একবার দেখা হয়েছে এর আগে। এই যা। বুঝলাম মারুফ-বাকীর আশঙ্কা সত্য হতে যাচ্ছে। বাসায় কিছু না বলে সাগরদিঘিরপার ডিজিএফআইর অফিসে চললাম। গেইট পেরিয়ে ডিডি সাহেবের রুমে গেলাম। চা খাওয়ালেন। তারপর আমাকে 'বসেন' বলে উঠে গেলেন। একা বসে আছি। অপেক্ষার কষ্ট। সঙ্গে অজানা শঙ্কা। আধঘন্টা পর জামিল সাহেব ফিরে এসে বললেন, স্যার আজ ব্যস্ত। আজ কথা বলবেন না। আমি বললাম, ঠিক আছে। যেদিন বলতে চান জানাবেন। চলে আসব। তাহলে উঠি, বলে উঠে দাঁড়াতেই বললেন, না না বসেন, আরো কাজ আছে। কারো কাছে ফোন করলেন। তারপর বললেন, চলেন। কোথায় জানতে চাইলে বললেন, গেলেই বুঝবেন, আসুন। কথা না বাড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

একটি রুমে নিয়ে গেলেন। ঘরের ড্রয়িং রুমের মতো। সোফা সাজানো। এর মধ্যে হাজির হলেন একজন সুদর্শন লোক। জামিল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, স্যার, ইনি সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে 'আমি মেজর রেজা' বলেই বললেন, কি খবর বলুন। বললাম, কোন খবর জানতে চান বলুন? বললেন, একেতো আপনি সম্পাদক তার উপর আপনি ছয় বারের প্রেসক্লাব সভাপতি। সব খবরইতো আপনার কাছে। বললাম, খবর যা পাই, তার যেগুলো প্রকাশের উপযোগী সেগুলো পত্রিকায় দিই। আমাদের স্থানীয় পত্রিকার সৌজন্য কপি আশা করি আপনারা পান। বললেন, থ্যাংকইউ। তবে জাতীয় পত্রিকাগুলো ফ্রি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন না। বললাম, জাতীয় পত্রিকা ফ্রি পাওয়ার সুযোগ নেই। কেন জানতে চাইলে বললাম, এগুলো এজেন্সি নিয়ে আসে। আমি

www.pathagar.com

নিজেও সৌজন্য কপি পাই না।

মেজর রেজা এবার বললেন, আপনার সেক্রেটারি সাহেবের কী খবর? আমি বললাম, সে খবর তো আপনারা ভালো বলতে পারবেন। একজন ভালো মানুষের সঙ্গে র‍্যাব কেন এমন করল বুঝতে পারছি না? বললেন, আপনারা এ ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ তাই না। আমি বললাম, র‍্যাবের সঙ্গে আমাদের পেশাগত কারণে বেশ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। আমার কথার মাঝখানে মেজর রেজা বললেন, আপনার সেক্রেটারি চাঁদাবাজ, তিনি প্রেসক্লাবের টাকাও মেরে দিয়েছেন। আমি বললাম, আহমেদ নূর চাঁদাবাজ এটা আমি কেন, কেউই বিশ্বাস করবে না। আর প্রেসক্লাবের টাকা আত্মসাৎ বাজে রটনা। মেজর রেজা বললেন, সভাপতি সাহেব, ভালো লোকেরা অন্যদের ভালো মনে করে। আপনিও অনেক কিছু জানেন না। আপনার সদস্যরাই সেক্রেটারির বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছে। আমি বললাম, আহমেদ নূর প্রেসক্লাবের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। একজন সৎ ও পেশাদার সাংবাদিক। দু'একজন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বললেই সত্য হয়ে যায় না। আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বললেন, আপনার বিরুদ্ধেও তো অনেক অভিযোগ।

আমি কিছু না বলে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি বললেন, অবশ্য আপনার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ নেই। বললাম, তাহলে কীসের অভিযোগ? বললেন, আপনি সাংবাদিকতা করে এত বিশাল সম্পত্তি করলেন কীভাবে? বললাম, বিশাল সম্পত্তি কোথায়? মেজর রেজা একটি ফাইল হাতে নিয়ে বললেন, হাওয়াপাড়ায় আপনি নয়তলা বাড়ি বানাচ্ছেন, স্টেশন রোডে সাততলা বাড়ি বানিয়েছেন। বললাম, আর কিছু? মেজর রেজা বললেন এত তাড়া কীসের। সময়মতো আরো জানতে পারবেন। বললাম, ঠিক আছে। তবে একসাথে শুনলে এক সঙ্গে উত্তর দিতে পারতাম। তিনি বললেন, এখন এ দুটোর ব্যাপারে বলেন। বললাম, স্টেশন রোড তথা ভার্থখলার বাড়িটি আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। আমার ভাই বোন সবাই টাকা দিয়েছেন আর ৬টি ফ্ল্যাট বিক্রি করে বাকি টাকা জোগাড় করেছি। বললেন, ভাই-বোন কী করেন? বললাম, আমার ইমিডিয়েট বড়ভাই আমেরিকায় থাকেন। বড়বোন কানাডায়, আর ৩ ভাইয়ের ফ্যামিলি লন্ডনে। মেজর রেজা বললেন, ও তাই! তা তাঁরা কত টাকা দিলেন, কীভাবে? আমি বললাম ৮০ লাখ টাকা তাঁরা দিয়েছেন। ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে। কোন ব্যাংক? বললাম, ইসলামী ব্যাংক। বললেন, ৮০ লাখে এই বিল্ডিং করেছেন? বললাম, আগেই তো বলেছি ৬টি ফ্ল্যাট বিক্রি করেছি। বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যরি।

আবার বললেন, এগুলোর ডকুমেন্ট আছে? বললাম, তাঁরা পাওয়ার অব এটর্নি দিয়ে আমাকে ডেভেলপ/বিক্রির ক্ষমতা দিয়েছেন। আর টাকা তো

www.pathagar.com

দিয়েছেনই। মেজর রেজা আবার ফাইলে মনোনিবেশ করে বললেন, আর হাওয়াপাড়ার ৯ তলা? বললাম, ওটা আমার বোনের বাড়ি। আমাদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মিলে এটা নির্মাণের জন্য আমাকে দায়িত্ব দেন। আমি ডেভেলপার হিসেবে কাজ করেছি। আগেরটার মতো টাকার একটি অংশ তাঁরা দিয়েছেন। বাকিটা বিক্রি করে করে কাজ হচ্ছে। এর ডকুমেন্ট কী? বললাম, আমার ভগ্নীপতি ও তাঁর ভাইয়েরা ডেভেলপার হিসেবে আমার নামে রেজিস্টার্ড পাওয়ার অব এটর্নি দিয়েছেন। আর যেহেতু এটা ব্যবসায়িকভাবে করা হচ্ছে, সেহেতু যে-সমস্ত আত্মীয় টাকা দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি। তাঁরা কত টাকা দিয়েছেন? বললাম, এক কোটি টাকার মতো। বললেন, বিদেশ থেকে? বললাম, বিনিয়োগকারীরা সবাই লন্ডন প্রবাসী। বললেন, আপনার আত্মীয়স্বজন বহু লন্ডনে থাকেন। বললাম, হ্যাঁ। তাদের সংখ্যা কত হতে পারে? বললাম, শতাধিক। মেজর রেজা অনেকটা বিস্মিত হলেন। স্বগতোক্তি করলেন, সিলেট আসলেই দ্বিতীয় লন্ডন।

এবার বললেন, চা খাবেন? মাথা নাড়াতেই চায়ের অর্ডার দিলেন। আমি বললাম, আমারটা চিনি ছাড়া হবে। আপনার কি ডায়াবেটিস? মেজর রেজা জানতে চাইলেন। বললাম, ১২ বছর থেকে। চা পানের পর মেজর রেজা বললেন, আপনার নামটা বেশ কঠিন। এমন নাম আমি শুনিনি। কে রেখেছেন এই নাম? বললাম, বাবা রেখেছেন। আপনার বাবা! অনেকটা বিস্ময় তাঁর চোখে। বিস্ময়ের কারণটা অবশ্য পরে বুঝেছিলাম। তিনি কী করতেন? বললাম, তিনি সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। গভ. স্কুল থেকে রিটায়ার করার পর রাজা জিসি হাইস্কুল, তারপর সিলেট উইমেন্স কলেজে (বর্তমানে সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ) শিক্ষকতা করেছেন। মেজর রেজা বললেন, দাঁড়ান দাঁড়ান। পূর্বেকার ফাইলের একটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বললেন, নূর সাহেব কী বলছেন? আমি বললাম, মানে আপনিই বললেন, বাবা সম্পর্কে বলতে। হঠাৎ বলে উঠলেন, বোগাস। বুঝতে পারলাম না কেন কথাটা বললেন।

একটু সাহস করে বললাম রেজা সাহেব, এই কাগজটা কি আমি দেখতে পারি? তিনি বললেন, স্যরি, এটা দেখানো যাবে না। আমি বললাম, সিলেটের অনেক বিশিষ্টজনই বাবার ছাত্র। কারণ ঐ যুগে গভর্নমেন্ট স্কুলই একমাত্র ভালো স্কুল ছিল। জেনারেল ওসমানীসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তির প্রিয় শিক্ষক ছিলেন আমার বাবা। বললাম, আমার বাবার নামে কারা কি বলেছে জানি না, তবে মনে হচ্ছে আমার মরহুম বাবা সম্পর্কে তারা আপনাদের কাছে ভুল তথ্য দিয়েছে। পরে জেনেছিলাম, আমার বাবা দিনমজুর ছিলেন, এমন হাস্যকর তথ্য দেয়া হয়েছিল। আমি বললাম, রেজা সাহেব, আপনাদের গোত্রীয় দুজন আছেন, যাঁরা বাবা সম্পর্কে জানেন। আপনি তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই শুধু

www.pathagar.com

বাবা নয়, আমাদের পরিবার সম্পর্কে জানতে পারবেন। বললেন, তাঁরা কারা? আমি বললাম ব্রিগেডিয়ার (অব.) জুবায়ের সিদ্দিকী ও কর্নেল সৈয়দ (অব.) আলী আহমদ। মেজর রেজা বললেন, বুঝেছি।

প্রায় দু'ঘন্টা হলো এসেছি। ভালো লাগছে না। তবুও বললাম, আপনার আর কি জানার আছে। বললেন, না আজ আর থাক। তবে দুটি বাসার নির্মাণসংক্রান্ত ডকুমেন্ট লাগতে পারে। স্যারের সঙ্গে কথা বলে পরে আপনাকে জানাব। মেজর রেজা উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, ভালো থাকবেন।

www.pathagar.com

নয়.

বাসায় ফিরতে ফিরতে নিজেকে কিছুটা হালকা লাগছে। মনে হয় মেজর রেজা আমার অনেক কথা বিশ্বাস করেছেন। বিশেষত বাবার ব্যাপারে। রাতে ইকবাল ভাই ও মারুফকে সংক্ষেপে দিনের বিষয়াদি জানালাম। ইকবাল ভাই বললেন, আশা করি আর কিছু হবে না। মারুফ বলল, না ইকবাল ভাই এত সহজে তারা ছেড়ে দেবে না।

ডিজিএফআই অফিসে যাওয়ার বিষয়টি আর কাউকে বললাম না। এমনকি বাসায়ও না। কিন্তু রাতেই বুঝতে পারলাম অনেকেই বিষয়টি জানে। দু-একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে গেলাম। তিন দিনের মাথায় আবার জামিল সাহেবের ফোন। স্যার যে ডকুমেন্টের কথা বলেছিলেন সেগুলো নিয়ে আসেন। কখন নিয়ে আসব জিজ্ঞেস করতেই বললেন, ১১টায় আসেন। তখন সকাল ৯টা।

ডকুমেন্ট বলতে ভার্থখলা ও হাওয়াপাড়ার পাওয়ার অব এটর্নি, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে করা চুক্তি ও বিনিয়োগ কে কত করেছেন তাদের নাম ঠিকানাসহ সঙ্গে নিলাম। জালালাবাদ অফিসে এসে কোম্পানীগঞ্জের সাংবাদিক আবুলকে পেলাম। গাড়ি কুদরত উল্লাহ কমপ্লেক্সে রেখে আবুলের মোটরসাইকেলে চড়ে গেলাম। প্রায় ১৫ মিনিট আগে গেলাম। আমার গাড়ি অনেকেই চেনে। তাই কেউ যাতে টের না পায় এজন্য গাড়ি রেখে গেলাম। কিন্তু কাক যেভাবে কোনোকিছু লুকানোর জন্য নিজের চোখ বুজে মনে করে কেউ দেখেনি; আমার অবস্থাও তেমন হলো।

আজ শুধু ডকুমেন্টস বুঝিয়ে জমা দিলাম ডিডি জামিলের কাছে। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পর যখন বেরুলাম তার মিনিট দশেক পরেই জনৈক সাংবাদিক ফোন করে জানতে চাইল আমি কোথায়? বললাম, বাসায় যাচ্ছি। ঐ সাংবাদিক প্রশ্ন করল, আমার কাছে কী জানতে চাইল তারা। বুঝেও বললাম, কারা কী জানতে চাইল? বলল, নূর ভাই, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন তা অনেক সাংবাদিকই জেনে গেছে। বললাম, তাহলে আর আমার কাছে জানতে চাওয়ার দরকার কি? আবার বলল, না; কি জানতে চাইল, সেটা জানতে চাইছিলাম? কিছুটা রাগত স্বরে জবাব দিলাম, আমার সার্বক্ষণিক খবর যারা তোমাদের জানাচ্ছে তাদের জিজ্ঞেস করে জানো। তারা আজ কতটুকু করিয়েছে। ঐ সাংবাদিক আমার বলয়েরই। কিন্তু হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙও নাকি লাথি মারে। আমার অবস্থা বোধহয় সেদিকেই গড়াচ্ছে।

দু'তিন দিন পর আবার ডাক পড়ল সাগরদিঘিরপারে। ফোন করলেন

www.pathagar.com

ডিএডি আমান উল্লাহ। আজ প্রথমে জামিল সাহেবের সঙ্গে দেখা পেলাম না। গার্ড আমাকে নিয়ে গেল ডিএডির কাছে। মনে করেছিলাম, আজ হয়তো কর্নেল সাহেবের মুখোমুখি হব। কিন্তু না কর্নেল, মেজর, ডিডি কেউ না। আজ ডিএডি-ই আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়'—সিলেটি এই প্রবচনের আভাস পাচ্ছি তাঁর কথাবার্তায়। সম্পত্তি কীভাবে করলাম, কোন কোন জায়গা থেকে চাঁদা পাই, এ জাতীয় কিছু আপত্তিকর কথাবার্তার পর বললেন, ব্যাংকের কাগজ কোথায়? বললাম, রেজা সাহেব তো ব্যাংকের কাগজ আনতে বলেননি। ডিএডি বললেন, আপনার যাবতীয় সম্পত্তির কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট সব ডকুমেন্ট নিয়ে আসবেন। বললেন, কালই নিয়ে আসুন। আমি বললাম, একদিনের মধ্যে কীভাবে আনব? অসম্ভব। ডিএডি বললেন, আমাদের হাতে সময় নেই। বললাম, কমপক্ষে দুই দিন সময় লাগবেই। এগুলো কে চাইছে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, কেন আমরা? বললাম, ঠিক আছে। দু'দিন পর আমি সব নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ। কখন আসব জিজ্ঞেস করতেই বললেন, ডিডি স্যার আপনাকে সময় জানাবেন। তারপর বললেন, আপনাকে একটু বসতে হবে। আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলে আসি। স্যার তো একদিনের সময় দিয়েছিলেন। আমাকে বসিয়ে রেখে তিনি চলে গেলেন। বোধহয় যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন তাই তিনি যাওয়ার পরই চা-বিস্কুট নিয়ে এল একজন। চা পানের পর আরো মিনিট বিশেক অপেক্ষা করলাম। এলেন ডিএডি। বললেন, স্যার দুইদিনের সময় মঞ্জুর করেছেন। থ্যাংকইউ বলে বিদায় নিয়ে বেরুলাম। রিকশায় চড়ে বাসায় ফিরলাম। ফোন সাইলেন্ট রেখেছিলাম। দেখলাম, আবুলসহ কয়েক জনের মিস্‌ড কল। আবুলকে শুধু কলব্যাক করলাম। বললাম, এখন বাসায় চলে যাচ্ছি; রাতে অফিসে আসব।

রাতে সৌরভে (আমার কম্পিউটার প্রিন্টিংয়ের দোকান) বসে কি কি করব, সব কিছুর তালিকা করলাম। আমার জমিসংক্রান্ত দলিলাদির ফটোকপি করলাম। বিনিয়োগকারীদের ইউকে এড্রেস সহ ফটোকপি করলাম। ব্যাংকে কত টাকা আছে তার হিসাবও লিখে রাখলাম। একুরেট অঙ্ক মনে নেই। কাল সকালে ব্যাংক স্টেইটমেন্ট দেখে টাকার অঙ্ক বসিয়ে দেয়া যাবে। 'এক নজরে আমার সম্পদের হিসাব' শিরোনাম দিয়ে সব তথ্য দিলাম। কোনো কিছুই বাদ রাখলাম না। সৌরভের অপারেটর করিম ভাইকে বললাম, কাল ফাইনাল প্রিন্ট নেব। সেইভ করে রাখেন। প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ কাল ফাইনাল করবেন। পরদিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে গিয়ে ঐ দিন পর্যন্ত একটা স্টেইটমেন্ট নিলাম। শুধু লন্ডনের দুটো একাউন্টের হালনাগাদ তথ্য দিতে পারলাম না। সর্বশেষ প্রাপ্ত ঐ দুটো স্টেইটমেন্ট দিলাম। তবে যেহেতু লেনদেন শুধু লন্ডনে কখনো গেলে করি, সেহেতু মাসের পর মাস একই স্টেইটমেন্ট থাকে।

www.pathagar.com

জীবিত লাশের মতো অবস্থা

দশ.

সকলের সহযোগিতায় একদিনের মধ্যেই সব কিছু রেডি হয়ে গেল। রাতে ভালো করে চেক করে ফাইল বানালাম। পরদিন সকালে ডিডি জামিলকে ফোন করলাম। জানালাম, আমার ফাইল রেডি। তিনি বললেন, আপনিতো আজ পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন শুনলাম। বললাম, আমি সময় হাতে নিয়ে সব সময় কাজ করি। কমিটমেন্ট যাতে ফেল না হয়। কোনো কারণে সময় বেশি লাগতে পারে ভেবে দুদিন চেয়েছিলাম। আমি রেডি। ডিডি জামিল বললেন, স্যারের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফোন করে বললেন, আজ অন্য কাজ আছে। আপনি বরং কাল সকাল ১১টায় আসুন।

আগের দিনের মতো ফাইল বগলদাবা করে মোটরসাইকেলে চড়ে সাগরদিঘিরপারস্থ ঐ অফিসে গেলাম। আজ নিয়ে এলেন খলিল ভাই। মাওলানা খলিলুর রহমান। তিনি কুদরত উল্লাহ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি। শিব্বিরিয়া লাইব্রেরির মালিক। মক্কায়ও তাঁর ঘর আছে। উমরায় গেলে আমরা অনেকেই তাঁর ঘরে থাকি। খলিল ভাই তেমন কিছু জানেন না। তাঁকে চলে যেতে বলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। গার্ডরা ইতোমধ্যে আমাকে চিনে ফেলেছে। সোজা দোতলায় জামিল সাহেবের রুমে আমাকে নিয়ে গেল। তিনি আমার আগমনবার্তা উর্ধ্বতন কাউকে জানালেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আসলেন মেজর রেজা। কুশলাদির পর বললাম, গত দিন আপনার দেখা পেলাম না। বললেন, ব্যস্ত ছিলাম। তাঁর হাতে পুরো ফাইল দিলাম। তিনি একনজরে চোখ বুলালেন। একদম শেষে চোখ বুলিয়েই বললেন, আপনার লন্ডনেও একাউন্ট আছে দেখছি। এসময় ডিডি জামিল বললেন, স্যার তিনি ঘন ঘন লন্ডন যান। আমি বললাম, ঘন ঘন লন্ডন যাওয়ার কথা ঠিক নয়। আমি বছরে একবার যাই, সাধারণত রমজান মাসে। মেজর রেজা বললেন, রমজান মাসে কেন? বললাম, দুটো কারণে। প্রথমত আমি লন্ডনভিত্তিক একটি চ্যারিটির সঙ্গে কাজ করি। রমজান মাসে তাদের ফান্ডরেইজিং থাকে। তাঁরা আমাকে টিকিট দেন। আর আমি যাওয়ার পথে উমরাহ জন্য ৮/১০ দিন থাকি। মেজর রেজা বললেন, উমরাহ করতে তো বেশ খরচ। বললাম, না ১৫/১৬ হাজার টাকার বেশি খরচ হয় না। কারণ আমি সাউদিয়া এয়ারলাইন্সে যাই। জেদ্দায় যেহেতু তাদের স্টপঅভার থাকে; সেজন্য প্লেনে ভাড়া বাড়তি লাগে না। শুধু জেদ্দা থেকে মক্কার ভাড়া, ৭/৮দিন থাকা-খাওয়ার খরচ আর মদিনায় যাওয়ার বাসভাড়া। এগুলোতে ১০/১২

www.pathagar.com

হাজারের বেশি লাগে না। টুকটাক কেনাকাটার জন্য ৩/৪ হাজার টাকা লাগে।

এ পর্যায়ে মেজর রেজা আমাকে পূর্বোল্লিখিত ড্রয়িংরুম (জিজ্ঞাসাবাদের রুমও বলা যায়) নিয়ে গেলেন। চায়ের অর্ডার দিলেন। দলিলাদির ফটোকপি দেখলেন। ব্যাংক স্টেইটমেন্ট দেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার মাসিক আয় কত? বললাম, দৈনিক জালালাবাদ থেকে ১৫ হাজার টাকা সম্মানি পাই। সৌরভ থেকে মাসে ৮/১০ হাজার টাকা আসে। বিভিন্ন মিটিং বা কাজকাম থেকে মাসে আরো ২/৩ হাজার টাকা পাই। তবে তা সব সময় নয়। বললেন আর? আমি বললাম, আর তো নিয়মিত ইনকাম নেই। তবে ঈদের পূর্বে ভাই আমেরিকা থেকে টাকা পাঠান। বললেন, আপনার স্ত্রী কী করেন। বললাম, শিক্ষকতা। কোথায়? বললাম, টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। কত টাকা পান? বললাম, একুরেট ফিগার জানি না। বললেন, কেন? আপনাকে টাকা দেন না? বললাম, তাঁর টাকা আমি নেব কেন? তবে মাঝে মধ্যে আসবাবপত্র বা কাপড়চোপড় কিনে থাকেন। আর হয়তো কিছু জমান। বললেন, আপনার চলে কীভাবে? বললাম, ছেলেদের পড়াশোনার খরচ ১০/১২ হাজার টাকা লাগে। বাকি টাকায় তিন জনের চলে যায়। জানতে চাইলেন, ছেলেরা কোথায় পড়ে। বললাম, বড় ছেলে ঢাকায় রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে। দ্বিতীয় ছেলে সিলেট ক্যাডেট কলেজে এবং ছোট ছেলে সানিহিল স্কুলে পড়ে। এবার জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেদের কি আপনি আর্মিতে দিতে চান? বললাম, সেটা সময় বলে দেবে। তাদের ইচ্ছার ব্যাপার। তাহলে আর্মি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে দিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আমি শৃঙ্খলা পছন্দ করি। আমি মনে করি তারা সার্টিফিকেটের পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে পারবে। বললেন, সানিহিলের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবেকে চেনেন? বললাম, তাঁর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক। তাঁদের প্রায় অনুষ্ঠানে আমাকে অতিথি হিসেবে রাখেন। পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনি কীভাবে তাকে চেনেন? বললেন, তিনি ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জানেন তো? বললাম সেটা জানি বলেই ছোট ছেলেকে সেখানে দিয়েছি। কিন্তু কীভাবে প্রিন্সিপালকে চেনেন সেটা আর বললেন না। পরে অবশ্য তাঁর ভালো চেনার কারণ জেনেছি।

আবার মেজর রেজা প্রশ্ন করলেন, সভাপতি সাহেব আপনার ইনকাম জানলাম, কিন্তু আপনার একাউন্টে কোটি কোটি টাকা কীভাবে এল? বললাম, সম্পদ বিবরণীতেই তার উল্লেখ আছে। দেশে বাইরে থেকে নিকটাত্মীয়রা ১ কোটি ৮০ লাখ রেমিট্যান্সে পাঠিয়েছেন। ফ্ল্যাট বিক্রি বাবত বাকি টাকা এসেছে। আবার প্রশ্ন করলেন, আপনার তো বাড়ি-গাড়ি অনেক সম্পত্তি, কীভাবে করলেন? বললাম, মায়ের বৃদ্ধাবস্থায় চলাফেরার জন্য গাড়ির পুরো টাকা বড়ভাই আমেরিকা থেকে দিয়েছেন। বলাকা আবাসিক প্রকল্পের আমি

www.pathagar.com

অন্যতম পরিচালক ছিলাম। আমার এক লাখ টাকার শেয়ার ছিল। ৭ ডেসিমেলের একটি প্লট পাই। আর শাহজালাল ইউনিভার্সিটির পেছনে চাতল গ্রামে আমার প্রবাসী আত্মীয়স্বজনদের অর্থে প্রায় সোয়া চারশ ডেসিমেল জমি কেনা হয়েছে ৭ জনের নামে। ৬ জন লন্ডন প্রবাসী। আমি জমি কেনা ও পরিচালনা বাবত ফ্রি শেয়ার পেয়েছি। এ কথা শোনার পর তিনি বললেন, দলিল দেখি। আমি ফাইল বের করে দলিল দেখালাম। জানতে চাইলেন, তাঁরা যে আপনাকে ফ্রি শেয়ার দিচ্ছেন তার কোনো ডকুমেন্ট আছে কিনা? বললাম না, এ ধরনের কিছু নেই। তবে সবাই বিক্রি-উন্নয়নের জন্য আমাকে পাওয়ার অব এটর্নি দিয়েছেন এর ডকুমেন্ট আছে। এর ফলে পুরো জায়গা বিক্রি করে আমি পুরো টাকাই নিয়ে নিতে পারি। বললেন, তাঁরা আপনাকে বিশ্বাস করেন বলেই দিয়েছেন। বললাম, তাহলে ডকুমেন্টের কথা আসা কি ঠিক? আমার কথার জবাব না দিয়ে বললেন, টেকনিক্যাল রোড বাসার ব্যাপারে কী বলবেন? বললাম, এটা আমার মামাতো বোন ও আমি দুজনে মিলে ক্রয় করি। কত টাকায়? বললাম, ১৭ লাখ টাকায়। বললেন, দলিল কোথায়? দলিল বের করে দিলাম। দলিল দেখে বললেন এখানে তো ২ লাখ টাকা দাম লেখা। মুখ ফসকে আসল কথাটা বের হয়ে গিয়েছিল। তবুও নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বললাম, এ জায়গাটি সাবেক স্পিকার হুমায়ূন রশীদ সাহেবের। তিনি স্পিকার থাকা অবস্থায় সাব রেজিস্ট্রার সাহেবকে বাসায় ডেকে নিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়েছেন। পরে আমি দেখেছি ২ লাখ টাকা দাম ধরা হয়েছে। আমি আপনাকে দলিল অনুযায়ী ২ লাখ টাকা বলতে পারতাম। কিন্তু আমি সত্যটা বলেছি। আমি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেবের স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক ধানমন্ডি ব্রাঞ্চের একাউন্টে এক চেকে ১৭ লাখ টাকা দিয়েছি। তিনি বললেন, আপনি ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার জন্য এটা করেছেন। আর স্পিকার সাহেবও এটা করলেন? আশ্চর্যের ব্যাপার। বললাম, রেজা সাহেব, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব একজন সজ্জন ভদ্রলোক। তিনি ফাঁকিজুকির মানুষ নন। আমি দলিল হাতে পেয়ে ২ লাখ টাকা মূল্য দেখে তাকে ফোন করে বলেছিলাম, বাংলাদেশের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি (প্রেসিডেন্ট প্রথম) ১৭ লাখ টাকা পেয়ে ২ লাখ টাকার দলিল করলেন, এ দেশ চলবে কীভাবে–আমি হেসেই প্রশ্ন করি। হুমায়ুন রশীদ সাহেব আমাকে জবাবে বলেছিলেন, 'নূর সাহেব আমি কী করব। সাবরেজিস্ট্রার বললেন, ঐ এলাকায় জমির সরকারি চার্ট অনুযায়ী ২ লাখ ধরা হয়েছে। নূর সাহেব, আমি ইচ্ছে করে এটা করিনি।'

এসময় প্রবেশ করলেন ডিডি জামিল। মেজর রেজা দলিলসংক্রান্ত বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বললেন, স্যার বাংলাদেশের সব জায়গায় দলিলে সাধারণত এভাবে কম মূল্য দেখানো হয়। এটা ওপেন সিক্রেট। একটু

www.pathagar.com

থেমে মেজর রেজা তাঁর হাতে থাকা ফাইলে চোখ বুলিয়ে বললেন, আপনার সম্পদ বিবরণী তো অপূর্ণ। বললাম, মানে? তিনি বললেন, আপনার উইমেন্স মেডিক্যাল, ইবনে সিনা, মা-মনি হাসপাতালের শেয়ারের তথ্য এখানে দেননি। বললাম, আমার শেয়ার না থাকলে দেব কীভাবে? বললেন, সত্যি আপনার শেয়ার নেই? বললাম, আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, আর এটাও বলছি যদি উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে আমার ১০ হাজার টাকার শেয়ারও বের করতে পারেন আমি আমার যা সম্পদ আছে সরকারকে দিয়ে দেব।

আমার এই দৃঢ়তা দেখে মেজর রেজা ও ডিডি জামিল মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। এবার ডিডি জামিল বললেন, আপনি জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। এসব প্রতিষ্ঠানে আপনার শেয়ার নেই কেন? বললাম, জামায়াতে সঙ্গে আমার কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই। আমি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হব কীভাবে? মেজর রেজা বললেন, আপনি জামায়াত করেন না বলছেন? বললাম, অবশ্যই। বললেন, জামায়াত না করলে আপনি জামায়াতের পত্রিকার সম্পাদক হলেন কীভাবে? বললাম, জালালাবাদ জামায়াতের পত্রিকা নয়। জালালাবাদের অধিকাংশ পরিচালক জামায়াত সংশ্লিষ্ট, তবে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির কয়েকজনও আছেন। পত্রিকাটির ডিক্লারেশন নিয়ে টাকার অভাবে যখন আমি চালাতে পারছিলাম না, তখন আমাকে পছন্দ করেন এমন কিছু সুধী এগিয়ে আসেন। কেউই দলীয় ভিত্তিতে আসেননি। ডিডি জামিল বললেন, সবাই জানে এটা জামায়াতের পত্রিকা। আর জামায়াতের আমির ডা. শফিক সাহেবের ডানহাত আপনি। ঠিক বলছি না? জবাব দিলাম, আমি প্রকৃত সত্য তুলে ধরলাম। মানা না মানা আপনাদের ইচ্ছা।

এবার মেজর রেজা বললেন, ডা. শফিকের ব্যাপার? বললাম, শফিক ভাইয়ের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক আছে। তিনি আমাকে ভালোবাসেন। বিশ্বাস করেন। বললেন, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কীভাবে? বললাম, ১৯৭৮ সালে শিবিরের সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত হই। শফিক ভাই তখন ওসমানী মেডিক্যাল শাখা শিবিরের সভাপতি। মেজর রেজা বললেন, ও আপনি তাহলে স্বীকার করছেন শিবির করতেন। বললাম, হ্যাঁ করেছি, অস্বীকার করব কেন? তখন আপনি কী দায়িত্বে ছিলেন? বললাম, আমার উপর দক্ষিণ সুরমা শাখার দায়িত্ব ছিল। কথা কেটে জামিল বললেন, কত জনের রগ কেটেছেন। বললাম, শিবির ভালো ছেলেদের সংগঠন ভেবে গিয়েছি এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে জানার-বোঝার সুযোগ পেয়েছি। আর সময়ও বেশি পাইনি। দেড় বছরের মাথায় আমার ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেল। তখন নেতা কে ছিলেন? বললাম, মকবুল ভাই। (মকবুল আহমদ) তখন শহর শিবিরের সভাপতি। আর রেজা ভাই (ফরিদ আহমদ রেজা) সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁরা এখন কোথায়? বললাম,

www.pathagar.com

মকবুল ভাই জেদ্দায় চাকুরি করেন, আর রেজা ভাই লন্ডনে শিক্ষকতা করেন। এবার মেজর রেজার প্রশ্ন—ছাত্রত্ব শেষে কী করলেন? বললাম, ১৯৮০ সালে আমি সিলেটের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠের সম্পাদক নিযুক্ত হই। আবার প্রশ্ন—পত্রিকাটি কার ছিল। বললাম, পত্রিকাটির মালিক ছিলেন তৎকালীন সিলেট শহর বিএনপির সভাপতি আবদুল মালিক। এবার মেজর রেজার প্রশ্ন—বিএনপির সভাপতির পত্রিকায় কাজ করেন বলে কি আপনি জামায়াতে গেলেন না? বললাম, না। পেশাগত কারণে রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছি। বললেন, ভেতরে ভেতরে আপনি জামায়াতের সঙ্গে ছিলেন। বললাম, মোটেই না। কেন, জানতে চাইলেন মেজর রেজা। বললাম, জামায়াতের কার্যপদ্ধতিসহ কিছু বিষয়ে আমি দ্বিমত পোষণ করতাম। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের ভূমিকা ছিল আমার চরম অপছন্দনীয়। তবে মাওলানা আব্দুল রহিম সাহেব আইডিএল নামে যেভাবে এগোতে চেয়েছিলেন আমি তার পক্ষপাতী ছিলাম। একই সঙ্গে আমরা যুব শিবির নামে একটি মধ্যবর্তী সংগঠনের পক্ষে ছিলাম, কারণ ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার পরে অনেকে জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে চাইতেন না। তাহলে শিবির করলেন কেন? জবাব দিলাম, শিবির ছাত্রসংগঠন এবং এরা ছাত্রদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। শিবিরের নেতাদের কেউ সিনিয়র, কেউ সহপাঠী ছিল। এদের চারিত্রিক গুণাগুণ আকৃষ্ট করার মতো। ডিডি জামিল বললেন, অন্য সংগঠনের ছেলেরা খারাপ, তাই বলতে চান? বললাম, আমি তো সেটা বলিনি। অন্যান্য সংগঠনেও ভালো ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু শৃঙ্খলা নেই। শিবির সুশৃঙ্খল দল। এর পরেই ছাত্র ইউনিয়ন। তাদের মধ্যেও শৃঙ্খলা ও ভদ্রতা দেখেছি। আবার ডিডি জামিল বললেন, সবাই জানে আপনি জামায়তের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে আছেন। অথচ আপনি মানছেন না, দেখা যাক। আমি অনেকটা জোরে হেসে ফেললাম।

মেজর রেজা প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার, আপনি হাসছেন কেন? বললাম—স্যরি। বললেন, কেন হাসলেন? বললাম, একটি গল্প মনে পড়ায় হাসি পেল। বললেন, কী গল্প? বললাম বাদ দেন, আর ভালো লাগছে না। আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদের দরকার হলে না হয় কাল আসব। মেজর রেজা আমার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়ে বললেন আমি গল্পটি শুনতে চাই।

‘হাসপাতালের লাশকাটা ঘরে ডোম পোস্টমর্টেমের জন্যে মৃত ব্যক্তির বুক কাটতে শুরু করতেই ‘লাশ’ কঁকিয়ে উঠল। চোখ খুলে বলল, ভাই আমাকে কাটছ কেন? ডোম বলল, তুমি কী কারণে মরেছ সেটা চেক করতে কাটা হচ্ছে। ‘লাশ’ বলল, ভাই আমি তো মরিনি। ডোম তখন বলল, দুর মিয়া, ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে তুমি মৃত। তুমি মরোনি বললে কি হবে?

www.pathagar.com

'ডাক্তারের উপর কারো কথা চলে না।' গল্প শুনে মেজর রেজাও হাসলেন। বললেন, গল্প দিয়ে কি মিন করতে চাইলেন? আমি বললাম, আমার অবস্থা ঐ জীবিত লাশের মতো। সমাজের ডাক্তাররা আমাকে সার্টিফিকেট দিয়ে ফেলেছেন আমি 'শীর্ষস্থানীয় জামায়াতি'। অতএব আমার না খাটে না।

মেজর রেজা বললেন, জামায়াত আপনাকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? বললাম, সম্ভবত আমি জামায়াতে সুধী তালিকায় আছি। এবার প্রশ্ন, সুধী কি? বললাম, জামায়াত করেন না, অথচ জামায়াতে প্রতি সহানুভূতি আছে, এমন মানুষদের জামায়াত সুধী তালিকায় রাখে। জিজ্ঞেস করলেন, এমন সুধী সিলেটে কতজন? জবাব দিলাম, সঠিক সংখ্যা জানি না। তবে কয়েক'শ হবে। এবার বললেন, জামায়াত-শিবিরের কোনো দোষ আপনাদের চোখে ধরা পড়ে না? তাঁর এ প্রশ্নের জবাবে বললাম, এরা ধোয়া তুলসীপাতা এমন দাবি কেউ করে না। মানুষের দোষত্রুটি থাকবেই। তবে কথা হলো, বাংলাদেশের দু'জন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনা কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হন। সে জন্য কী সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করা হয়? বরং বলা হয়, সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের হাতে তাঁরা নিহত হয়েছেন। একইভাবে জামায়াত-শিবিরের বিপথগামী কেউ খারাপ কিছু করলে দায় যারা করেছে তাদের। যারা অন্যায় করে, তাদের শাস্তি প্রাপ্য। এর জন্য দলকে দায়ী করা যায় কী? আমার দীর্ঘ উত্তর শুনে মেজর রেজা কিছু সময় নীরব থাকলেন। এবার মেজর রেজা বললেন, সভাপতি সাহেব ডোন্ট মাইন্ড। উপরের নির্দেশে আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে। আরো কয়েকদফা হয়তো আপনাকে আসতে হবে। বললাম, আপনারা একদিন সকাল-সন্ধ্যা যদি সময় দিতে পারেন তাহলে আপনাদেরও জানা শেষ হয় আর আমিও একটু ফ্রি হই। জবাব দিলেন, স্যারের সঙ্গে কথা বলে জানাব। আমি তখন বললাম, রেজা সাহেব আমাকে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এসব খবর বাইরে শুনতে পাই। আমার বিব্রত বোধ হয়। আমি খুশি হব যদি এগুলো গোপন থাকে। ঠিক আছে। আমি দেখব, বলে মেজর রেজা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এ সপ্তাহে আমি ব্যস্ত থাকতে পারি। কবে আসবেন জানানো হবে।

মেজর রেজা আজও আমাকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বেশ কয়েকবার মেজর রেজার মুখোমুখি হয়েছি। আর্মি অফিসারদের একটা ঠাট থাকে। সেটা তাঁরও ছিল। কিন্তু শেষ অবধি তাকে একজন ভদ্র মানুষ হিসেবে দেখেছি। জানি না এখন কোথায় আছেন। দুআ করি, তাঁর মতো সেনা কর্মকর্তা যেন যোগ্যতম পদে আসীন হন।

আহমেদ নূরকে এখনও দেখতে যেতে পারিনি। কারণ প্রথানুযায়ী মাসে একবার জেল ভিজিট করি। তিনি যেদিন রাত গ্রেফতার হলেন সেদিনই আমি

www.pathagar.com

জেল ভিজিট করে এসেছি। লোটাস কামাল, মোহাম্মদ নাসিম, মেয়র কামরান, আরিফ প্রমুখের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের বিষয়ও সংক্ষেপে আহমেদ নূরকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ রাতেই র‍্যাব তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

সপ্তাহে ২/৩ বার জিজ্ঞাসাবাদ, মানসিক অস্থিরতা, আহমেদ নূরের ব্যাপারে কিছু করতে না পারার যন্ত্রণা-সব মিলিয়ে অসহ্য লাগছে। তবুও সিদ্ধান্ত নিলাম জেল ভিজিটে যাব। সাধারণত আধঘন্টা আগে জেল সুপার বা জেলারকে জানাই, আমি আসছি। কিন্তু এবার আগের রাতে জেল সুপারকে জানিয়ে দিলাম, আমি কাল ১২টার দিকে আসছি। আহমেদ নূরকে আপনার রুমে আনিয়ে রাখবেন। বললাম, ভেতরে যাব, তবে ভেতরে গিয়ে অন্য বন্দিদের সামনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই না। এটা খারাপ দেখাবে। এছাড়া ব্যক্তিগত সব কথা বলা যাবে না। সুপার বললেন, চা খাওয়ার আগেই সেক্রেটারি সাহেবকে পেয়ে যাবেন।

www.pathagar.com

কারাগার পরিদর্শন

এগারো.

যথারীতি পরদিন ১২টায় জেলে গেলাম। আমাকে দেখেই গার্ড দল সোজা হয়ে দাঁড়াল। নিয়মমাফিক বড় গেইট খোলা হলো। সুপার ফজলুল হক সাহেব অপেক্ষা করছেন। তিনি জানেন আমি সময়-সচেতন। বোধহয় চায়ের অর্ডার দিয়েই রেখেছিলেন। চা-বিস্কুট ২ মিনিটের মধ্যে চলে এল। আহমেদ নূরও হাজির পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। বিস্তারিত শুনতে চাইলাম।

সুপার ফজলুল হক সাহেব সজ্জন ব্যক্তি। বললেন, আপনারা কথা বলুন, আমি আসছি। বললাম, অসুবিধা নেই, আপনি থাকুন। এর আগে অন্য একজনের বেলায় আমি তাকে বলেছিলাম, ফজলুল হক সাহেব, মাইন্ড না করলে অন্যান্য দফতর ঘুরে আসুন। আমরা ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলব। ভদ্রলোক আমাকে সম্মান দেখিয়ে চলে গিয়েছিলেন। জেল অনেক কষ্টের জায়গা। মানবিক গুণসম্পন্ন কিছু কর্মকর্তা যেখানে থাকেন, সেখানে বন্দিরা কিছুটা হলেও আরাম পান।

আহমেদ নূর তাঁকে তাঁর অফিস থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে সে সময় পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বিষয় মোটামুটি বিস্তারিত জানালেন। ইতোমধ্যে জেল সুপার রুমে ফিরেছেন। আহমেদ নূর বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। আমিও পরিদর্শনের জন্য ভেতরে গেলাম। ভেতরে গিয়ে প্রথমেই গেলাম হাসপাতালে। হাসপাতালে যারা থাকেন তারা তুলনামূলক ভালো থাকেন। তবে কারা হাসপাতালে প্রকৃত রোগীরা কম স্থান পান। পয়সাওয়ালারা 'রোগী সেজে' সেখানে আসন পাতেন। তাই জেল ভিজিটে হাসপাতালে আমি তেমন যেতাম না।

আহমেদ নূর হাসপাতালের বেডে বসে আছেন। পাশে পাউন্ড-ডলার ব্যবসায়ী কাওছার জাহান। আরও আছে আমার প্রিয়ভাজন গোলাপগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান জাকারিয়া আহমদ পাপলু। কারা পরিদর্শনের সময় নিয়মমাফিক জেলার সঙ্গে থাকেন। আরো থাকেন জমাদার। তিনি মাঝে মাঝে হাঁক দেন : 'বন্দিরা সাবধান'। কারাবন্দিরা বুঝেন, বড় কেউ আসছেন। হয়তো তাঁরা সতর্ক হয়ে যান। সবার সামনে আহমেদ নূরের অবস্থা জানতে চাইলাম। আহমেদ নূর জানালেন, সঙ্গে আনা ঔষধ চলছে। কিন্তু ব্যথা কমছে না। এক্সরে করানো জরুরি। জমাদারকে বললাম, এখানে কিছু সময় থাকব। ডাক্তার সাহেবকে সালাম দিন।

www.pathagar.com

১২ বছর জেল পরিদর্শক ছিলাম। পরিচিত কেউ থাকলে তার জন্য বিস্কুট বা ফল নেয়া আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বিস্কুট হিসেবে আমি লেক্সাস বেছে নিয়েছিলাম। কারণ বড় প্যাকেটের মধ্যে ছোট ছোট প্যাকেট থাকে। যা সংরক্ষণের জন্য ভালো। এক প্যাকেট বিস্কুট ছাড়া অসহায় বন্দিদের আর কি দেয়ার আছে আমার। বিস্কুট নিজ হাতে দিতাম না। কারণ তখন আমি জেল পরিদর্শক। এটা পদের জন্য মানানসই নয়। তাই জেল সুপারের অফিসে গিয়ে প্রথমেই নাম লিখে বিস্কুট বা ফ্রুটস সমঝে দিতাম। আর পরিদর্শন শুরু হওয়ার আগেই তা পৌঁছে যেত। এতে প্রাপকরা আগেভাগেই বুঝে নিতেন আমার আগমনবার্তা। কাওছার জাহান ও পাপলুর মামলার খোঁজখবর নিলাম। ইতোমধ্যে জমাদার এসে জানালেন, ডাক্তার সাহেব জেল সুপারের রুমে সাক্ষাৎ করবেন। আমার পরিদর্শন শেষ হলে তাঁকে সুপারের কক্ষে পাব।

আহমেদ নূরের সঙ্গে বিদায় নিয়ে অন্যান্য ওয়ার্ড-সেলে যাব। পথিমধ্যে রীতিমাফিক খাবারের নমুনা একটি ট্রেতে করে দেখানো হলো। ভাত, ডাল, সবজি, ট্রে-তে সাজানো। আমি এগুলো দেখতে আগ্রহী নই। কারণ জেলের খাবারের মান ভালো থাকে না, আর ভালো থাকার মতো টাকাও সরকার থেকে বরাদ্দ হয় না। তবুও জেল ভিজিটের নিয়মানুযায়ী তাঁরা দেখান। আমরাও দেখি।

সেলে আরিফুল হক চৌধুরী, গ্রেনেড হামলা মামলার আসামি মুফতি হান্নান, সিটি কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলামসহ আরো অনেকের সঙ্গে কথা বললাম। ওয়ার্ড পরিদর্শনকালে ছাত্রদলের সভাপতি আমার অতি প্রিয়ভাজন জিয়াউল গণি আরেফিন জিল্লুরসহ অনেককে পেলাম। পরিচিত অনেকে আহমেদ নূরের সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলেন।

পরিদর্শন শেষে সুপারের রুমে ফিরে আসলাম। কথামতো জেলের ডাক্তার বারী বসে আছেন। আহমেদ নূরের এক্সরেসহ সুচিকিৎসার বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাঁকে অনুরোধ করলাম। একই সঙ্গে অন্যান্য অসুস্থ বন্দির সুচিকিৎসার বিষয়টি খেয়াল রাখার জন্য জেল সুপারকে অনুরোধ করলাম। জেল ডাক্তার ও সুপার দু'জনই কথা দিলেন, তারা সম্ভাব্য সব কিছু করবেন। জেল সুপার এবার জানালেন, সিটি করপোরেশন থেকে সপ্তাহে দু'বার মশার ওষুধ স্প্রে করা হচ্ছে। গত ভিজিটের সময় আরিফুল হক চৌধুরীসহ অনেক বন্দি মশার জ্বালাতনের অভিযোগ করেছিলেন। আমিও জেল থেকে বেরিয়েই সোজা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আব্দুন নূরের নজরে বিষয়টি নিয়ে আসি।

কাজী নূরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। তাঁর দু'জন ব্যাচমেট আব্দুস সোবহান ও নীলমণি সিংহ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইন্টারমিডিয়েট ও অনার্সে

www.pathagar.com

আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। কাজী নূর সিলেট সদরের ইউএনও ছিলেন এর আগে। প্রায়ই সরকারি মিটিংয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। একজন সৎ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি আমার পছন্দের। তিনিও আমাকে পছন্দ করেন মনে হয়।

একবার কতিপয় স্বার্থবাদী তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবের কাছে কাজী নূরকে সদর থেকে সরিয়ে দেয়ার আবদার তুলল। তাঁকে আওয়ামী লীগার ও এন্টি সাইফুর রহমান হিসেবে তুলে ধরা হলো। বিষয়টি শুনেই আমি সাইফুর রহমান সাহেবের সঙ্গে সার্কিট হাউজে দেখা করলাম। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। বিশ্বাস করতেন। যেতেই বললেন, 'কি সভাপতি, কিতা খবর?' বললাম, সদরের ইউএনও একজন সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা। শুনলাম কারা নাকি তাঁর ব্যাপারে আপনার কান ভারী করছে। বললেন, 'হে তো কট্টর আওয়ামী লীগার। আমারেও বুলে দেখতো পারে না।' বললাম, কাজী নূর মুক্তিযোদ্ধা। সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা। আপনার ব্যাপারে কোনোদিন অসম্মানজনক কিছু বলতে কারো কাছে শুনিনি। ভেতরে ভেতরে আওয়ামী লীগের জন্য তার সফট কর্নার থাকতেও পারে। কিন্তু যারা এসব বলছে তারা হয়তো টেন্ডারবাজি করতে পারছে না। তাই এসব বলছে। তবে সিলেট সদরের ইউএনও অসৎ হলে আপনার দুর্নাম হবে। যদি আপনি এর চাইতে ভালো কাউকে পান, আনতে পারেন। তিনি বললেন, আমার ইউএনও খোঁজার সময় নাই। আমি বললাম, আমি নিশ্চিত হয়েই বলছি। কাজী নূরের দ্বারা আপনার বা সরকারের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং সুনাম রক্ষা হবে। সাইফুর রহমান বললেন, 'তোমার কাজী থাকব।' কাজী নূর এর কিছুই জানতেন না। পরে একদিন আমাকে বললেন, নূর ভাই, আমি সব কিছু শুনেছি। আপনার মতো কিছু ভালোবাসার মানুষের জন্য থেকে যাচ্ছি। নতুবা আমার জন্য সিলেট যা, বান্দরবনও তা, বেতন-ভাতা এখানে যা পাই অন্য জায়গায়ও তা পাব। হেসে বললাম, এটা জানি বলেই তো তদবির করলাম।

কাজী নূরের বদান্যতায় বন্দিরা মশার যন্ত্রণা থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছেন জেনে খুশি হলাম। জেল ভিজিট শেষে ফিরেই কাজী আব্দুন নূরকে ফোনে তাঁর বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এটা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করলাম। এর মধ্যে সাগরদিঘিরপার আমার যাওয়া-আসার বিষয়টি 'লিকআউট' হয়ে গেছে। কাজী নূরেরও কানে গেছে। জানতে চাইলে বললাম, সাক্ষাতে বলব। এসপি বাকীও জানতে চান বিস্তারিত। তাঁর বিষয়েও কথা বলতে চান। সোজা চললাম এসপি অফিসে। সংক্ষেপে আমার সবকিছু বললাম। তাঁর বিষয় জানতে চাইলে বললেন, ভাই এ যাত্রায় বোধহয় বেঁচে যাব। জানালেন, চিটাগাং থাকাকালীন একজন ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে একটি কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি এখন মেজর জেনারেল। মেজর জেনারেল

www.pathagar.com

বিষয়টি শুনে তার ব্যাপারে ইতিবাচক কথা বলায় বিষয়টি আপাতত নিষ্পত্তি হয়েছে। পরামর্শ দিয়ে বললেন, নূর ভাই, বড় আর্মি অফিসার কাউকে দিয়ে কথা বলান। বললাম, বড় আর্মি অফিসার ঘনিষ্ঠ তেমন কেউ নেই। মামাশ্বশুর সৈয়দ আব্দুর রব ব্রিগেডিয়ার ছিলেন। এখন তিনি পরপারে। ব্রিগেডিয়ার রব্বানী ও ব্রিগেডিয়ার ওয়াজী আহমদ চৌধুরীর সাথে একসময় কম-বেশ সম্পর্ক থাকলেও তাদের সর্বশেষ অবস্থান জানিনা। ব্রিগেডিয়ার জুবায়ের সিদ্দিকীও অবসরে। তবে তাঁর বিস্তারিত জানা আছে। এছাড়া আর কাউকে ঘনিষ্ঠ হিসেবে দেখছি না। আর সবার কাছে বিষয়টি জানাতেও বিব্রতবোধ করি।

www.pathagar.com

সিলেটের সীমানার মধ্যে বন্দি

বারো.

এসপি অফিস থেকে বের হয়ে সানিহিল স্কুলে গেলাম ছোট ছেলে আশরাফের বেতন দিতে। প্রিন্সিপাল সাহেবের রুমে গেলাম। কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মেজর রেজাকে কি চেনেন? বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে তার দেখা হলো কোথায়? বললাম, তাঁরা আমার কাছ থেকে নানা তথ্য নিচ্ছেন। আহমেদ নূরের বিষয়টি তিনি পত্রিকায় দেখেছেন। বললেন, তাঁর সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু শুনেছি তিনি ভালো লোক। জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল জাহিদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না। বললাম, তাঁকেও চেনেন? হেসে বললেন, সে আমার মেয়ের জামাই। অবাক হলাম। প্রিন্সিপাল মাযহার সাহেবের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, আর জাহিদ সাহেব তাঁর মেয়ের জামাই? নিজের সংকটের কথা বলব কি না ইতস্তত করছিলাম। অবশেষে কিছু না বলেই ফিরে এলাম।

মনে পড়ল ডা. আজির ভাইয়ের কথা। আজির ভাই শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। আমাদের সিনিয়র। পারিবারিকভাবেও সম্পর্কিত। বাড়িও কাছাকাছি। সিনিয়র হওয়ার পরও তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বের। আজির ভাইয়ের বাসার কাছেই প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসা, সম্পর্কও আছে। ভাবলাম, নিজে না বলে তাঁকে দিয়ে বলানো ভালো হবে।

বাসায় ফিরে আজির ভাইয়ের কাছে ফোন করে সময় চাইলাম দেখা করার জন্য। ফোনে কিছু বললাম না। কারণ ইতোমধ্যে ঘনিষ্ঠ এক প্রিয়জন নিশ্চিত করেছেন আমার অফিস, বাসা, মোবাইল সব ফোন ট্র্যাকিং করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ডিডি জামিল ফোন করে জানিয়েছেন, তাঁদের না জানিয়ে যেন সিলেটের বাইরে না যাই। রাতে আজির ভাইর বাসায় গিয়ে গত ক'দিনের ঘটনা জানালাম। অবশেষে মাযহার সাহেবের কথা বলতেই তিনি বললেন, সেই জাহিদ সাব, তার বাচ্চাদের তো আমি দেখি, চিন্তা করবেন না। আমি কথা বলব। আহমেদ নূরকে তিনি পছন্দ করতেন। আহমেদ নূরের ওপর নির্যাতনের কথা শুনে তিনিও দুঃখ প্রকাশ করলেন।

অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বাসায় ফিরেছি। গিন্নিকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাল। গত কয়েকদিনের কিছুই তাঁকে জানতে দিইনি। সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাই না বলে। কী হয়েছে জানতে চাইলে অভিমানের সুরে বললেন, এত কিছু

www.pathagar.com

ঘটে যাচ্ছে, আমার কাছে কেন লুকাচ্ছ? কেউ নাকি তাঁকে ফোনে সব জানিয়েছে। মাযহার সাহেব ও আজির ভাইরে সঙ্গে কথোপকথনের বিষয়টা তুলে ধরলে তার মধ্যেও স্বস্তি লক্ষ্য করলাম।

পরদিন সকালে ডিএডি আমান উল্লার ফোন। ১০টায় আসেন, কর্নেল স্যার কথা বলবেন। এবার আশ্বস্ত মনে গেলাম। ভাবলাম, মাযহার সাহেব বোধহয় মেয়ের জামাইর সঙ্গে নিজে থেকেই আমার সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলেছেন। ডিএডি আমানুল্লাহ আজ কোথাও না বসিয়ে সোজা কর্নেল সাহেবের রুমে নিয়ে গেলেন। রুমে ঢুকেই সালাম দিলাম। হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াতে গিয়ে বুঝলাম তিনি আগ্রহী নন। ভাবলাম, বড় কর্মকর্তা। আমার মতো ছোট মানুষের সঙ্গে হাত মেলাতে চান না।

আমান উল্লাহকে চলে যেতে বলেই কর্নেল জাহিদ বললেন, আপনি তো তদবিরবাজ লোক। এরি মধ্যে তদবির শুরু করে দিলেন? এগুলোতে কাজ হবে না। তাঁর কথা শেষ হলে বললাম, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। বললেন, আপনি সভাপতি, আবার পত্রিকা সম্পাদক, না বোঝার ভান করছেন কেন? বললাম, সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না। বললেন, 'আমার শ্বশুরের কাছে তদবির করে এলেন। আর এখন সাধু সাজছেন। চালাকি সব জায়গায় চলে না।' বললাম, গতদিন মেজর রেজা সানিহিল স্কুলে আমার ছোট ছেলে পড়ে শুনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রিন্সিপাল মাযহার সাহেবকে চিনি কি না। গতকাল ছেলের বেতন দিয়ে গিয়ে কৌতূহলবশত তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মেজর রেজাকে কীভাবে চেনেন? একপর্যায়ে তিনি আপনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা জানান। আর কিছু বলেননি তাঁকে? বললাম, না। একটু রাগতস্বরে বললেন, আপনি তো ডাঁহা মিথ্যুক। আপনি বলেননি আপনাকে ডিজিএফআই অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে? বললাম, মেজর রেজা সাহেবের সঙ্গে কীভাবে দেখা হলো জানতে চাইলে বলেছি, বিভিন্ন তথ্যের জন্য কয়েকবার আপনার অফিসে আসতে হয়েছে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কি না জানতে চাইলে 'না' বলেছি। তখন জানতে চাইছিলাম আপনাকেও তিনি চেনেন কীভাবে। তাঁর মুখেই তখন আপনার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি জেনেছি। এর পরই আমি চলে এসেছি। সুতরাং তদবির করলাম কোথায়? কর্নেল জাহিদ বললেন, তিনি আমাকে তাহলে ফোন করলেন কেন? তিনি তো আপনার গুণকীর্তন করলেন। আপনিতো লোক পটাতে পারেন দেখছি। তাঁর কথা শেষ হলে বললাম, আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন আমি তাঁর কাছে আপনাকে কিছু বলার জন্য বলেছি কি না? আমার কথার জবাব না দিয়ে কর্নেল জাহিদ বললেন, আপনার সম্পত্তির হিসাব দিতে বলা হয়েছিল, দিয়েছেন? বললাম, পুরো ফাইল মেজর রেজার কাছে গত দিন দিয়েছি।

www.pathagar.com

এর মধ্যে চা এল। চায়ে চিনি দেয়া কি না জানি না। এমনিতেই ডায়াবেটিস মাত্রাতিরিক্ত। ১২-এর নিচে নামছেই না। ইতস্তত করছি। কর্নেল জাহিদ বললেন, চিনি ছাড়াই দেয়া হয়েছে চা। খান। চা পানের এর পর কর্নেল জাহিদ বললেন, 'সাধারণ্যে আপনার সুনাম আছে। কিন্তু আপনি সত্য কথা বলেন না।' কোনটা মিথ্যা বললাম জানতে চাইলে তিনি বললেন, আপনি নাকি জামায়াত করেন না। শুধু আপনি নন, আপনার স্ত্রীও জামায়াতের নেত্রী। ঠিক বলছি না? বললাম, আমি জামায়াত করি না সত্য, আবার আমার স্ত্রী জামায়াত করেন তাও সত্য। অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন মানে? বললাম, আমার স্ত্রী জামায়াত করেন এটা সত্য। বললেন, গত দিন তো আপনি তা বলেননি। বললাম, মেজর রেজা জানতে চেয়েছিলেন আমার স্ত্রী কী করেন, আমি বলেছিলাম শিক্ষকতা। এটাই তার পেশা। বললেন, বাকিটা বললেন না কেন? বললাম, তাঁর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা তিনি জানতে চাননি, তাই বলিনি। মাথা নাড়লেন কর্নেল জাহিদ। আবার বললেন, আপনি খুব চালাক। বললেন, আপনি জামায়াত না করলে তিনি কীভাবে করেন? বললাম, এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। বললেন, আপনার নিশ্চয়ই সমর্থন আছে তাতে। বললাম, তিনি জামায়াতের এ পর্যায়ে থাকুন সেটা আমার পছন্দের না। আপনি তাঁকে সেটা জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ জানিয়েছিলাম, আমি তাঁকে উপরের পর্যায়ে না যাওয়ার জন্য বলেছিলাম। আমি থামতেই তিনি বললেন, আপনার কথা তিনি শুনেননি। মানে তিনি আপনার অবাধ্য? হাসি পেল। বললাম, এ বিষয়ে এটা বলা যায়। কর্নেল জাহিদ বললেন, স্ত্রী রুকন। স্বামী জামায়াতবিরোধী সেটা কেউ বিশ্বাস করবে? বললাম, আমি জামায়াতবিরোধী এমন কথাতো বলিনি। তিনি বললেন, আপনি জামায়াতবিরোধী না হলে তো জামায়াতের পক্ষে। বললাম, জামায়াতের অনেক বিষয় আমার ভালো লাগে। কিছু কিছু বিষয় আমার ভালো লাগে না। বললেন, যেমন? বললাম, সরকার গঠনে আওয়ামী লীগকে জামায়াতের সহায়তা যেমন আমার ভালো লাগেনি, তেমনি বিএনপির সঙ্গে জোটে গিয়ে মন্ত্রিত্বে যাওয়াও আমার পছন্দ হয়নি।

কর্নেল জাহিদ বললেন, আপনি কেমন জামায়াত চান? বললাম, আমি মনে করি জামায়াত তার স্বকীয়তা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে এগিয়ে যাক। ইসলামি দলগুলোর সঙ্গে আরও সম্পর্ক বাড়াক। এবার বললেন, আপনি নাকি জামায়াতের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকার সমালোচক। বললাম, হ্যাঁ। বললেন, তাইলে রাজাকারদের সমর্থন করেন কেন? বললাম, আমার জানামতে সিলেটে জামায়াতের কেউ রাজাকার ছিলেন না। রাজাকার সাধারণত খেটে খাওয়া মানুষ ও কিছু মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। জামায়াতের কর্মীরা সাধারণ শিক্ষিত। কথা শেষ করতে না দিয়ে জাহিদ বললেন, রাজাকার কমান্ডারতো ছিল। বললাম,

www.pathagar.com

থাকতে পারে। তবে সিলেটে যাদের আমরা রাজাকার-কমান্ডার হিসেবে চিনতাম তাদের মধ্যে জামায়াতের কাউকে আমি দেখিনি। বললেন, কারা ছিল কমান্ডার? বললাম, কৌড়িয়ার শেখ সাহেব, গহরপুরের মুহাদ্দিস সাহেব, শেরপুরের কালা মৌলভী, বালাগঞ্জের মৌলভী ফজলুর রহমান–এদেরকেই আমরা কমান্ডার হিসেবে চিনতাম। এদের কেউই জামায়াতি নন। এরা সবাই সিলেটের সুপরিচিত আলেম।

আবার প্রশ্ন করলেন, এখন জামায়াতের কৌশল কী? বললাম, জামায়াতের কৌশল কি আমি কীভাবে বলব? বললেন, আপনার ঘরে নেত্রী, তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলেন না। বললাম, জামায়াত অত্যন্ত সুশৃঙ্খল দল। দলীয় আনুগত্যের শিক্ষা নিয়ে অনেক যাচাই-বাছাই করে তাদের এগিয়ে নেয়া হয়। তারা দলীয় গোপনীয়তা কখনো প্রকাশ করে না। আর দলীয় কৌশল রুকনরাও জানার কথা না। এটা হাইকমান্ডের ব্যাপার। শুধু শুরা সদস্যরা সম্ভবত জানেন। বললেন, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন? বললাম, কিছুটা। ইতোমধ্যে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছেন কর্নেল জাহিদ। মনে হলো, আমার অনেক কথা বিশ্বাস করেছেন। বললেন, আরো কথা আছে আপনার সঙ্গে। ডাকলে আসবেন। তদবির দরকার নেই, সব কিছু ঠিক দেখলে আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব।

উঠে পড়লাম। কর্নেল জাহিদও উঠলেন। আবার তৎক্ষণাৎ বসে বললেন, আরেকটু বসুন। একটি জরুরি কথা জানার আছে। দাঁড়িয়ে বললাম, বলুন। বললেন, বসেন। বললাম, দীর্ঘক্ষণ বসে ভালো লাগছে না, আমি ঠিক আছি বলুন। বললেন, আপনি কাল জেলে গিয়েছিলেন? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, কেন? আমার জবাব, আমি সরকার মনোনীত জেল ভিজিটর। মাসে একবার জেল পরিদর্শন করতে যাই। আবার প্রশ্ন, সেখানে গিয়ে কী করেন? উত্তরে বললাম, বন্দিদের খাবার মান থেকে শুরু করে তাদের সুযোগ-সুবিধা পরখ করি। সমস্যা শুনি। আবার প্রশ্ন—আর? বললাম, আর কিছু না। বললেন, আপনি নাকি অনেকের জন্য খাবার নিয়ে যান। বললাম, অনেক পরিচিতজন আছেন, তাদের জন্য সামান্য বিস্কুট বা ফল নিয়ে যাই। অন্য ভিজিটররা তো সেটা করেন না, আপনি করেন কেন? বললাম, যাদের জন্য নিই তাদের অনেকের সঙ্গেই সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কের সুবাদে তাদের অসহায় অবস্থায় সামান্য সৌজন্য প্রদর্শন নৈতিক কর্তব্য মনে করি।

নাসিম সাহেব-লোটাস কামালের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীভাবে? জাহিদ সাহেবের এ প্রশ্নের উত্তরে বললাম, তাঁদের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তাঁরা জাতীয় পর্যায়ের নেতা, তাই আমি তাঁদের চিনি। আবারো প্রশ্ন, তাঁদের জন্যও তো আপনি বিস্কুট নিয়েছেন। বললাম, তাঁরা

www.pathagar.com

সিলেটের মেহমান। আমি সামান্য মেহমানদারির সুযোগ নিয়েছি। তিনি বললেন, তাঁরাতো আওয়ামী লীগ করেন। আওয়ামী লীগ তো আপনার পছন্দের দল নয়। জবাব দিলাম, জেলে সবাই বন্দি। কে আওয়ামী লীগ, কে বিএনপি, কে জামায়াত সেটা আমার কাছে বিবেচ্য নয়। আমি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সবাইকে দেখি। আমি মনে করি, বন্দিদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা সওয়াবের কাজ। কর্নেল জাহিদ বললেন, শুধু বড়লোক আর নেতাদের বিস্কুট দিলেই কি সওয়াব হয়? বললাম, হাজার হাজার বন্দির জন্য বিস্কুট নেয়ার সামর্থ্য আমার নেই। তবে সাধারণ বন্দিদের জন্যে আমি দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ডিপ টিউবওয়েল করেছি। বললেন, তাই নাকি? এত টাকা কোথায় পেলেন? বললাম ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল ইউকে নামক একটি চ্যারিটি সংস্থার প্রতিনিধি আমি। জেলে তীব্র পানির সংকট থাকায় তাঁদের বলে আমি টিউবওয়েল স্থাপন করেছি। এ ছাড়া ডিভিশন ও ওয়ার্ডে নিজ উদ্যোগে ৫০টি ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছি। শীতার্ত বন্দিদের কিছু শীতবস্ত্রও দিয়েছি।

এবার দাঁড়িয়ে নিজেই হাত বাড়িয়ে দিলেন কর্নেল জাহিদ। আমি হাত বাড়ালাম, বুঝলাম, আমার প্রমোশন হয়েছে। কর্নেল জাহিদ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে বললেন, আবার দেখা হবে। কোনো উত্তর না দিয়ে নিচে নেমে এলাম।

www.pathagar.com

দিল্লি হনুজ দূর অস্ত

তেরো.

আশা ছিল, শীঘ্রই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু দিল্লি হনুজ দূর অস্ত (দিল্লি অনেক দূরে)। প্রিন্সিপাল মাযহারের সঙ্গে কথা বলায় যে হিতে বিপরীত হয়েছে তা বুঝলাম। মনে হলো, আজির ভাইয়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথা বলতে হবে। তাঁকে শুধু ফোন করে বললাম, রাতে আমি আসার আগ পর্যন্ত আপনি কোথাও ফোন করবেন না। যেহেতু ফোন ট্রাকিংয়ের খবর জানি, সেহেতু এই সতর্কতা।

ডিজিএফআই অফিসে যাতায়াতের বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করছিলাম। এর মধ্যে টের পেলাম তা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ ফোন করে সাহস জোগান। সহমর্মিতা জানান। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয় আছে, কথা বলবেন বলেও ২/৩ জন আমাকে আশ্বস্ত করলেন। অধিকাংশ কথাই ফোনে হয়। ট্রাকিংয়ের ভয়ে আমতা আমতা করি। অনেকে মনে করেন, আমি তাদের এড়িয়ে যেতে চাইছি। বিএমএর প্রাক্তন সভাপতি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এম.এ. মতিন ফোন করে অনুযোগের সুরে বললেন, 'নূর ভাই, এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, আমরা কিছু জানলাম না। আমি সব শুনেছি।' উত্তরে শুধু বললাম, সাক্ষাতে সবকিছু বলব। মতিন ভাই চালাক লোক। হয়তো বুঝে নিলেন।

দুপুরে মহানগর জামায়াতের আমীর শফিক ভাই (ডা. শফিকুর রহমান) ফোন করে বললেন, এক ফাঁকে উইমেন্স মেডিকেল আসুন। শফিক ভাই তখন উইমেন্স মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান। ওখানেই বেশি বসেন। ভাবলাম, সেখানে গেলে শফিক ভাই, মতিন ভাই, আজির ভাই তিন জনের সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবে। বিকালে শফিক ভাইয়ের ওখানে মানুষের আনাগোনা কম থাকে। ঐদিনই বিকালে গেলাম। শফিক ভাই ফ্রি আছেন। তথাপি পাশের রুমে বলে রাখলেন, কেউ যেন না আসে। শফিক ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের আন্তরিক সম্পর্ক। তাঁকে গত কয়েকদিনের তথ্যের প্রধান অংশগুলো বললাম। জামায়াত সম্পর্কিত কথাবার্তা, তাঁর ব্যাপারে কথাসহ সবই সংক্ষেপে বললাম। শফিক ভাই সব শুনে বললেন, আপনি জামায়াত করেন না সেটা কি তারা বিশ্বাস করেছে? বললাম, প্রথমে করেনি, তবে শেষমেষ হয়তো করেছে। শফিক ভাই হেসে বললেন, জামায়াতের তকমা আপনার গায়ে লেপ্টে গেছে। আপনার বরং একটিভ হয়ে যাওয়াই ভালো। শফিক ভাইয়ের আহ্বানের জবাব না দিয়েই

www.pathagar.com

বললাম, জেরা থেকে আপনিও বোধহয় নিস্তার পাবেন না। কর্মকর্তাদের আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শুনে বললেন, যাক এদের আচরণ সৌজন্যসীমার মধ্যেই ছিল। ভাষার কঠোরতা এটা তাদের ট্রেনিংয়ের পার্ট। ভাবলাম, শফিক ভাইয়ের শ্যালক লে. কর্নেল। হয়তো তাঁর কাছ থেকে তিনি এসব বুঝেছেন।

আহমেদ নূরকে শফিক ভাই পছন্দ করেন তাঁর পেশাগত সততার জন্য। যদিও আদর্শিকভাবে দুইজন দুই মেরুর বাসিন্দা। আহমেদ নূরের অবস্থার বিস্তারিত শুনে ডা. শফিক তাঁর কাছ থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা লাগলে তাঁকে বলতে বললেন। আরো বললেন, আপনার সঙ্গে আর দেখা হলে আহমেদ নূর ভাইকে আমার সালাম জানাবেন। উইমেন্স হাসপাতালে এসেছিলাম মতিন ভাই, আজির ভাইয়ের সঙ্গেও কথা বলতে। কিন্তু বিকেলে তাঁরা চেম্বারে থাকেন। মানসিক চাপের কারণে সেটা ভুলে গিয়েছিলাম। শফিক ভাই বললেন, মা-মনি হাসপাতালে চলে যান, মতিন ভাই ওখানে আছেন। মা-মনিতে গেলাম। মতিন ভাই ব্যস্ত ডাক্তার। ঘরভর্তি রোগী। তবুও এটেনডেন্ট মারফত আমার আগমনবার্তা পেয়ে হাতের রোগী শেষ করে আমাকে ডাকলেন। নির্ধারিত নাম্বারের পরের রোগী তখন ঢুকবে। এটেনডেন্ট রোগীকে বলল, একটু বসতে হবে। আমাকে ঢুকিয়ে দিল। শিশুরোগী নিয়ে মা-বাবা উদ্বিগ্ন। আমার প্রতি তাঁরা বিরক্ত মনে হলো। আমার নিজেরও খারাপ লাগছে। বাচ্চাটি অনবরত কাঁদছে। তার কষ্ট কি আমার থেকে কম? হয়তো বেশি।

মতিন ভাই বিস্তারিত শুনে বললেন, জাহিদ সাহেব তাঁর সন্তানদের আমাকেও দেখান। ভালো সম্পর্ক ইত্যাদি। প্রিন্সিপাল মাযহারুল হক (কর্নেল জাহিদের শ্বশুর)-এর সঙ্গে আলাপ পরবর্তী জাহিদ সাহেবের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতেই মতিন ভাই বললেন, যা হবার হবে, তবুও আমি কথা বলব। আসার সময় তিনি বললেন, কাদির ভাইর (কাদির খান) ছোটভাই সাদ ভাইয়ের সঙ্গে কর্নেল মোশারফের বেশ সম্পর্ক, তাঁকে বিষয়টি জানান।

মতিন ভাইয়ের চেম্বার থেকে উঠে কাদির ভাইয়ের বাসায় গেলাম। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ৩০ বছরের কম নয়। তিনি আবার জালালাবাদের পরিচালক। কাদির ভাই আমার বেয়াইও। কিছুদিন আগে তাঁর আপন ভাতিজা সোহেল আমার আপন ভাগনি রুবাকে বিয়ে করেছে। তারা ইংল্যান্ডে থাকে। কাদির ভাই সব শুনে সাদ ভাইকে ডাকলেন। সাদ ভাই সব শুনে বললেন, কর্নেল মোশারফকে এখনি আমি ফোন করছি। আমি বললাম, আমার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ডিজিএফআইতে। সাদ ভাই বললেন, মোশারফ যৌথবাহিনীর সিও। তিনিই মূল ব্যক্তি। এ সময় কাদির ভাই বললেন, সাদ ফোন না করে সাক্ষাতে কথা বলো। তুমি সময় ঠিক করো। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

www.pathagar.com

ঘন্টাখানেক কাদির ভাইয়ের বাসায় বসলাম। নানান আইটেমের নাশতা শেষে ফিরলাম। সাদ ভাই গেইট পর্যন্ত এসে বললেন, নূর ভাই চিন্তা করবেন না। সিলেটের সব মানুষ আপনাকে ভালো জানে। এরা পেয়েছে কি?

আজির ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ জরুরি। ভাতালিয়ায় তাঁর চেম্বারে গেলাম। আজির ভাইয়ের রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। শুনেছি, তিনি ডাক্তারি নীতিমালা মেনে ওষুধ দেন। কিন্তু হাই এন্টিবায়োটিক না দিলে রোগ সারতে সময় লাগে। এতে রোগীর অভিভাবক বিরক্ত হন। কিন্তু নীতিতে অটল আজির ভাই রোগীর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করে তাড়াতাড়ি ভালো হওয়ার পক্ষে নন। তাই তাঁর রোগীর সংখ্যা কম। আজির ভাই গরিব রোগীদের শুধু ফ্রি দেখেনই না; অনেক সময় ওষুধও ফ্রি দেন। ফিজিশিয়ান স্যাম্পুল হিসাবে পাওয়া ওষুধ বিলিয়ে দেন। বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত সুধীজনেরাও তার ফ্রি চিকিৎসার আওতায়।

আগমন সংবাদ পেয়ে আজির ভাই বাইরে এসে আমাকে বললেন, তাড়া না থাকলে একটু বসেন। দু'টা রোগী দেখে কথা বলব। এটেনডেন্টকে বললেন, জরুরি কোনো রোগী না হলে আজ আর রোগী দেখবেন না। আধঘন্টার মধ্যে আজির ভাই বেরিয়ে আসলেন। পাশেই বাসা। ভাবি নাহিদ জোবেদা মজিদ, ব্লু-বার্ড হাইস্কুলের শিক্ষিকা। আমাদের আত্মীয়ও বটে। জিন্দাবাজারের প্রবীণ চিকিৎসক ডা. আব্দুল মজিদ বড়লস্কর সাহেবের মেয়ে। তাঁর ছোটভাই ছাত্রদল নেতা লিমন। যাঁকে আমি গত সপ্তাহে জেল ভিজিটের সময় দেখে এসেছি।

ভাবির হাতে নাশতাভর্তি ট্রে। বললাম, সবেমাত্র ঢুকলাম। নাশতা বানালেন কখন? ভাবি শুধু হাসলেন। বুঝলাম, আজির ভাই চেম্বার থেকে ফোন করে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। এবার আজির ভাইয়ের সামনে গতদিনের সাগরদিঘিরপারের কথাবার্তা, আগের কিছু না বলা কথা তুলে ধরলাম। পাশে বসে ভাবিও সবকিছু শুনছেন। কর্নেল জাহিদের গতদিনের কথাবার্তা শোনার পর আজির ভাই বললেন, শ্বশুরের কথাকে উল্টোভাবে যে নিয়েছে সে আমার কথা কীভাবে নেবে? বললেন, জাহিদ সাহেবের স্ত্রী তাঁর মাকে নিয়ে আমার চেম্বারে আসতেন। শাশুড়ির সঙ্গে তার কেমন সম্পর্ক একটু জানি। আজির ভাই জাহিদ সাহেবের শাশুড়িকে ফোন করলেন। কুশলাদির একপর্যায়ে কর্নেল জাহিদ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শাশুড়ি জানালেন, সে আমাকে মায়ের মতো দেখে। আমি তাকে ছেলে জ্ঞান করি। আজির ভাই বললেন আমার একটি কাজ আছে। আমি ঢাকা এসে বিস্তারিত বলব বলে তাঁর বাসার ঠিকানা নিলেন। ফোন রেখে আমাকে বললেন, চলেন কালই ঢাকা যাই। বললাম, আপনার হাসপাতাল-চেম্বার। বললেন, আপনাকে এ অবস্থায় রেখে আমি শান্তি পাচ্ছি না। দুদিন হাসপাতাল চেম্বারে না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

www.pathagar.com

এমনিতেই আমি আজির ভাইয়ের ভক্ত। আজ শ্রদ্ধায় চোখে পানি এল। অতুলনীয় আজির ভাই। মনে মনে দুআ করলাম, আল্লাহ এই মানুষটিকে উত্তম প্রতিদান দিয়ো। আজির ভাই ও আমি ফ্যামিলিসহ একসাথে শিলং গিয়েছি। হজ্বেও একসাথে ছিলাম। কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহৃদয়তার ব্যাপ্তি এতদূর তখনও বুঝিনি। আজির ভাই ভাবিকে বললেন, আমার ব্যাগ গোছাও। সকালে চলে যাই, ভাবি বললেন, তাই যাও। আমি বললাম, আজির ভাই, আরেকটু অপেক্ষা করি। কারণ তাঁদের না জানিয়ে সিলেটের বাইরে যেতে বারণ আছে। সময় যাক। ভাবি আমার সিলেট ত্যাগে নিষেধাজ্ঞার কথা আগে শুনেননি। এবার তিনি আঁতকে উঠলেন। বললেন, ভাই বেশি দেরি করবেন না।

আজির ভাইয়ের বাসা থেকে সোজা জালালাবাদ অফিসে চলে এলাম। মারুফকে ডাকলাম। বলল প্রতিপক্ষ আটঘাট বেঁধে নেমেছে। যে-কোনো মূল্যে তারা আপনাকে গ্রেফতার করাতে চায়। সামান্য সময় অফিসে বসে বাসায় ফিরলাম। দুশ্চিন্তায় আহমেদ নূরের কথাও ভুলে গেছি। কথায় আছে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' অথচ জেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কারণে অকারণে-দিনে রাতে কয়েকবার কথা হতো। হায়রে কপাল! আহমেদ নূর কারাগারে বন্দি। আর আমি বন্দি সিলেটের সীমানার মধ্যে। এর বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই আমার।

অমনিতেই আজ বেশ নাশতা খাওয়া হয়ে গেছে। বাসায় ফিরে পাতলা একটি আটার রুটি সবজি দিয়ে খেলাম। ডায়াবেটিস রোগীদের এর বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই। কখনো রসনা-বিলাসী হলে পরে ভুগতে হয়। নামাজ সেরে মহান প্রভুর দরবারে নিজের ও আহমেদ নূরের ইজ্জত ভিক্ষা চাইলাম। শরীরও ক্লান্ত। তবুও স্ত্রীকে সব কিছু আজই জানাতে চাই। অবশেষে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ সব কথা জানালাম। তাঁর উদ্বেগ বাড়ছে। এতদিন কেন বলিনি—জানতে চাইলে বললাম, টেনশন বাড়াতে চাইনি। ক্লান্ত, তবুও ঘুমোতে পারছি না। কানে ভাসছে কর্নেল জাহিদের কিছু তীক্ষ্ণ কথা। 'সুতীক্ষ্ণ ব্যাক্যের বাণ চিরদিন রয়।' হয়তো কবি কোনো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকেই পঙ্‌ক্তিটি রচনা করেছিলেন।

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতেই এখন অধিকাংশ রাত কেটে যায়। মনে শান্তি না থাকলে চোখের ঘুমও উবে যায়। আল্লাহ ঘুম দিয়ে মানুষকে পুনরায় কর্মশক্তি ফিরিয়ে দেন। 'ওয়া জাআলনা নাওমাকুম সুবাতাও, ওয়া জাআলনাল লাইলা লিবাছা'—আমি ঘুমকে অতি শান্তির উপকরণ বানিয়েছি এবং রাতকে (তোমাদের জন্য) আবরণ করে দিয়েছি। সেই পরম শান্তির উপকরণ ঘুম যেন হারিয়ে গেছে। ঠিকমতো ঘুম না হওয়া ও টেনশনে ডায়াবেটিস হু হু করে বাড়ছে। ভাগিনা ডা. শিবলী খানের পরামর্শে ওষুধের ডোজ বাড়িয়েই চলেছি। সে অবশ্য ইনস্যুলিনের পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু সুঁইতে আমার বরাবরই ভয়।

www.pathagar.com

নতুন ঝড় অত্যাসন্ন

চৌদ্দ.

দু-তিন দিন কাটল; কোনো তলব নেই। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের ম্যানেজার ফোন করে জানালেন, আর্মি অফিসাররা এসে গত তিন বছরের লেনদেনের সব ডকুমেন্ট দু' দিনের মধ্যে তাদের দিতে বলেছেন। ম্যানেজার সাহেব লিখিত নির্দেশ চাওয়ায় তাকে গালাগালি করে ধমকানো হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত তথ্য দেয়ার নিয়ম নেই। শেষে পরিস্থিতি বিবেচনায় সম্মতি দিয়েছেন।

আমি ইসলামী ব্যাংকের সেবা প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন সিলেট লোকাল কমিটির সভাপতি। সেক্রেটারির দায়িত্বে থাকেন ম্যানেজার। সে হিসেবে ব্যাংকের সবাই বিষয়টি জেনে গেছে। সবাই আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। বললাম, তারা যা চায় দেন। আমার তো লুকানোর কিছু নেই। পরের দিন আবার জানালেন, প্রায় দু বস্তাভর্তি ফটোকপি নেয়ার সময় তারা শাসিয়ে বলেছে, একজন সাংবাদিকের একাউন্টে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয় কীভাবে? জবাবে ম্যানেজার সাহেব বলেছেন, তাঁর অধিকাংশ টাকাই যেহেতু রেমিট্যান্সে পাওয়া, সেহেতু ব্যাংকিং নিয়মমতো কোনো অনিয়ম হয়নি। কিন্তু তারা এটা মানতে নারাজ। বললেন, তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কারো সঙ্গেও এ বিষয়ে তাঁর সামনে থেকেই কথা বলেছে।

দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। বুঝলাম নতুন ঝড় অত্যাসন্ন। দু'দিন কাটল। অবশেষে তলবি ফোন পেলাম। তবে ডিজিএফআই নয়, যৌথবাহিনীর অফিস থেকে মেজর ফারুক বললেন, সিও সাহেব ডেকেছেন, কাল ৪টায় আসুন।

মেজর ফারুক চৌকস সেনা কর্মকর্তা। সোর্ড অব অনারধারী। বাড়ি ফেনী। মাঝে মাঝে ফোনালাপ হতো। স্থানীয় পত্রিকার সৌজন্য কপি নিয়মিত পাচ্ছেন না-এ জাতীয় কথা। এ অভিযোগ অন্যান্য জায়গা থেকেও আসে। বিট পিয়নরা মাঝে মাঝে পত্রিকা অন্যত্র বিক্রি করে দেয়; বা কখনো অসুস্থ হলে দেয় না। মেজর ফারুকের কথামতো ৪টার মধ্যে স্টেডিয়ামের পূর্ব দিকে মদনমোহন কলেজের হোস্টেলসংলগ্ন যৌথবাহিনীর অফিসে গেলাম। ওয়েটিং রুমে কয়েকজন লোক বসা, পাশে অস্ত্রধারী দুজন সেনা সদস্য। সিও'র রুমের সামনে ডিউটিরত সেনা সদস্যকে কার্ড দিয়ে বললাম, সিও সাহেব দেখা করতে বলেছেন। সে কার্ডটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বলল, এটা আপনার? বললাম; হ্যাঁ। বলল, বসেন। সে কার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম, কার্ডটি ভেতরে দিয়ে আসুন। বলল 'ভেতরে লোক আছে', বের হলে বা স্যার ডাকলে যাব। অতএব বসে রইলাম।

www.pathagar.com

এর মধ্যে এলেন সিলেটের ডিসি জামাল আহমদ মজুমদার। ভেতরে যেতে চাইলে সেন্ট্রি বলল, স্যার বসতে হবে। আমাকে দেখে আমার পাশে এসে বসলেন ডিসি সাহেব। নিচুস্বরে বললেন, নূর সাহেব আপনাকে আজ ডেকেছে? বললাম, হ্যাঁ। অনেকটা চুপিসারে তিনি ডিজিএফআই অফিসের কথা শুনতে চাইলেন। সংক্ষেপে দুএক কথা বলে বললাম, পরে কথা বলব। বললেন, নূর সাহেব, আমরাও খুব অসহায়, জানি না কী হবে! জেলার সিভিল প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা এভাবে বসে থাকায় আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। বিষয়টি অশোভনীয়। এর মধ্যে কেউ একজন বেরুতেই সেন্ট্রি ভেতরে গিয়ে ফিরে এসে ডিসি সাহেবকে বলল, স্যার আপনি আসেন। আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, আপনাকে বসতে বলেছেন। বসে আছি তো আছিই। এক ঘন্টা হয়ে গেছে। এভাবে অপেক্ষা কত কষ্টকর। ডিসি বের হয়ে এলেন। সেন্ট্রি আবার ঢুকল। ভেতর থেকে ফিরে আমাকে বলল, ভেতরে যান। গেলাম, সালাম দিলাম। লে. কর্নেল মোশারফ একটা ফাইল দেখছেন। মাথা উঁচু করে আমাকে লক্ষ করে বললেন, কি খবর? আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর, ভালো। আপনার সেক্রেটারির খবর কী? প্রশ্নের উত্তরে বললাম, তিনি জেলে, হাঁটতে পারছেন না। বললেন, কেন? বললাম, যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছে না। এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। এবার বসতে বলেই প্রশ্ন করলেন, আপনি জেলে নিয়মিত যান? বললাম, বন্দিদের ভালো-মন্দ দেখার জন্য সরকার আমাকে জেল ভিজিটর নিয়োগ দিয়েছে। প্রশ্ন করলেন, বিস্কুট-ফল নেয়া কি এর মধ্যে পড়ে? বললাম, জেল সুপার এতে কোনো নিষেধ আছে বলে আমাকে কখনো জানাননি।

কর্নেল মোশারফ বললেন, আপনি নাকি ফ্যানও লাগিয়ে দিয়েছেন? বললাম, ফ্যান লাগানোর বিধান আছে, কিন্তু সরকারি পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় বন্দিদের কষ্ট কমাতে আমি এ কাজ করেছি। এবার কর্নেল মোশারফ বললেন, চোর-ডাকাতদের জন্য আপনার এত মায়া কেন? বললাম, আমি অধিকাংশ ফ্যান দিয়েছি ওয়ার্ডে, এখানে সাধারণ বন্দিরা থাকে। আর ৩/৪টি ফ্যান দিয়েছি যেখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থাকেন। কর্নেল মোশারফ বললেন, এরা তো বড় চোর, কী বলেন? বললাম, হতে পারে। তবে কেউ এখনো সাজাপ্রাপ্ত নন, অভিযুক্ত। আর সাজাপ্রাপ্ত কেউ হলেও জেলকোড অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধা পাওয়ার হকদার। কর্নেল মোশারফ চড়া কণ্ঠে বললেন, আপনি আর এগুলো করবেন না। রাগ হলো। নিজেকে সামলে বললাম, সিও সাহেব, কারা পরিদর্শকের তালিকা থেকে আমাকে বাদ দিয়ে দিন। আমি ১০/১১ বছর ধরে এ পদে আছি। আমি জেলকোডের ভেতরে থেকে কাজ করছি। রেগে গেলেন কর্নেল মোশারফ। বললেন, আপনি তা-ই চান? বললাম, আমি চাইব কেন? যেহেতু আপনি অভিযোগ তুললেন, তাই বললাম। এ প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে জিজ্ঞেস করলেন, আর কোথাও আপনাকে

www.pathagar.com

ডাকা হয়েছে? বললাম, গত দু'সপ্তাহে ৪ বার ডিজিএফআই অফিসে গিয়েছি, তারা নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। বললেন, হুঁ। এবার একই রুমে আরেক টেবিলে বসা মেজর ফারুককে লক্ষ করে বললেন, সভাপতি সাহেবের সঙ্গে কথা বলো, চা খাওয়াও।

মেজর ফারুকের সঙ্গে ফোনে মাঝে মাঝে কথা হয়। আমি তাঁকে ফারুক ভাই বলে ডাকি। তাঁর টেবিলের দিকে গেলে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলেন। বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম, স্থানীয় সব পত্রিকা নিয়মিত পাচ্ছেন কি না। হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন মেজর ফারুক। চা-বিস্কুট এল। চা পানের পর মেজর ফারুক মার্জিতভাবে বললেন, সভাপতি সাহেব কাগজ নেন। তিনি কাগজ-কলম এগিয়ে দিলে বললাম কী লিখব? বললেন, আপনার যাবতীয় সম্পত্তির হিসাব, ব্যাংক একাউন্ট, দলিলের কপি আমাদের লাগবে। আমি কলম গুটিয়ে বললাম, এগুলো সব রেডি আছে, লেখার দরকার নেই। মেজর ফারুক খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, আপনি আগে থেকেই এগুলো রেডি করে রেখেছেন? বললাম,না। গত সপ্তাহে রেডি করে ডিজিএফআই অফিসে জমা দিয়েছি। একাধিক কপি আছে। তাই আপনাকে বললাম। আপনি চাইলে আমি অফিসে গিয়েই পাঠিয়ে দিতে পারব।

কর্নেল মোশারফের কানে কথাটি গিয়েছে। মেজর ফারুক তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, ঠিক আছে উনি পাঠিয়ে দিক। আমি মেজর ফারুকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক শেষে ফেরার উদ্দেশ্যে কর্নেল মোশরফের টেবিলে গিয়ে বললাম, সিও সাহেব যাই। বললেন, আরেকটু বসুন। তারপর দৈনিক ইত্তেফাকের একটা পুরানো কপি তাঁকে সংগ্রহ করে দিতে বললেন। বললাম, ২/৩ দিন সময় লাগবে। বললেন, কেন? বললাম, মুসলিম সাহিত্য সংসদ পত্রিকা সংরক্ষণ করে। খুঁজে বের করে দিতে হবে। এবার অনুরোধের সুরে বললেন, প্লিজ, যত তাড়াতাড়ি পারেন দেবেন। বললেন, চা খেয়ে যান। বললাম, কিছু সময় আগেই তো চা খেলাম। উত্তরে বললেন, ওটাতো ফারুকের টেবিলে। আমি বললাম, আপনার নির্দেশে। দূরের টেবিলে বসা মেজর ফারুক বললেন, সভাপতি সাহেব স্যার না বললে কি আপনাকে চা খাওয়াতাম না। আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, আপনারা তো মনে হয় অভিযুক্তদেরও আপ্যায়ন করান। কর্নেল মোশরফ আমার দিকে হা করে তাকালেন। বললাম, আমিও তো এক ধরনের বন্দি। সিলেটের বাইরে অনুমতি ছাড়া যেতে ডিজিএফআই থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তারাও আমাকে নিয়মিত আপ্যায়ন করান। তাই বললাম।

কর্নেল মোশারফ বললেন, আশ্চর্য লোক আপনি। কোনো কিছু না বলে হাসলাম। এবার হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বললেন, নূর সাহেব, দেখেন কাল পত্রিকাটি পৌঁছাতে পারেন কি না। যথাসাধ্য চেষ্টা করব বলে চলে এলাম।

www.pathagar.com

বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি চাই

পনেরো.

অফিসে ফিরলাম। ইকবাল ভাইকে ডেকে এনে গত ক'দিনের ঘটনাবলি তুলে ধরলাম। আহমেদ নূরের খোঁজখবর নিলাম। মুসলিম সাহিত্য সংসদে ফোন করে ইনচার্জ আলাউদ্দিন সাহেবকে ইত্তেফাকের ঐ কপিটি দ্রুত বের করতে অনুরোধ করলাম। কপি দরকার বললে তিনি জানালেন, ফটোকপি নিতে হবে, মূল কপি দেয়া যাবে না। পরদিন ৪টার মধ্যে কপি পেলাম। সরাসরি মোশারফ সাহেবকে ফোন করে বললাম, কপি বের করেছি, কিন্তু মূল কপি তারা দেবে না। ফাইল নষ্ট হয়ে যাবে। বললেন, ঠিক আছে, তারিখ সহ ফটোস্ট্যাট করে পাঠিয়ে দিন। বললাম, আমিই নিয়ে আসছি। বললেন, মোস্ট ওয়েলকাম।

এমনিতেই আমার সম্পদের হিসাব পাঠানোর দরকার ছিল, কাল রাতে দিইনি। সেটা সঙ্গে আছে। কর্নেল মোশারফের হাতে পত্রিকার ফটোকপি দিয়ে অন্য খাম তাঁর হাতে দিতেই তিনি বললেন এটা কী? আমার পুরো সম্পত্তির হিসাব বলতেই তিনি বললেন, সবাই সম্পত্তির হিসাব দিতে সময় চায়। আর আপনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন? বললাম, দিতে দেরি হলে আপনাদের দেখতে দেরি হবে। তাই দিলাম। আমি বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি চাই।

আজ এমনিতেই চা এল। বিস্কুট নিচ্ছি না দেখে সিও বললেন, একটা নিন। বললাম, বেশি মিষ্টি। সেন্ট্রিকে বললেন, সলটেড বিস্কুট নিয়ে আসতে। বললাম, অন্যদিন খাব। কিন্তু দ্রুত সেন্ট্রি সলটেড বিস্কুট নিয়ে এল। চা পান শেষে উঠার সময় সিও বললেন, নূর সাহেব আরো কিছু পত্রিকা লাগতে পারে। প্লিজ হেল্প আছ্। বললাম, আইএম অলওয়েজ রেডি। তিনি বললেন, থ্যাংকস এ লট। চলে আসব, দাঁড়িয়ে গেছি। কর্নেল মোশারফের মুড ভালো। তিনি আমাকে লক্ষ করে বললেন, কিছু বলবেন? বললাম, অনুমতি দিলে বলতে চাই। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন তবে জানবেন আহমেদ নূরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা, তিনি নির্দোষ। সিলেটের অনেক লোকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে। আমার কথার সত্যতা আশা করি পাবেন। জবাবে শুধু বললেন, ঠিক আছে। এবার করমর্দন করে বিদায় নিলাম। মেজর ফারুকের টেবিলে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আজ ওখানে মেজর আফাজও আছেন। আগে একদিন দেখা হয়েছিল। চুপচাপ প্রকৃতির লোক। তার সঙ্গেও হাত মেলালাম। ফিরে আসলাম অফিসে।

ডিজিএফআই অফিস থেকে কোনো তলব নেই। ব্যাংকের কাগজ কারা নিল? মনে হয় তারাই নিয়েছে। যৌথবাহিনীর অফিস থেকে নিলে তো টের পেতাম। মনে মনে তলবের অপেক্ষা করছি।

www.pathagar.com

কর আইনজীবীর সহায়তা

ষোলো.

মিছবাহ্ ভাই (ফারুক আহমদ মিছবাহ্) ফোন করলেন। বললেন, আমি গার্ডেন টাওয়ারের অফিসে আছি। জরুরি কথা আছে। মিছবাহ্ ভাই আমার অন্তরঙ্গ মানুষদের একজন। সাইফুর রহমান সাহেবের তাড়ায় বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য হঠাৎ করে প্রেসক্লাব ভবন ভেঙে ফেলায় মিছবাহ্ ভাই গার্ডেন টাওয়ারে একটি বড় রুম আমাদের জন্য খালি করে দিয়েছেন, ভাড়া নিয়ে কোনো কথাও বলেননি। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোক লাগিয়ে রুম রেডি করিয়ে দিয়েছেন।

সিলেট চেম্বারের সভাপতি হিসেবে মিছবাহ্ ভাইয়ের সঙ্গে অনেক সাংবাদিকের সম্পর্ক ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ব্যক্তিগত পর্যায়ের। জরুরি বিষয় শুনে ত্বরিৎ গার্ডেন টাওয়ারে গেলাম। মিছবাহ্ ভাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বললেন, আপনার বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে, বেশ ক'বার নাকি ডিজিএফআই অফিসে ডাকা হয়েছে। আমাকে কিছু বলেননি কেন? বললাম, মিছবাহ্ ভাই, কী বলব? শুনেছি আপনারও সমস্যা চলছে। সম্পদবিবরণী জমা দিয়েছি বলার পর জিজ্ঞেস করলেন, সব কি ইনকাম ট্যাক্সের ফাইলে আছে? বললাম, না, চাতলের জায়গা ও লন্ডনের ব্যাংকের তথ্য ওখানে দিইনি। কারণ চাতলের জমি ও লন্ডনের ব্যাংকে রাখা টাকা গিফট হিসেবে পেয়েছি। মিছবাহ্ ভাই বললেন, নূর ভাই, সর্বনাশ হয়ে যাবে। ইনকাম ট্যাক্সের ফাইল আপটুডেট করতে হবে। বলেই কারো কাছে ফোন করে দেখা করার সময় চাইলেন। ফোন রেখে আমাকে বললেন, সব ফাইলপত্র নিয়ে রাত ৮টায় রেডি থাকবেন। ইনকাম ট্যাক্সের একজন ভালো উকিল শাহ্ আবিদ আলীর কাছে যাব।

শাহ্ আবিদ আলী মধ্যবয়সি ভদ্রলোক। কর আইনজীবী সমিতির সভাপতি। সময়মতো তাঁর জালালাবাদ আবাসিক এলাকাস্থ বাসায় গেলাম। তাঁর চেম্বারে বেশ কয়েকজন লোককে পেলাম। পরিচিত দুইজন নামকরা ব্যবসায়ীও আছেন। বিষয় জানতে চাইলে মিছবাহ্ ভাই বললেন, আলাদা কথা বলতে হবে। (মিছবাহ্ ভাইকে আগেই বলে রেখেছিলাম অন্য লোকজন থাকলে তাঁদের সামনে কথা না বলতে)। আবিদ আলী সাহেব বললেন, হাতের ফাইলটা শেষ করি। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে হাতের ফাইল শেষ করে সহকারীকে অন্য আরেক ফাইলের নোট নিতে বলে উঠে দাঁড়ালেন। অপেক্ষমাণ অন্যদের বললেন, আপনারা একটু বসেন। চা-খান। আমি আসছি। আমাকে লক্ষ করে বললেন, নূর ভাই আসুন। একটু অবাক হলাম। আমি তাঁকে আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হলো না। আমাদেরকে তাঁর ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালেন। ড্রয়িং রুমের দেয়ালে অনেক ছবি। অধিকাংশ ছবি

www.pathagar.com

এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তাঁর। মনে হলো তিনি জাতীয় পার্টির কেউ। মিছবাহ ভাইয়ের কাছ থেকে সব জেনে আমার ফাইল তিনি দেখতে শুরু করলেন। চা-নাশতা এল। আমাকে বললেন, ফাইলে তো সবই আছে। এ দুটো দিলেন না কেন? বললাম, এগুলো না দেয়ার কারণ চাতলের জায়গা আমার ৬ প্রবাসী আত্মীয়সহ আমার নামে। কিন্তু আমি কোনো টাকা দিইনি। শ্রম দিয়ে আমি এর অংশীদার। আর লন্ডনের দুই একাউন্টে যে ৭শ পাউন্ড আছে ওগুলো উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত। আপনার জানা থাকার কথা, লন্ডনে বেড়াতে গেলে আত্মীয়স্বজন হাদিয়া দেন। বুঝেছি বলে বললেন, চিন্তা করবেন না। আমি ৩/৪ দিনের মধ্যে সব ঠিক করে দেব। মিছবাহ ভাই বললেন, না দু দিনের মধ্যে দেন। কারণ তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো এক কর্মকর্তার কাছে শুনেছেন, আগামী দিন যখন আমাকে ডাকা হবে তখন দুদক ও কর বিভাগের লোকদের রাখা হবে। বিষয়টি গতকাল মিছবাহ ভাই আমাকে জানাননি।

মনে হলো, মিছবাহ ভাই নিজের বিপদ সত্ত্বেও অকৃত্রিমভাবে আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। শাহ আবিদ আলী সাহেব আমাকে বললেন, আপনি আমাকে হয়তো স্মরণ করতে পারেননি। আমি আপনার অফিসেও গিয়েছি। নূর ভাই, আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করি। 'মোস্ট প্রায়োরিটি' হিসেবে আমি এটা করব। তবে কাল কিছু টাকা রেডি রাখবেন। হিসাব করে বাংলাদেশ ব্যাংকে চালান হিসেবে জমা দিতে হবে। মিছবাহ ভাই বললেন, আমাকে জানাবেন। আমি সব ব্যবস্থা করব। ফাইল আবিদ আলী সাহেবের কাছে রেখে ফিরে এলাম। মিছবাহ ভাই আজ আর অফিসে যেতে দিলেন না। তাঁর গাড়ি দিয়ে বাসায় ড্রপ করলেন। গাড়িতে বসে জানালেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ঐ কর্মকর্তার কথাবার্তায় তাঁকে আমার বিরোধীপক্ষ মনে হয়েছে। বললাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের কারো সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। শুধু একবার গভর্নর সিলেটে আসার দাওয়াত পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে কেন এই ভদ্রলোক আমার বিপক্ষে? মিছবাহ ভাই বললেন, আবিদ আলী সাহেব দক্ষ লোক। ইনকাম ট্যাক্সের বিষয় এই দু দিনেই শেষ করে ফেলতে পারবেন। আপনি শুধু কাল-পরশু দু দিন ওখানে যাবেন না। আমি বললাম, তলব পেলে কী করব? বললেন, যে-কোনো অজুহাত দেখিয়ে কভার করবেন। না ডাকলে তো আর ঠিকই আছে।

পরদিন সন্ধ্যায় আবিদ আলী সাহেবকে আমি ফোন করলে তিনি বললেন, ৩৭ হাজার টাকার চালান কাল সকালে জমা দিতে হবে আর অফিস খরচের জন্য ৫ হাজার টাকা। বললাম, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বললেন, না। মিছবাহ ভাই বলেছেন তিনি দেবেন। বললাম, আপনি ও মিছবাহ ভাই আমার প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। প্লিজ, তাঁকে কিছু বলবেন না। আমি পাঠাচ্ছি। আবিদ আলী সাহেবের জন্য বাড়তি ৫ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

ভিন্ন কারণে তলব

সতেরো.

সাগরদিঘিরপার থেকে গত দু'দিন ফোন আসেনি। কাল পর্যন্ত তলব না হলে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল আপটুডেট হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, ডাকটা যেন না আসে। পরদিন আবিদ আলী সাহেব আপটুডেট ফাইল লোক মারফত পাঠিয়ে দিলেন। মিছবাহ ভাইকে ফোনে জানালাম। বললেন, আশা করি আর কিছু হবে না। জানালেন, যৌথবাহিনীর নির্দেশে গার্ডেন টাওয়ার বাবত তাকে প্রায় ৬৪ লাখ টাকা সরকারি তহবিলে দিতে হয়েছে। এখন তিনি অনেকটা মুক্ত। আমাকে বললেন, আপনি বেশি স্পষ্টবাদী, এটা আর্মিরা পছন্দ নাও করতে পারে। একটু মেজাজমর্জি বুঝে কথা বলবেন। জবাব না দিয়ে হাসলাম।

গত তিন দিন সাগরদিঘিরপারের ফোন না আসার দুআ করেছি। এখন উল্টো তলবের অপেক্ষায়। ভাবছি, যত দ্রুত সব শেষ হয় তত ভালো। এর মধ্যে আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই বিষয় জেনে গেছেন। আমার জন্যে দোয়া খায়েরও চলছে। কুদরত উল্লাহ মসজিদের দুই ইমাম ক্বারী মাওলানা মুহম্মদ জমীরুদ্দীন ও মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা ইসহাক আল মাদানী, মাওলানা আব্দুস সালাম মাদানী প্রমুখ জানালেন, তাঁরাও দোয়া করছেন। সহকর্মী সাংবাদিকেরা অবস্থা জানতে চাইছেন। যাকে যেটুকু বলা দরকার বলেছি। নিজেকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছি, যেন প্রতিপক্ষ মনে করে আমি শক্ত আছি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি অস্থির।

সন্ধ্যায় অফিসে এসে বারান্দায় পায়চারী করছি। অফিস সহকারী আনোয়ার বলল, আপনার ফোন। যৌথবাহিনী অফিস থেকে। অফিসের অন্যরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। মেজর ফারুক অপরপ্রান্ত থেকে বললেন, সিও সাহেব সালাম দিয়েছেন। 'সালাম' মানে তলব। বললাম কখন? বললেন, পারলে এখনই আসেন। সহকর্মী কাদের ভাইকে (আবদুল কাদের তাপাদার) বললাম, কাদের ভাই, কর্নেল মোশারফ ডেকেছেন, দেরি হলে অফিসে ফিরব না। কাদের ভাই মাথা নাড়লেন। বললেন, এদিক আমি সামলাচ্ছি। তবে অফিসে না এলে বাসায় গিয়ে ফোন করবেন। আমরা টেনশনে থাকব। হেসে বললাম, টেনশনের কিছু নেই। কাদের ভাই প্রশ্নের সুরে বললেন, এত কিছু পরও আপনি স্বাভাবিক থাকেন কীভাবে? উত্তর না দিয়ে পাঠ করলাম 'ওল্লাহু খাইরুন হাফিজাও ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমিন'- আল্লাহ উত্তম হেফাজতকারী এবং তিনি অতিশয় দয়াবান। কাদের ভাই এটার অর্থ বোঝার কথা।

www.pathagar.com

কর্নেল মোশারফের অফিসের সেন্ট্রিরা এখন আমাকে চিনে ফেলেছে। আমি কিছু বলার আগেই বলল, স্যার ভেতরে আছেন, যান। সিও'র টেবিলে আজ বেশ নাশতা। বসলাম। তিনি বললেন, খান। বললাম, কোন পত্রিকার কাটিং লাগবে বলেন, আগে সেটা নোট করে নিই। হেসে বললেন, না, কোনো কাটিংয়ের জন্য আপনাকে আনিনি। আজ অন্য কথা আছে। আগে নাশতা খান। চায়ের বদলে কফি এল। কফি আমার বেশ লাগে, যদিও চিনি ছাড়া কিছু তেতো লাগে। চা আমি দুধ-চিনি ছাড়া খেলেও কফি দুধ দিয়ে খাই। সেভাবে খেলাম। আপ্যায়ন শেষে কর্নেল মোশারফ বললেন, রাগীব আলী সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? বললাম, একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, অনেক চা-বাগানের মালিক। বেশ দান খয়রাত করেন। আর কী? কর্নেল মোশারফের প্রশ্নের জবাবে বললাম, সিলেটের ডাক তার পত্রিকা। বললেন, তিনি প্রেসক্লাব বিল্ডিং নির্মাণ করে দিয়েছেন? বললাম, প্রথম একতলা জিয়াউর রহমান সাহেবের সময়ে তাঁর অনুদানে শুরু হয়। পরে কানাডা প্রবাসী আবু হুরায়রা ২ লাখ টাকা দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ২ লাখ টাকা দিয়েছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন আব্দুস সামাদ আজাদ ৫ লাখ টাকা দেন। পরবর্তীকালে রাগীব আলী সাহেবের অর্থায়নে দু'তলার আধুনিকীকরণের কাজ হয়েছে। তিনি কত টাকা দিলেন? বললাম, আমরা কোনো টাকা নিইনি। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সিলেটের ডাকের সম্পাদক ও প্রাক্তন জজ আবদুল হান্নান চৌধুরী সাহেব নিজে কাজ করিয়েছেন। তাই টাকার অঙ্ক জানা নেই।

কর্নেল মোশারফের আবারও প্রশ্ন—আর কি করেছেন? বললাম, পুলিশ অফিসার্স রেস্ট হাউসও তাঁর অর্থায়নে করা। এছাড়াও বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে তিনি দান করেছেন। বললেন, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কতটি হবে? বললাম, ৫০-৬০টি বা তার বেশিও হতে পারে। বললেন, এভাবে তিনি কত টাকা দিয়েছেন বলে আপনি মনে করেন? বললাম, এটা আমি কীভাবে বলব? বললেন, ৫০ কোটি টাকা? বললাম হতে পারে। বললেন, ৫শ কোটি থেকে ৫০ কোটি গেলে কত থাকে? বুঝলাম না বলতেই বললেন, না বোঝার কি আছে? ৫শ কোটি টাকার তারাপুর চা বাগান তিনি গিলে ফেলেছেন। ৫০ কোটি দান করলেও সাড়ে ৪শ কোটি টাকা লাভ। কী বলেন? আমাকে নীরব দেখে বললেন, শুনলাম অনেকেই তারাপুরে প্লট পেয়েছে। প্রেসক্লাব সভাপতি পেলেন না? বললাম, আমার পৈতৃক বাড়ি আছে। তিনি তা চেনেনও। কারণ তিনি বাবার ছাত্র। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই তিনি স্কুলে যেতেন। রাগীব আলীর মুখে শুনেছি, ছাত্রাবস্থায় অনেকবার আমাদের বাসায় গিয়েছেন। বললেন, তার প্রতি আপনার সফট কর্ণার আছে। বললাম, আমি সব সময় বড়লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকি। সে জন্য তাঁর সঙ্গে তেমন দেখা হয় না। তবে প্রেসক্লাব

www.pathagar.com

ভবনের উন্নয়নে তাঁর সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। বললেন, কামরান সাহেবসহ অনেকেই নাকি তাঁর কাছ থেকে টাকা খেয়েছে। আমি জানি না আমার ছোট্ট জবাব। বললেন, জানেন না, নাকি বলতে চান না? বললাম—সি.ও সাহেব, মানুষের গোপন খবর তালাশ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। যথাসম্ভব আমি তা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি।

এবার কর্নেল মোশারফ বললেন, রাগীব আলী কোন কোন প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিয়েছেন, তার একটি তালিকা দিতে পারবেন? বললাম, চেষ্টা করে দেখব। আশা করি পারব। কর্নেল মোশারফ ঠিক আছে বলে উঠে দাঁড়ালেন। হ্যান্ডশেক করলেন। মেজর ফারুকের সঙ্গে এপর্যন্ত কথা হয়নি। পাশের টেবিলে গিয়ে কুশলাদি বিনিময়ের পর বিদায় নেব। মেজর ফারুক বললেন, আমিও আসছি। কর্নেল মোশারফকে লক্ষ করে সোজা (এটেনশন) হয়ে বললেন, স্যার একটু বাইরে যাব। সিও'র মাথা নাড়ানো দেখে বেরিয়ে এলেন। মেজর সাহেবকে দেখে সেন্ট্রিরা সশব্দে স্যালুট করল। এরা সার্বক্ষণিক ভেতর-বাইর করে, তারপরও স্যালুট! বোধহয় এটাই নিয়ম। মেজর ফারুক বাইরে এসে অনেকটা নিচু স্বরে বললেন, পারবান ভাই কাল এসেছিলেন। আপনার প্রশংসা করেছেন। স্যার আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

পারবান চৌধুরী, বেসিক ব্যাংকের ম্যানেজার। আমার আমেরিকা প্রবাসী বড়ভাই তালিবুন নূরের সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আবার সদ্যপ্রাক্তন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরীর শ্যালক। কর্নেল মোশারফের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা আছে। মোশারফ সাহেবের মিসেসও তাঁর ব্যাংকে চাকরি করেন। বুঝলাম, ভাই সম্ভবত আমার সমস্যা শুনে আমেরিকা থেকে পারবান ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। (পারবান ভাই বছর তিনেক আগে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করেছেন)। বাসায় ফিরে সহকর্মী মানিক ভাইয়ের (আবদুল হামিদ মানিক) কাছে ফোন করে রাগীব আলী সাহেবের অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা জোগাড় করে দেয়ার অনুরোধ করলাম। আমার জানামতে রাগীব আলী সাহেবের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক। মানিক ভাই কেন জানতে চাইলে বললাম, কর্নেল মোশারফ চেয়েছেন। রাগীব আলী সম্পর্কিত তীর্যক কথাবার্তা মানিক ভাইয়ের কাছে গোপন রাখলাম। শুধু সাক্ষাতে ইকবাল ভাইকে কিছু জানালাম। কাদের ভাইকে ফোন করে বললাম, রাগীব আলী সাহেবের অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা চাওয়ার কথা। কাদের ভাই যেন আশ্বস্ত হলেন। ঐ সময় আমার সহকর্মীরা আমার জন্য কতটা চিন্তা করেন তা বুঝেছি। আমার সহকর্মীদের দুআ-ভালোবাসায় আল্লাহপাক সে যাত্রায় সাংবাদিক সমাজ তথা প্রেসক্লাবের সম্মান রক্ষা করেছেন। সারা জীবন শুকুর আদায় করলেও তা সিন্ধুতে বিন্দুবৎই হবে।

www.pathagar.com

মানিক ভাই দুই দিনের মধ্যে কম্পিউটার কম্পোজ করা তালিকা দিলেন। রাগীব রাবেয়া ফাউন্ডেশন থেকে জোগাড় করেছেন। ফোনে সিও সাহেবকে জানাতেই বললেন, আসবেন নাকি? না লোক পাঠাব? বললাম, বেশিক্ষণ না বসালে আসতে পারি। হেসে বললেন, আসুন। তার দপ্তরে পৌঁছামাত্র সেন্ট্রি আজ হাত তুলে সালাম জানাল। সম্ভবত মেজর ফারুকের ঐদিনের কানাকানিতে বুঝেছে, আমি আসামি পর্যায়ের কেউ নই। বলল, স্যার আছেন। ভেতরে গিয়ে দেখি, সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান পাশে দাঁড়িয়ে সিও সাহেবকে কি একটা কাগজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমি ঢুকতেই মোশারফ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নূর সাহেব আসুন। নূর আজিজ সাহেবকে বললেন, আপনি আজ আসুন। নূর আজিজ আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝার চেষ্টা করলেন। আমাকে ডাকাডাকি ইতোমধ্যে তাঁর কানেও গিয়েছে। তাঁর বাড়ি মেজর ফারুকের বাড়ির কাছাকাছি। তাই ভয়ের মধ্যেও কিছুটা সাহস আছে। ইতোমধ্যে সিটি কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে সিলেট জেলে দিন কাটাচ্ছেন। মেজর ফারুকের টেবিলে গিয়ে কথাবার্তা বলে আবার সিও সাহেবের সামনে এসে বললেন, স্যার কাল আসব। আমাকে লক্ষ করে বললেন, নূর ভাই দেখা হবে।

এবার কর্নেল মোশারফ জিজ্ঞেস করলেন, তালিকা কীভাবে পেলেন। বললাম, আমাদের (দৈনিক জালালাবাদ) নির্বাহী সম্পাদক আবদুল হামিদ মানিক ভাইয়ের মাধ্যমে। তাঁর সঙ্গে রাগীব আলী সাহেবের সুসম্পর্ক আছে। বললেন, তাইলে তো তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যাবে। আঁতকে উঠলাম। বললাম, সিও সাহেব, মানিক ভাই খুব ভালো মানুষ। সুবক্তা ও সুলেখক। কিন্তু নরম মনের মানুষ। প্লিজ তাঁকে এ ব্যাপারে টানবেন না। উল্টো কর্নেল মোশারফ বললেন, তবে তো তাকেই আমার দরকার। কেন তাঁকে দরকার জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি কিছু পেপার তৈরি করব। যেহেতু আপনি বলেছেন তিনি সুলেখক তাই তাকে কাজে লাগাব। জানতে চাইলেন তিনি ইংরেজি কেমন জানেন। বললাম, মানিক ভাই বাংলা, ইংরেজি, উর্দু তিন ভাষায়ই পারদর্শী। বললেন, বেশ। এ লোককেই আমার দরকার। তাঁকে আমরা সম্মানিও দেব। বললাম, ঠিক আছে। কিন্তু শর্ত থাকল রাগীব আলী সম্পর্কিত কিছু জানতে চাইবেন না। জবাবে বললেন, কর্নেল মোশারফ কথার বরখেলাপ করে না।

অফিসে দ্রুত ফিরলাম। মানিক ভাইয়ের কাছে বিস্তারিত বললাম। শুনে চিন্তিত হলেন। অভ্যাসমাফিক মানিক ভাই মাথার চুল ছিড়ছেন। বললেন, আমাকে বিপদে ফেললে। এদের মেজাজ সব সময় গরম থাকে। আমিও

www.pathagar.com

মেজাজি মানুষ। মানিক ভাইকে অভয় দিয়ে বললাম, এ ক'দিনে যা বুঝেছি কর্নেল মোশারফ ভদ্রমানুষ। তাঁকে সুশিক্ষিতও মনে হয়েছে। আমার ধারণা, তিনি আপনাকে সম্মান দেখাবেন। মানিক ভাই নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, অন্তত তোমার ভালোর জন্য যেতে হবে।

মানিক ভাইয়ের সঙ্গে ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করছি। আমি বয়সে ছোট। পদে বড়। কিন্তু মানিক ভাইকে বরাবরই সম্মান করে এসেছি। তিনিও আমাকে ভালোবাসেন। বাইরের কারো সামনে মানিক ভাই আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করেন। একদিন কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, তুমি সম্পাদক। বাইরের লোকের সামনে সম্পাদককে তাঁর সম্মান দিতে হয়।

কর্নেল মোশারফের সঙ্গে সম্পর্কের বেশ উন্নতি হয়েছে মনে হওয়ায় আবার একদিন আহমেদ নূর প্রসঙ্গ তুললে তিনি বললেন, বিষয়টি এখন আদালতে। তিনি নির্দোষ হলে চিন্তা কি? এ আলাপের মধ্যে কে যেন ফোন করলেন। অপর প্রান্ত থেকে কি বলা হচ্ছে শুনতে না পারলেও বুঝলাম, গোলাপগঞ্জের পৌর চেয়ারম্যান পাপলুকে নিয়ে আলাপ চলছে। ফোন রাখার পর বললাম, পাপলুকে নিয়ে কথা বললেন বোধ হয়। বললেন, হ্যাঁ। তাকে আপনি কেমন দেখেন? বললাম, তাকে আমি স্নেহ করি। সে দেশের তরুণতম পৌর চেয়ারম্যান, ভদ্রছেলে। মোশারফ বলে উঠলেন, নূর সাহেব আপনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। জামায়াত, বিএনপি, আওয়ামী লীগ সবাই আপনার কাছে ভালো। আমি বললাম, কোন দলের ব্যাপার নয়; আমি ব্যক্তিগতভাবে একজনকে যেভাবে দেখি বা জানি সেভাবেই বলি। তিনি পাপলুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন। আমি সাহস করে বললাম, সিও সাহেব পাপলু ততটা খারাপ ছেলে নয়। তিনি বললেন, তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। বললাম, অভিযোগ থাকলে তদন্ত করে দেখুন। তবে একটি তথ্য জানা থাকলে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে। গোলাপগঞ্জ এলাকায় চৌধুরী বনাম সাধারণ মানুষের একটা শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব আছে। গোলাপগঞ্জের চৌধুরীদের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। ধনে-জনে শিক্ষাদীক্ষায় তাঁরা অনেক উঁচুতে। তাই তাঁরা সাধারণ নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারেন না। এটা তাঁদের দিক থেকে স্বাভাবিকও। আমার মনে হয় পাপলু শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের শিকার। হেসে বললাম, যিনি ফোন করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই চৌধুরী পরিবারের কেউ হবেন। কর্নেল মোশারফ কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলেন। ঐদিন সুযোগ বুঝে পাপলুর পক্ষে কিছু কথা বলে মানসিক তৃপ্তি পেয়েছিলাম এবং পরবর্তীকালে পাপলু ছাড়া পেতে তা কিছুটা কাজে লেগেছিল।

www.pathagar.com

সহজে নিস্তার পাচ্ছি না

আঠারো.

ইনকাম ট্যাক্সের কাগজ ঠিক হওয়ার ৪/৫ দিন পর সাগরদিঘিরপারের 'তলব' হলো। ডিডি জামিল বললেন, আপনার পাসপোর্ট ও ট্যাক্সের কাগজপত্র নিয়ে আসবেন। সময় আগের মতো সকাল ১১টা। মিছবাহ্ ভাইয়ের সময়োচিত পদক্ষেপে ট্যাক্সের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আসলে বিপদের সময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের এভাবেই সাহায্য করে থাকেন।

যথাসময়ে গেলাম। বেশ কয়েক দিন পর আজ আবার মেজর রেজার মুখোমুখি। মেজর রেজার ব্যবহার ভালো আগেই দেখেছি। তাই কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন আছি। তিনি পাসপোর্ট হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বললেন, আপনি ঘন ঘন বিদেশে যান? বললাম, না। ঘন ঘন যাই না। সাধারণত বছরে একবার। লন্ডনে প্রোগ্রাম থাকে, তাই যাই। প্রশ্ন করলেন, আর মিডলইস্ট। বললাম, মিডলইস্ট বলতে মক্কায় যাই; ওমরাহ্ করতে। সাধারণত লন্ডন যাওয়ার পথে ওমরাহ করে যাই। বললেন, এগুলো সৌদির ভিসা? বললাম, হ্যাঁ। ভিসা আরবিতে। তাই হয়তো তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু লন্ডনের ভিসা কোথায়? বললাম, পুরানো পাসপোর্টে দেখুন। বললেন, এটাতো আগের ভিসা। বললাম, আমার লন্ডনের ভিসা 'টেন ইয়ারস মাল্টিপুল' একেবারে ১০ বছরের ভিসা। পাসপোর্টের পাতা উল্টিয়ে দেখলেন ২০১৩ পর্যন্ত ভিসা আছে। অবাক চোখে এবার প্রশ্ন করলেন, এই ভিসা কীভাবে পেলেন। বললাম, ব্রিটিশ হাইকমিশন দিয়েছে। বললেন, সেটা তো বুঝলাম। কেন দিল? ১০ বছরের ভিসা কাকে দেয়? বললাম, তাদের দৃষ্টিতে যারা পাওয়ার যোগ্য হয়তো তাদের দেয়। বললেন, হাইকমিশনার আপনাদের সিলেটের এই জন্য? বললাম, না; এই হাইকমিশনার আসার অনেক আগে ২০০৪ সালে এ ভিসা দেওয়া হয়েছে। বললেন তাঁরা আপনাকে কি চেনে? বললাম, ফার্স্ট সেক্রেটারি ব্রায়ান ডনাল্ডসন, ফার্স্ট সেক্রেটারি মাইক জনসন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। হাইকমিশনার ড. ডেভিড কার্টারের সঙ্গেও আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রশ্ন করলেন, কোথায়? বললাম, তিনি দু'বার সিলেট সফরে এসেছিলেন। আমাকে ডেকেছেন। কথা বলেছেন। বললেন, কী কথা? বললাম, তাঁরা সাধারণত স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করেন। বললেন, সঙ্গে কে থাকে? বললাম, তাঁদের দিকে সাধারণত পিআরও থাকেন। আর আমাকে একাই ডাকা হয়, তবে আমি সাধারণত ইকবাল ভাইকে সঙ্গে নিই। জানতে

www.pathagar.com

চাইলেন, ইকবাল ভাই কে? বললাম, ডেইলি স্টারের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট। এবার প্রশ্ন–তাঁকে কেন নেন? বললাম, আমি ইংরেজি ভালো জানি না। তাই এ ধরনের কাউকে সঙ্গে রাখি। তবে দুএক বার তাঁর অনুপস্থিতিতে বাধ্য হয়ে কথা বলেছি। হয়তো সব কথা শুদ্ধভাবে বলতে পারিনি। তবে তাঁরা বুঝেছে মনে হয়েছে।

আবার প্রশ্ন—এছাড়া? গত বছর অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার, আমেরিকান এম্বেসির পলিটিক্যাল সেক্রেটারি, পাকিস্তান হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সবাই কেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে? বললাম, তাঁরা ব্যক্তির সঙ্গে নয়, প্রেসক্লাব সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জিজ্ঞেস করলেন, এমনিতে পরে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন? হেসে বললাম, ভালো ইংরেজি জানলে রাখতাম, ভয়ে তাই রাখি না। এবার প্রশ্ন করলেন, আপনি উর্দু জানেন? বললাম, ইংরেজির চেয়েও কম, বলতে গেলে জানি না। এবার প্রশ্ন, আপনি মাদ্রাসায় পড়েননি? বললাম, মাদ্রাসায় কেন, মক্তবেও পড়িনি। কায়দা, ছিপারা যা পড়েছি ঘরে মা-বাবার কাছে পড়েছি। এবার মেজর রেজা বললেন, আপনার মা'ও কি শিক্ষিত ছিলেন? বললাম, ব্রিটিশ আমলে মাইনর স্কুল পাস করেছিলেন। বাংলা লিখতে-পড়তে পারতেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পত্রিকাও পড়তেন। পরে বললাম, আমাদের সময়ে স্কুল-কলেজে উর্দু ছিল না। তাই উর্দু একদম জানি না। আবার প্রশ্ন, পাকিস্তান হাইকমিশনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন কীভাবে? বললাম, পাকিস্তানের হাইকমিশনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব কেন? বললেন, আমরা শুনেছি, আপনার সঙ্গে তাদের খুব ভালো সম্পর্ক। বললাম, আপনারা তো অনেক কিছুই শুনেছেন। বাস্তবে এ পর্যন্ত কতটা পেলেন? নিরুত্তর থাকলেন মেজর রেজা। বললেন, ভারতীয় দূতাবাসের কেউ যোগাযোগ করে না? বললাম, বছর দুয়েক আগে তারা প্রেসক্লাব লাইব্রেরির জন্য বই দিয়েছিলেন। বিষয়টি পুরো স্মরণ করতে পারছি না। তবে আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম।

আমার মোবাইলে বার বার ভাইব্রেশন হচ্ছে। সাইলেন্ট থাকায় রিং-এর শব্দ নেই। জিজ্ঞেস করলাম ফোনটা ধরব কি না। হয়তো জরুরি কেউ করছে। জবাব পেলাম, ধরেন। ফোন ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে বলা হচ্ছে, ভারতীয় দূতাবাসের পিআরও কথা বলছি। ভারতীয় হাইকমিশনার কাল সিলেটে আসবেন। সন্ধ্যা ৭টায় আপনার সাক্ষাৎ চান। বললাম, একটু লাইনে থাকুন। কিছুটা বিস্মিত হলাম। মোবাইলে হাত রেখে মেজর রেজাকে বললাম, ইন্ডিয়ান হাইকমিশন থেকে ফোন এসেছে। হাইকমিশনার সাহেব কাল সিলেটে আসছেন। সন্ধ্যায় আমার সাক্ষাৎ চান। কী বলব? তাঁকে একটু চিন্তিত মনে হলো। বললেন, সত্যি ইন্ডিয়ান হাইকমিশন থেকে ফোন করেছে? বললাম

www.pathagar.com

সত্যি-মিথ্যা জানি না। আপনি কথা বলে দেখুন বলে তাঁর দিকে মোবাইল এগিয়ে দিতে চাইলে বললেন, না না, আমি কথা বলব না। আপনি তাঁদের বলুন, ডিসির মাধ্যমে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে। আমি মোবাইল থেকে হাত সরিয়ে অপরপ্রান্তে থাকা কর্মকর্তাকে মেজর রেজার শেখানো ভাষায় বললাম, আমি আসতে পারি, তবে ডিসি সাহেবকে আপনাদের পক্ষ থেকে জানান। আমার উত্তর শুনে ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তা বললেন, ডিসি কেন? নিজে থেকেই বললাম, জরুরি অবস্থা চলছে তো, তাই। তিনি আচ্ছা দেখি বলে ফোন কেটে দিলেন। ফোন রাখলাম। মেজর রেজা জানতে চাইলেন, ডিসির কথা শুনে কী বলল? বললাম, শুধু বলেছে, ডিসি কেন? উত্তরে আমি জরুরি অবস্থার কথা বলায় বলেছে 'আচ্ছা দেখি'। মেজর রেজার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, গুড। এবার মেজর রেজার প্রশ্ন, ডিসির সঙ্গে কথা বলবে মনে করেন? বললাম, মনে হয় না। বললেন, নিয়মমতো বিদেশি কূটনীতিকদের তো ফরেন মিনিস্ট্রিকে তাদের প্রোগ্রাম জানিয়ে আসতে হয়, তাই না? জবাব দিলাম কাগুজে নিয়ম থাকতে পারে, বাস্তবে দেখিনি। মেজর রেজা এবার বললেন, সভাপতি সাহেব, পাকিস্তান-ভারত সবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন কীভাবে? আমি হেসে বললাম, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়।' এবার তিনিও হাসলেন। বললেন, আজ আর থাক। কাল পরশু বসা যাবে। বললাম, আর কতদিন। তার জবাব, স্যারের সঙ্গে কথা বলে দেখি। বুঝলাম, সাগরদিঘিরপারের ডাক থেকে সহসা নিস্তার পাচ্ছি না। চলে এলাম।

আজকের বিষয়টি শুধু ইকবাল ভাইয়ের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তিনি বললেন, ভালোই হয়েছে। ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের ফোন আপনার জন্য শাপে বর। আসলে চরম বিরক্ত লাগছে। সামাজিক প্রোগ্রাম নিয়ে সপ্তাহের ২/৩ দিন ব্যস্ত থাকা আমার রুটিনে পরিণত হয়েছে। ইদানীং দাওয়াত আসলেই অপারগতা দেখাচ্ছি। মনে আছে, শেষ প্রোগ্রাম করেছিলাম কোম্পানীগঞ্জে দূররে সামাদ রহমান স্কুল এন্ড কলেজে। ওখানে দেয়া বক্তব্যে আমি ওয়ান-ইলেভেন সরকারের দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছি। অথচ এক মাসের মাথায় আমি নিজেই অভিযুক্ত। হায়রে কপাল!

শৈশবে পঠিত একটি কবিতা বার বার মনে পড়ছে- 'সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয় / অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয় / কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি / সকল সময়ে বন্ধু সকলেরই তিনি।' আমিও সেই পরম বন্ধুর দয়া বর্ষণের আশায় চাতক পাখির মতো দিন গুনছি।

www.pathagar.com

উনিশ.

আজির ভাই তাড়া দিচ্ছেন ঢাকা যেতে। বললেন, বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা চলেন। শুক্রবার বন্ধ আছে। বললাম, তাঁদের না জানিয়ে স্টেশন লিভ করতে মানা। কীভাবে যাব? বললেন, বৃহস্পতিবার রাতে গিয়ে শুক্রবার ফিরে আসব। কেউ বুঝতে পারবে না। ইতস্তত করছি। মনে ভয়। যদি তাঁরা টের পায়। নতুন করে বিপদে পড়ব। মুখে বললাম, আপনার দু'দিন চেম্বার নষ্ট হবে। পরে যাব। জবাব দিলেন, শুক্রবার বিকেলে এমনিই রোগী দেখি না। সকালে রোগী খুব থাকে না। এসব চিন্তার দরকার নেই। বৃহস্পতিবার রাতই ফাইনাল। আজির ভাই নাছোড়বান্দা। অতএব সম্মত হলাম।

ইচ্ছে করে রাতের সোহাগ পরিবহনের শেষ বাসের টিকেট কাটলাম। সোহাগের শেষ বাস উত্তরা পর্যন্ত যায়। আর আমাদের কাজও উত্তরায়। ভোরে পৌঁছে নামাজ সেরে বাইরে নাশতা করে প্রিন্সিপাল মাযহার (কর্নেল জাহিদের শ্বশুর)-এর বাসায় রওয়ানা দিলাম। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পেলাম। কলিং বেল টিপতেই এক প্রৌঢ় মহিলা দরজা খুলে আমাদের ভেতরে নিয়ে বসালেন। তিনি কর্নেল জাহিদের শাশুড়ি। আমাদের বসিয়ে ভেতরে গিয়ে ট্রে ভর্তি নাশতা নিয়ে এলেন। আমরা নাশতা করে এসেছি শুনে ব্যথিত হলেন। আজির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, আমার বাসায় আসছেন, কেন নাস্তা করলেন। তাকে খুশি করার জন্য আবার নাশতা খেতে হলো। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আগে দেখা হয়নি। তবে তিনি আমাকে চেনেন বললেন। কীভাবে প্রশ্ন করায় বললেন, আপনার ছবি পত্রিকায় অনেক দেখেছি। আর প্রিন্সিপাল সাহেব মাঝে মাঝে আপনার কথা বলেন। আর আপনার ছেলে আলবাব ক্যাডেট কলেজে ভর্তির আগে আমার সাহেবের কাছে পড়তে আসত।

আজির ভাই তাঁর কাছে আমার সম্পর্কিত বিস্তারিত তুলে ধরলেন। বললেন, ঢাকা আসার বিষয়টি বলবেন না। অনুমতি ছাড়া আমার সিলেট ত্যাগের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিও তিনি জানালেন। ভদ্রমহিলা আমাদের সামনেই ফোন করলেন। প্রথমে মেয়ের সঙ্গে কথা বলে পরে জামাইর (কর্নেল জাহিদ) সঙ্গে কথা বললেন। এদিকের কথা তো শুনছি, কিন্তু অপরপ্রান্তের কথা শুনছি না, আমরা অন্ধকারে। 'বাবা তোমরা কোথাও ভুল করছ, অভিযোগ সব সময় সত্য হয় না। শিওর না হয়ে কিছু করবে না। আমি যেন লজ্জা না পাই।' দীর্ঘ আলাপের শেষপর্যায়ে কথাগুলো বলে ভদ্রমহিলা ফোন রাখলেন। ফোন রাখার পর উৎসুক আজির ভাইকে মিসেস মাযহার যা বললেন, তার অর্থ এই—বেশ ক'জন সাংবাদিক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় জাহিদ সাহেব আমার উপর

www.pathagar.com

ক্ষেপে আছেন। তবে শেষে তাঁকে কথা দিয়েছেন, তিনি নিশ্চিত না হয়ে কোনো ' স্টেপ' নেবেন না।

মনে হলো, রাত জেগে জার্নির তেমন কোনো প্রাপ্তি নেই। তবে কিছুটা আশস্ত হলাম। অন্তত তাড়াহুড়ো করে কিছু হবে না। তাঁদের বাসা থেকে বেরিয়ে দ্রুত ফিরতি বাসে চড়লাম। আজির ভাইও আশাহত হয়েছেন। হঠাৎ বললেন, নূর ভাই, আরেকটা পথ আছে। আগে মনে হয়নি। সিলেট গিয়ে সোজা হাওয়াপাড়া যেতে হবে। বললাম কেন? বললেন, বুরহান ভাইকে আপনি চেনেন নাকি? বললাম, মনে পড়ছে না। তবে হাওয়াপাড়ার অনেককে মুখ চিনি। দেখলে হয়তো চিনব। জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কী করেন? বললেন, ব্যবসা। মনে মনে হাসলাম। 'হাতি ঘোড়া গেল তল/ ভেড়া বলে কত জল।' কর্নেলের শ্বশুর-শাশুড়িতে যেখানে কিছু হচ্ছে না, সেখানে ব্যবসায়ী দিয়ে কী হবে? মনের ভাব মনেই রাখলাম।

সিলেট নেমে আজির ভাইয়ের মন রক্ষার্থে সোজা হাওয়াপাড়া গেলাম। মসজিদের পাশেই বুরহান ভাইয়ের বাড়ি। এবার দেখলাম তিনি আমার পরিচিত। রাস্তায় সালাম বিনিময়ও হয়। এর বেশি কিছু জানি না। কিন্তু আজির ভাই আমার পরিচয় দিতে গেলে বুরহান ভাই তাকে থামিয়ে বললেন, নূর ভাইকে খুব ভালো চিনি। আর তিনি তো এখানে বিল্ডিংও বানাচ্ছেন। আজির ভাই এরপর আমার বিষয় সবিস্তারে বললেন। বুরহান ভাই বললেন, জাহিদ সাহেবকে আমি বুঝিয়ে বলব। আজির ভাই মিস্টার ও মিসেস মাযহারের আলাপের বিষয় তুলে ধরলেন। বুরহান ভাই বললেন, তাহলে কী করা যায়? আজির ভাই বললেন, বেয়াইকে বলে দেখেন না? বুরহান ভাইয়ের বেয়াই কে, জানতাম না। বুরহান ভাই সাধারণ ব্যবসায়ী। শহরের ব্যবসায়ীরা সচরাচর নিজেদের মধ্যেই আত্মীয়তা করেন। ভাবছি, আহামরি কেউ তো হবার কথা নয়। মুখে কিছু বলছি না। বুরহান ভাই বললেন, দামান্দের (জামাতা) সঙ্গে কথা বলি। বুরহান ভাই মোবাইলে কল করলেন। কিছু কথা বলার পর আজির ভাইও কথা বললেন। আজির ভাই ফোন রেখে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, আলহামদু লিল্লাহ, কাজ হয়ে গেছে। বুরহান ভাইকে তৃপ্ত মনে হলো। আমি নিশ্চুপ। বোরহান ভাইয়ের বেয়াই কে, দামান্দ-ই বা কে তাও আমি জানি না। ফোনের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম আজির ভাইও 'দামান্দ'কে ভালো চেনেন। তিনি 'তুমি' করে সম্বোধন করছিলেন।

বুরহান ভাইয়ের ঘর থেকে চা-নাশতা খেয়ে বের হবার সময় তিনি বললেন, নূর ভাই টেনশন করবেন না। সব কিছু ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। বাসা থেকে বেরোনোর পর আজির ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কিছুই তো বুঝলাম না। বুরহান ভাইয়ের বেয়াই কে? বললেন, জেনারেল রুমি। ডিজিএফআইর হেড। বিস্ময়ে বিমূঢ় হলাম। ঘোর কাটলে বললাম, আর

www.pathagar.com

ছেলে? বললেন, সে ইঞ্জিনিয়ার; বুরহান ভাইয়ের মেয়ের জামাই। বুরহান ভাইয়ের মেয়ে ও সে ব্লু-বার্ডে একই ক্লাসে পড়ত। বছর খানেক আগে তাদের বিয়ে হয়েছে। বললাম, দামান্দকে আপনি চেনেন কীভাবে? বললেন, বুরহান ভাই আমার ভায়রা জানেন না? আসলেই এটা আমার জানা ছিল না।

স্বস্তি লাগছে। ভাবছি এ-তো 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'। আবার মনে প্রশ্ন, ছেলের কথায় কি কাজ হবে? আজির ভাই বললেন, সে দায়িত্ব নিয়ে বলেছে, তিনি ভালো মানুষ হলে কিছু হবে না। স্বস্তি আরো বেড়ে গেল। রুমি সাহেব সিলেট ক্যান্টনমেন্টে কমান্ড্যান্ট ছিলেন। তখন তিনি ব্রিগেডিয়ার। দু'বার আর্মড ফোর্সেস ডে-তে তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছে। নিয়মমাফিক হাতও মিলিয়েছি। পরিচয় দিয়েছি। মনে রাখার মতো কেউ নই আমি। কিন্তু সিলেট প্রেসক্লাব তাঁর চেনার কথা। আর ছেলে যেহেতু ব্লু-বার্ডে পড়েছে, সে প্রেসক্লাব ভালো করে চেনে। কারণ ব্লু-বার্ডের উল্টোদিকেই প্রেসক্লাব ভবন।

বেশ লং জার্নি হয়েছে। আজির ভাই আর আমি যার যার বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। বাসায় গিয়ে আজ গিন্নিকে পূর্বাপর সব কিছু জানালাম। মাঝখানে মোবাইলে তিনি কয়েকবার অবস্থান জেনেছেন। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছি। ট্র্যাকিং ভীতিতে খোলাসা বয়ানের উপায় নেই। হাওয়াপাড়ার বিষয়টি জানার পর তাঁকেও বেশ আশ্বস্ত হতে দেখলাম।

রাতে ডা. মতিন ভাই ফোনে জানালেন, কর্নেল জাহিদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁকে কনভিন্স করতে পারেননি। মতিন ভাইকে বেশ হতাশ মনে হলো। আমার জন্য আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের এ আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। তবে ঢাকা যাত্রা ও সর্বশেষ বিষয় তাঁর কাছে প্রকাশ করলাম না।

রাতে একটু দেরি করে অফিসে গেলাম। ঢাকা যাওয়া-আসার বিষয় গোপন রাখলাম। মারুফসহ সোর্সদের সঙ্গে কথা বললাম। মারুফ ভীষণ উদ্বিগ্ন। বলল, শুনেছি ২/১ দিনের মধ্যেই আপনাকে ফাঁসানো হতে পারে। শুনে মারুফ সহ অন্যদের আশ্বস্ত করে বললাম, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না। আমার তকদিরে যদি তা লেখা থাকে, তবে কেউ রোধ করতে পারবে না। চিন্তা করো না। মারুফকে চিন্তা করতে নিষেধ করেছি বটে, কিন্তু অজানা শঙ্কা তখনো পুরো কাটেনি। তবে কিছু আশার আলো দিচ্ছে আজির ভাইয়ের সর্বশেষ প্রচেষ্টা।

মানুষতো আশার উপরই বাঁচে। মানুষ যাতে নিরাশ না হয় সেজন্য আল্লাহপাক কুরআনে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'লা-তাক্বনাতু মির রাহমাতিল্লাহ।' তোমরা আমার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। পাপীতাপী মানুষ তাই আশায় বুক বাঁধে। মুসলিম–অমুসলিম নির্বিশেষে বিপদে পড়লে সবাই আল্লাহকে ডাকে। তিনিও তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া দেন। ছোটবেলায় একটি গজল শুনেছিলাম, 'খোদা তোমায় ডাকতে জানি না/ ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেমনে শুনে না।' আসলেই আমরা ডাকতে জানি না বলেই অনেক সময় সাড়া পাই না।

www.pathagar.com

তাদের জারিজুরি শেষ

বিশ.

বাসায় ফিরলাম গভীর রাতে। কিন্তু ঘুম আসছে না, মারুফের আশঙ্কার কথা বার বার মনে হচ্ছে। গিন্নির কাছে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছি। পরদিন সকাল ৯টায় সাগরদিঘিরপারের ফোন। বলা হলো ১১টার দিকে আসেন। ট্যাক্সের কাগজপত্র সঙ্গে আনবেন।

যথাসময়ে গেলাম। আজ মেজর রেজা নয়, ডিডি জামিল সাহেবের মুখোমুখি আমি। এর মধ্যে এলেন দুদকের ডিডি নাসির সাহেব ও অন্য একজন। পরে শুনলাম, তিনি ট্যাক্সের এসি (সহকারী কমিশনার)। নাম জানি না। জামিল সাহেব ট্যাক্সের ফাইল চাইলে দিলাম। তিনি এসি (ট্যাক্স)-এর হাতে দিলেন। তিনি সব কিছু চেক করে বললেন, তাঁর ট্যাক্সের ফাইল ঠিক আছে। একটি জমি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলে ছিল না। কিন্তু তিনদিন আগে ওগুলো রেগুলার করে ট্যাক্স দিয়ে দিয়েছেন। ডিডি জামিল একটু অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি? আমাকে বললেন, এতদিন না দিয়ে এখন কেন দিলেন? বললাম, আমার ট্যাক্সের ফাইল অনেক পুরানো। আমি নিয়মিত ট্যাক্স দিই। আমার ইনকাম ট্যাক্স উকিল এগুলো দেখেন। অসাবধানতাবশত একটি বিষয় বাদ পড়েছিল। একটি জমি টাক্সের ফাইল ছিল না। সেটি গত বছরের কেনা। ভুলবশত তা গত রিটার্নে দেয়া হয়নি। এছাড়া আমার অন্যান্য সব সম্পদ ফাইলে আছে। আমি আইন মোতাবেক এটা ফাইলে অন্তর্ভুক্ত করে ট্যাক্স পরিশোধ করেছি। শুনে জামিল সাহেব বললেন, আপনি খুব চালাক লোক। এসিকে বললেন, এ সময়ে এটা আপনারা নিলেন কেন? এসি বললেন, স্যার এটা নেয়ার বিধান আছে। ডিডি জামিল তখন বললেন, ঠিক আছে, আপনি তাহলে আসুন। ভদ্রলোক চলে গেলেন।

এবার তিনি দুদকের ডিডি নাসির সাহেবকে লক্ষ করে আমাকে দেখিয়ে বললেন, উনি লাখ লাখ টাকার জমি কিনেছেন, কিন্তু মূল্য অর্ধেকেরও কম দেখিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছেন। এটা তিনি স্বীকার করেছেন। জামিল সাহেবের কথায় কিছুটা বিস্মিত হলাম। কয়েকদিন আগে তিনি মেজর রেজার সামনে কম মূল্যে জমি রেজিস্ট্রির রেওয়াজ দীর্ঘদিনের বলে স্বীকার করেছিলেন। ডিডি নাসির আমার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালে আমি বললাম, নাসির সাহেব আপনি বোধহয় জানেন, সরকার এলাকাভেদে জমির শ্রেণিমাফিক একটি মূল্য ঠিক করে দেয়। রেজিস্ট্রি অফিসে সেই চার্ট টানানো থাকে। সবাই চার্ট অনুযায়ী দলিল করে। জমির প্রকৃত মূল্য শতকরা একটিতে

www.pathagar.com

লেখা হয় না। আমি নির্ধারিত সরকারি চার্ট অনুযায়ীই দলিল করেছি। তাঁরা প্রকৃত দাম জানতে চাওয়ায় আমি সত্য কথা বলেছি। আর এটা ওপেন সিক্রেট। আশা করি, আপনি স্বীকার করবেন। আমি থামলাম। নাসির সাহেব কিছু বলছেন না। ডিডি জামিল ডিডি নাসিরকে বললেন, আপনি কী বলেন? এবার ডিডি নাসির বললেন, সভাপতি সাহেবের কথা সত্য, সচরাচর এভাবেই হয়। ডিডি জামিল বললেন, এটা আপনারা জেনেও ধরেন না কেন? ডিডি নাসির নিরুত্তর। আমি তখন বললাম, আগের কথা বাদ দেন। গত এক সপ্তাহে সিলেট সাবরেজিস্ট্রি অফিসে যত দলিল হয়েছে যদি খবর নেন আশা করি দেখবেন, একটিতেও প্রকৃত মূল্য লেখা হয়নি। ডিডি জামিল তাকালেন ডিডি নাসিরের দিকে। তিনি শুধু বললেন, সভাপতি সাহেবের কথা মিথ্যা নয়। যুগ যুগ ধরে এটাই চলে আসছে। মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ডিডি নাসিরকে। ভদ্রলোক অনেকটাই আমাকে সমর্থন করছেন।

আমাদের দু'জনকে বসিয়ে রেখে জামিল সাহেব উঠলেন। বললেন, বসেন। আমি আসছি। ডিডি জামিল চলে যেতেই নাসির সাহেব আমাকে বললেন, সভাপতি সাহেব এটা স্বীকার করলেন কেন? বললাম, আমি সাধারণত মিথ্যা বলি না। দ্বিতীয়ত টাকার হিসাব মেলাব কীভাবে? তিনি বললেন, আপনি স্বীকারোক্তি দিয়ে বিপদ ডেকে এনেছেন। মনে হলো ভদ্রলোকও আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। মারুফের আশঙ্কা কি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে? ভাবছি, তবে মিছবাহ ভাই ও শাহ আবিদ আলী সাহেবের বদান্যতায় ট্যাক্সের মামলা থেকে বেঁচে গেছি। নতুবা এ দিয়ে ফাঁসানোর প্রক্রিয়া চলছিল। এখন বেশি দামে জমি কিনে কম দাম দেখিয়ে 'রাজস্ব' ফাঁকির অভিযোগ এনে কি দুদককে দিয়ে আমাকে ফাঁসানো হবে?

মিনিট ১৫-এর মধ্যে ডিডি জামিল চলে এলেন। বললেন, স্যারের ওখানে চলুন। ডিডি নাসিরসহ কর্নেল সাহেবের রুমে গেলাম। সালাম দিলাম। বসতে বললে বসলাম। নাসির সাহেবকে লক্ষ করে কর্নেল সাহেব বললেন, উনি জমি কেনার ক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছেন এটা স্বীকার করেছেন। আপনি শুনেছেন। ডিডি নাসির শুধু বললেন, স্যার। বড় বসদের কথা জবাবে অনেক সময় ছোট করে এভাবেই বলা হয়। এখন কী করা দরকার? কর্নেল জাহিদের প্রশ্নের উত্তরে এবার ডিডি নাসির বললেন, স্যার সভাপতি সাহেব স্বীকার করেছেন ঠিক। তবে যুগ যুগ ধরে এটাই চলছে। কর্নেল জাহিদ রাগত স্বরে বললেন, আর আপনারাও চোখ বুজে তা দেখছেন। আর সাব রেজিস্ট্রার সবগুলো চোর। আমি খবর নিয়েছি। এরা সবাই কোটিপতি। আর সমাজের বিবেক দাবিদার সাংবাদিক নেতাও দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে আছেন। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, সমাজে প্রতিষ্ঠিত অনিয়ম আপনারা কি ভাঙতে

www.pathagar.com

পেরেছেন? কঠোর কণ্ঠে তার জবাব, আপনি কী বলতে চান? বললাম, আপনারাতো এখন ক্ষমতায়। আমি জামিল সাহেবকে বলেছি। গত এক সপ্তাহে সিলেট সদর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে যত দলিল হয়েছে তার একটিতেও আপনি প্রকৃত মূল্য পাবেন না। যদি পান তাহলে আমি সাংবাদিকতা ছেড়ে দেব আর আপনারা যে শাস্তি দেন মাথা পেতে নেব। আমি বেশ দৃঢ়ভাবেই কথাগুলো বললাম।

কর্নেল জাহিদ আবারো কঠোর কণ্ঠে বললেন, আপনার তেজ তো কমেনি দেখছি। তাঁর এমন উক্তি শুনে ভীষণ রাগ হচ্ছে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না। রাগ কমাতে কোনো শব্দ না করে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলাম। ঠোঁট নাড়া শেষ হতেই জাহিদ সাহেব বললেন, ঠোঁট নেড়ে কি বললেন? বললাম, কিছু না। বললেন, আমি স্পষ্ট দেখেছি আপনে কিছু বলছেন। বললাম, আপনাদের কিছু বলিনি কুরআনের একটি আয়াত পড়েছি। জানতে চাইলেন কী পড়লেন। ভাবলাম, আয়াত পড়ার পর অর্থ জানতে চাইতে পারেন আর অর্থ শুনলে বিগড়েও যেতে পারেন। কী করব ভাবছি। কর্নেল জাহিদ বললেন, কী ব্যাপার বলছেন না কেন। অগত্যা বাধ্য হয়ে এবার জোরেই পাঠ করলাম সেই আয়াত 'ওলা তামশি ফীল আরদ্বি মারাহা, ইন্নাকা লান তাখলুকাল আরদ্বা ওয়ালান তাবলুগাল জীবালা তু'লা।' আয়াত পাঠ শেষ হতেই বললেন এর অর্থ কী? বললাম, অর্থ শুনলে আপনার রাগ হতে পারে। আমার উত্তর শুনে রাগত কণ্ঠে কর্নেল জাহিদ বললেন, 'আপনি আমাদের মুসলমান মনে করেন না? কুরআন শুনলে রাগ করব কেন।' অর্থ শোনার আগেইতো আপনি রেগে গেছেন বলে আমি বললাম, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'জমিনের বুকে দর্পভরে হেঁটো না, তুমি তো জমিনকে দীর্ণ করতে পারবে না কিংবা পাহাড়ের ন্যায় উচ্চতাও লাভ করতে পারবে না।' উত্তর শুনে নীরব হয়ে গেলেন কর্নেল জাহিদ।

মনে পড়ল, ২৫ বছর আগে এভাবে মেজর মতি কুরআন শুনে নেতিয়ে পড়েছিলেন। আমি আর কোনো কথা না বলে নীরব বসে আছি। কর্নেল সাহেব এবার ডিডি জামিলকে বললেন, আমাকে নিয়ে তার রুমে ফিরে যেতে। ফিরছি আর ভাবছি, এ যাত্রায় কুরআনের জাদুকরী প্রভাব কর্নেল জাহিদকে থামিয়ে দিয়েছে। আমরা ফিরে এলাম। রুমে এসে বসার পর ডিডি জামিল বললেন, আপনি স্যারের সঙ্গে এভাবে কথা বললেন কেন? বললাম, আমি তো কোনো বেয়াদবি করিনি। বললেন, আপনি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। বললাম, আমিতো তাঁকে চ্যালেঞ্জ দিইনি। এ ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছি।

আমার কথা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই জামিল সাহেবের তলব এল।

www.pathagar.com

তিনি কিছু না বলে উঠে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, স্যার ডেকেছেন চলুন। বললাম, এই তো এলাম, আবার কেন? ডিডি জামিলের জবাব, চলুন। ডিডি নাসিরকে বললেন, আপনি বসুন। আবারো কর্নেল সাহেবের রুমে গেলাম। প্রথামতো আবার সালাম দিলাম। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, বসুন। চা আনার অর্ডার দিলেন। ১০/১৫ মিনিট আগের রুঢ় আচরণের পর আবার চা, ভাবছি গলা ভেজানোর পর আবার হয়তো তীব্র বাক্যবাণ বর্ষিত হবে। ইতোমধ্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি। এবার বললেন, চিফ আপনার কথা জানলেন কীভাবে? বললাম, চিফ কে? বললেন, জেনারেল রুমি। আমাদের চিফ। (বুঝেও) বললাম, আমার জানা নেই। ভাবলাম, আজির ভাইয়ের তৎপরতার অংশ এটা। গোপন রাখলাম। বললেন, আপনিতো বেশ স্পষ্টবাদী। এটা গোপন করছেন কেন? বললাম, আমাদের দেশটা ছোট। আমরা নানাভাবে সম্পর্কে জড়িয়ে আছি। বললেন, চিফের ছেলে কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিলেন। আপনি তাঁকে চেনেন? বললাম, না। বললেন, তিনি আপনার ব্যাপারে সব কিছু জানলেন কীভাবে? আমি নিরুত্তর।

কর্নেল জাহিদ আবার বললেন, সত্যি চিফ বা তাঁর ছেলেকে আপনি চেনেন না? বললাম, রুমি সাহেবকে চিনব না কেন? তিনি এসআইএনটি'র (জালালাবাদ সেনানিবাসকে এভাবে বলা হয়) কমান্ড্যান্ট ছিলেন। আর্মড ফোর্সেস ডে'র দাওয়াতে গেলে তাঁর সঙ্গে দু'একবার দেখাও হয়েছে; আর ছেলেকে আমি চিনি না। বললেন, তাঁর ওয়াইফকে? বললাম, তাঁকেই চিনি না; ওয়াইফকে চিনব কীভাবে? হঠাৎ বললেন, বুরহান সাহেবকে চেনেন? বুঝেও বললাম, কোন বুরহান সাহেব? বললেন, হাওয়াপাড়ায় তাঁর বাসা। জবাব দিলাম, হ্যাঁ। বুরহান ভাইকে চিনি। আমি যে ফ্ল্যাট নির্মাণ করছি তার পাশেই তাঁর বাড়ি। মাঝে মাঝে টুকটাক কথা হয়। জানতে চাইলেন, আমাদের ব্যাপারে কিছু বলেছেন? বললাম, ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ ক'দিন ধরে বন্ধ কেন বুরহান ভাই জানতে চাইলে বলেছি, আপনারা আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে বলেছেন। নিরুপায় হয়ে এখানে মিথ্যা বলতে হলো। কর্নেল জাহিদ বললেন, বুঝতে পারছি। ডিডি জামিলকে বললেন, ট্যাক্সের ফাইল তো তাঁর ঠিক আছে। আর রেজিস্ট্রি অফিসের কথা যা শুনলাম খবর নিয়ে ভালো করে দেখতে হবে। আপাতত তাঁকে আর ডাকার দরকার নেই। জামিল সাহেব বললেন, জি স্যার। বুঝলাম, এ যাত্রায় বেঁচে গেছি। এবার আমাকে লক্ষ করে কর্নেল জাহিদ বললেন, সভাপতি সাহেব, আপনাকে আপাতত আর ডাকা হবে না। আপনার ব্যাপারে আরোপিত অনেক অভিযোগের সত্যতা আমরা পাইনি। আমি বললাম, কর্নেল সাহেব, আমি চাই আনীত সব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে। কারণ আমি বিব্রত ও অপমানিত বোধ করছি। আমি দোষী হলে শাস্তি মাথা

www.pathagar.com

পেতে নেব। নতুবা কলঙ্কমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করব। বললেন, আপনি আপনার কাজকর্ম করেন। কোনো অসুবিধা নেই। বললাম, আপনাদের অনুমতি ছাড়া আমার শহরের বাইরে যেতে নিষেধাজ্ঞা আছে। আমি জরুরি কাজেও বাইরে যেতে পারছি না। বললেন, না না। যেখানে খুশি যান। কোনো অসুবিধা নেই। মাঝে মধ্যে সময় পেলে এদিকে আসবেন।

তাদের জারিজুরি শেষ বুঝেও বললাম, আমাকে যখনই তলব করা হয়েছে তখনই হাজির হয়েছি। ডাকলেই পাবেন। আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে কর্নেল জাহিদ বললেন, আপনার অনেক সময় নষ্ট হলো। চলুন উঠি। আজ নিজে রুমের দরজা অবধি এসে আমাকে বিদায় দিলেন। ডিডি জামিলের সঙ্গে তাঁর রুমে ফিরলাম। বসার আগেই বললাম, বসব না চলে যাব? তখনো ওখানে বসা দুদকের ডিডি নাসির সাহেব। জামিল সাহেব বললেন, একটু বসেন। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। বললাম, এই তো চা খেলাম। নাসির সাহেবকে চা খাওয়ান। এবার বললেন, সভাপতি সাহেব উপরের নির্দেশে আপনাদের ডাকতে হয়। বিভিন্ন কথা জানতে হয়। প্লিজ এগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, উপরের নির্দেশ প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব। কিন্তু মানুষের সঙ্গে সৌজন্য প্রদর্শন আরো বড় দায়িত্ব। আর দোষী প্রমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত সবাই নির্দোষ। ডিডি জামিলের দৃষ্টি নিম্নমুখী। এর কারণ এখন আমি জানি। ডিডি নাসির একবার তাকাচ্ছেন আমার দিকে, একবার ডিডি জামিলের দিকে। ডিডি জামিলের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনাদের অফিস থেকে মাঝে মাঝে অপ্রিয় বাক্য শোনালেও সবদিনই আমাকে চা খাইয়েছেন। সে জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমার অফিসে আপনার চায়ের দাওয়াত থাকল। আসলে খুশি হব। আর রেজা সাহেবকে আমার চায়ের দাওয়াত দেবেন। হাত বাড়লাম। ডিডি নাসির বললেন, আমিও তাহলে উঠি। ডিডি জামিল নাসির সাহেবকে লক্ষ করে বললেন, আচ্ছা পরে কথা হবে।

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষ বেশ হতাশ

একুশ.

সাগরদিঘিরপারের অফিস থেকে বের হচ্ছি। আমি যেন মুক্ত বিহঙ্গ। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল বুরহান ভাইয়ের মেয়ের জামাইয়ের প্রতি। মূলত তার ফোনের কারণেই খাদের কিনারায় এসেও আমি খাদে পড়া থেকে বেঁচে গেছি। দুআ করলাম অচেনা ছেলেটির জন্য। আল্লাহ্ তাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিয়ো। বোরহান ভাই ও আজির ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। ইতঃপূর্বে যারা চেষ্টা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মনে মনে। গেইট পেরোনোর পর ডিডি নাসির মুখ খুললেন। বললেন, সভাপতি সাহেব। হঠাৎ কী করে পরিস্থিতি বদলে গেল? বললাম, আল্লাহ্ তাঁর বিপদগ্রস্ত বান্দাদের এভাবেই সাহায্য করেন। বললেন, ভাই আমি বাঁচলাম। মনঃকষ্টে ছিলাম। কীভাবে কি হলো? বললাম, নাসির সাহেব, সময়-সুযোগে হয়তো সব জানতে পারবেন।

নাসির সাহেবকে বিদায় দিয়ে পাশের একটি দোকান থেকে আজির ভাইকে ফোন করলাম। বিস্তারিত শুনে আজির ভাই 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শুকরিয়া আদায় করলেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, দামান্দকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেবেন। বাসায় ফিরে গিন্নিকে আদ্যোপান্ত সব জানালাম। তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর স্বর্ণের চেইন আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়ে দিলেন। গোসল করে নামাজ শেষে দু'হাত তুলে মহাপ্রভুর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানালাম। 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল—আল্লাহই তোমাদের উত্তম অভিভাবক। সেই উত্তম অভিভাবকের দয়ায় আমি আজ প্রায় মুক্ত।

বিকেলে মারুফ ফোনে সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইল। তাকে বিস্তারিত না বলে বললাম, রাতে অফিসে আসব। কোনো অসুবিধা নেই। রাতে অফিসে গিয়ে শুনলাম, প্রতিপক্ষ চরম হতাশ। তারা বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। সাগরদিঘিরপারের অফিসে যারা তাদের এতদিন উৎসাহ দিতেন, খবরাখবর দিতেন, তারা জানিয়েছেন, নূর সাহেবকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করা যাবে না। কেন সে ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে চাননি।

মারুফসহ অন্যরা জানতে চাইলে বললাম, তারা ব্যর্থ হয়েছে। তোমরা খুশি তো? আমি তোমাদের অনেকবার বলেছি, মিথ্যা টিকবে না। মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইকবাল ভাইসহ অনেককে 'বিপদ-মুক্তির' আভাস দিলাম। এ লেখার আগে ২/১ জন ছাড়া কাউকেই মূল বিষয় জানাইনি।

বহুদিন পর অনেকটা দুশ্চিন্তামুক্ত মনে বাসায় ফিরলাম। আহমেদ নূরের

www.pathagar.com

কথা মনে হলো। এর মধ্যে জেল ভিজিটে যাওয়া হয়নি। চিন্তা করলাম ২/১ দিনের মধ্যে যাব। জেল ভিজিটে গিয়ে আহমেদ নূরের কাছে ডাক্তারের চরম অসহযোগিতার কথা শুনলাম। ইতোমধ্যে জেল পর্যন্ত খবর রটে গেছে, আমি গ্রেফতার হচ্ছি। আহমেদ নূর, আরিফ, পাপলু, ইকবাল (জকিগঞ্জের পৌর মেয়র) জানতে চাইলেন। পুরো বৃত্তান্ত না বলে সংক্ষেপে আভাস দিলাম। অন্যদের হেসে বললাম, ভিজিটে এলে তোমাদের সঙ্গে সামান্য সময় থাকি। তখন না হয় একসাথে থাকব। চিকিৎসায় অসহযোগিতার ব্যাপারে জেল সুপারকে বললাম ডা. বারীকে ডাকতে । তিনি ডা. বারীকে খবর দিলেন। তিনি এসে আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমার খবর কি? ভালো। ছোট জবাবের পর বললেন, আমি তো শুনলাম আপনি বিপদে আছেন। বললাম, আমার কথা বাদ দেন। রোগীদের কাছ থেকে প্রচুর অভিযোগ তারা সুচিকিৎসা পাচ্ছেন না। ডা. বারী বললেন, জরুরি আইনে আটকদের চিকিৎসা দিতে নিষেধ আছে। বললাম, কে নিষেধ দিয়েছে? জবাব দিলেন, যৌথবাহিনী।

মাথায় রাগ চড়ে গেল। কোনো চিন্তাভাবনা না করে জেল সুপারের ফোন হাতে নিয়ে যৌথবাহিনীর অফিসে ফোন করলাম। ফোন ধরলেন মেজর ফারুক। বললাম, ফারুক ভাই, আমি জেল ভিজিটে এসেছি। বেশ কয়েকজন রোগী চিকিৎসা পাচ্ছেন না অভিযোগ করায় আমি জেল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যৌথবাহিনী নাকি জরুরি অবস্থায় আটককৃতদের চিকিৎসা দিতে নিষেধ করেছে। আমার কথা শুনে মেজর ফারুক উত্তেজিত হয়ে বললেন, ডাক্তার আপনাকে এ কথা বলেছে? বললাম, হ্যাঁ। মেজর ফারুক উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, কুত্তার বাচ্চা কোথায়? আমি বললাম, আমার কাছেই আছেন। বললেন, ফোনটা দিন। এতক্ষণ রাগে কারো দিকে খেয়াল করিনি। দেখলাম, ডা. বারীর কম্পমান অবস্থা। ফোন হাতে ধরিয়ে বললাম, কথা বলেন। ভীত কণ্ঠে বললেন, কে? বললাম, যৌথবাহিনীর টুআইসি (সেকেন্ড ইন কমান্ড) মেজর ফারুক। কাঁপতে কাঁপতে ফোন ধরলেন ডা. বারী। মেজর ফারুকের ঝাঁঝালো কণ্ঠের কথা পুরো শোনা যাচ্ছে না। ডা. বারী স্যার, স্যার, করছেন। অবশেষে মাথায় দুই হাত দিয়েই বললেন, সভাপতি সাহেব আমাকে বাঁচান। বললাম, একটু আগে তো আপনি বললেন তাঁদের নির্দেশে চিকিৎসা দিচ্ছেন না। আমার কথার জবাব না দিয়ে ডা. বারী আমার ডান হাঁটু দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, সভাপতি সাহেব, আমি হার্টের রোগী। আমার প্রতি দয়া করেন। জেল সুপার ফজলুল হক ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব। আমাকে শান্ত করার জন্য পানির গ্যাস এগিয়ে দিয়ে বললেন, পানি খান। পানি খেলাম। ডাক্তার বারীকে বললাম, হাঁটু ছাড়ুন। দু হাত দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম। বললাম, ফারুক সাহেব কী বলেছেন? কাঁদো কাঁদো স্বরে ডা. বারী বললেন,

www.pathagar.com

যৌথবাহিনীর অফিসে যেতে বলেছে। সভাপতি সাহেব, আমি হার্টের রোগী। ওখানে গেলে আমি বাঁচব না। আমি রাগত স্বরে বললাম, আপনার কমপাউন্ডারও নাকি ৫ শ টাকা ছাড়া ইনজেকশন পুশ করে না। আমি তার টাকা নেয়া বের করব এবার। ডা. বারী বললেন, আমি তাকে সাসপেন্ড করব? রাগ তখনো পুরো কমেনি। বললাম, আপনাকে সাসপেন্ড করবে কে? ডা. বারী শিশুর মতো হাউমাউ করে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন। পাশের রুম থেকে জেলার ও অন্যরা ছুটে এলেন।

আমি নিজেকে সংযত করলাম। অধীনস্থদের সামনে কাউকে ছোট করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। আমি নীরব বসে আছি। জেল সুপার অন্যদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে আমার হাত ধরে বললেন, সভাপতি সাহেব, আর কোনো সমস্যা হবে না। আমি অনুরোধ করছি। ডাক্তার সাহেব আসলেই অসুস্থ...। ভাবলাম, আমরা সবাই কমবেশি অপরাধী। বয়স্ক লোকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আর জেল সুপার সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন মানুষ। সুতরাং কিছু একটা করতেই হবে। হাদিসে কুদসির একটি বাণী স্মরণ হলো—'জগদ্‌বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, আকাশের অধিপতি তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।' আর আকাশের অধিপতির খাস দয়ায় আমি গত তিন দিন আগে অনেকটা বিপদ মুক্ত হয়েছি। সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ডাক্তার বারীকে ছেড়ে দিতে মন চাইল।

জেল সুপারকে বললাম, ঠিক আছে। আমার কানে আর যেন কোনো অভিযোগ না আসে। ডা. বারী চোখ মুছে বললেন, আমি ওয়াদা করছি। আর কোনো অভিযোগ আপনি শুনবেন না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, কখন যেতে বলেছে, বললেন, ৪টায়। বললাম, ঠিক আছে, আমি মেজর ফারুককে বলে দেব। জেল সুপার ফোন এগিয়ে দিলেন। বললাম, এখন না পরে বলব। জেল সুপার বললেন, সভাপতি সাহেব এখন ১টা বাজে। পরে যদি কোনো কারণে না পান? ডা. বারী আগের মতো আবার দু'হাতে আমার হাঁটু ধরলেন। ঝট করে সরালাম।

ফোন হাতে নিয়ে মেজর ফারুককে বললাম, ফারুক ভাই, অনুমতি দিলে একটু অনুরোধ করতে চাই। হেসে বললেন, বলেন। বললাম, ডাক্তার সাহেব হার্টের রোগী। কান্নাকাটি করছেন। আর এসব করবেন না বলছেন। মেজর ফারুক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, শালা ডাকাত, হাসপাতালের সিট বিক্রি করে। কুত্তার বাচ্চা আমাদের নামে মিথ্যা বলল কেন? বললাম, ফারুক ভাই, এবার ছেড়ে দিন। আমি খোঁজ রাখব। আপনাকে জানাব। মেজর ফারুক বললেন, আপনি এত অল্পে গলে গেলেন! ঠিক আছে। অভিযোগকারী আপনি। আপনিই আবার সুপারিশকারীও। আপনি যা ভালো বুঝেন করেন। বললাম,

www.pathagar.com

ডাক্তার সাহেব বয়স্ক লোক। ভুল করেছেন। ক্ষমা করে দেন। ডাক্তারকে বললাম, ঠিক আছে। ভেতরে গিয়ে প্রকৃত রোগীদের সমস্যা দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নিন। ডা. বারী উঠে দাঁড়িয়ে আমার জন্য দুআ করে বিদায় নিলেন।

আমি উঠে যাব। জেল সুপার বললেন, সভাপতি সাহেব। শুনলাম আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে? বললাম, গত ভিজিটের আগে থেকেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। বললেন, এই চাপের মধ্যেও আসছেন? বললাম, যতক্ষণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ আছে ততক্ষণ দায়িত্ব পালন সবার ধর্ম হওয়া উচিত। বিদায় নিয়ে চলে এলাম। জেল থেকে বেরোনোর আগে জেল সুপারকে বললাম, সুচিকিৎসার বিষয়টি আপনি মনিটরিং করবেন। পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম ডাক্তার-কমপাউন্ডাররা রোগীদের যত্ন নিচ্ছেন। যাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তাঁদের তো বটেই।

www.pathagar.com

মাথায় মেহেদি দিলে পাবলিক বাঁচে

বাইশ.

বাসায় ফেরার পর খবর পেলাম পরের সপ্তাহে ফারুক ভাই (শাহ্‌গীর বখত ফারুক) দেশে আসছেন। আগের পরিকল্পনা ছিল তাকে নিয়ে ঢাকা যাব। ভাবলাম, এবার হয়তো আহমেদ নূরের বিষয়টির সুরাহা হবে। সন্ধ্যার আগেই মেজর ফারুক ফোন দিলেন। নূর ভাই, স্যার ডেকেছেন। বললাম, কখন আসব? বললেন, পারলে সন্ধ্যার আগেই আসেন। পরে আসলেও চলবে। সন্ধ্যার আগেই গেলাম। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম কর্নেল মোশারফ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল খালিক সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে বসার ইশারা করলেন। তাঁর টেবিলে না বসে একটু দূরে মেজর ফারুকের টেবিলে বসলাম। মেজর ফারুক পুরো মাথায় কি যেন মেখেছেন। বললাম, মাথায় এগুলো কি? কী হয়েছে? বললেন, এগুলো মেহেদি পেস্ট। মেহেদি মাথায় দিলে মাথা ঠান্ডা থাকে। আরো নানান উপকারের বর্ণনা দিলেন মেজর ফারুক। আমি হেসে বললাম, সব আর্মি অফিসার মাথায় মেহেদি দিলে পাবলিক বাঁচে। মেজর ফারুক হেসে উঠলেন। আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, ডাক্তারকে ছেড়ে দিলেন কেন? বললাম, একজন বয়স্ক লোক। আমার পা জড়িয়ে শিশুর মতো কাঁদতে থাকলে আর কি করি বলুন। মেজর ফারুক উত্তরে কিছু বললেন না। এর মধ্যে বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল খালিক উঠে দাঁড়িয়েছেন। কর্নেল মোশারফ বললেন, নূর সাহেব আসুন। প্রফেসর খালিকের সঙ্গে দু'এক কথা বলে বসলাম। তিনি বিদায় নিচ্ছেন। কর্নেল মোশারফ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, মাগরিবের সময় হয়ে যাচ্ছে। নামাজ পড়ে চা খেতে খেতে কথা বলব। মাথা নাড়লাম।

বিগত কয়েক দিনে লক্ষ্য করেছি, কর্নেল মোশারফ ও মেজর ফারুক দু'জনই নামাজি। আমি সাধারণত আছরের সময় যেতাম। দেখতাম তারা আছর বা মাগরিব পড়ছেন। বললাম, আমি পাশে মদনমোহন কলেজের হোস্টেলের মসজিদে নামাজ পড়ে আসছি। কর্নেল মোশারফ বললেন, আমাদের এখানে নামাজের ব্যবস্থা আছে। এখানেই নামাজ পড়ব। আমি নীরবে বসে আছি। এর মধ্যে পাশের মসজিদ থেকে মাগরিবের আজান শোনা যাচ্ছে। কর্নেল মোশারফ বললেন, চলুন। তাঁর রুমের পাশে একটি জায়গায় বড়ো মুসাল্লা বিছানো। ৫/৬ জন একসাথে নামাজ পড়তে পারবে। সামনে একটি জায়নামাজ রাখা। মোশারফ সাহেব বললেন, নূর সাহেব আপনি নামাজ পড়ান। আমি বললাম, আপনি পড়ান। বললেন, না; আপনি পড়াবেন–বলে

www.pathagar.com

ইকামত দিতে শুরু করলেন। তাঁর পাশে মেজর ফারুক। সামান্য পরে মেজর আফাজও এলেন। ফরজ শেষ করেই পেছনের সারিতে চলে এলাম। দুআ না করে পেছনে আসায় কর্নেল মোশারফ বললেন, দুআ করবেন না? বললাম, নিজে নিজে করুন। সুন্নত নামাজ শেষে কর্নেল মোশারফ বললেন, নূর সাহেব দুআ করলেন না কেন? বললাম, আপনি তো উমরাহ্ করেছেন, একদিন বলেছিলেন। বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলাম, সব নামাজই হরম শরিফে পড়েছেন। বললেন, মদিনা যাওয়ার সময় দুই ওয়াক্ত রাস্তায় পড়েছি। বাকিগুলো মক্কা ও মদিনার মসজিদে পড়েছি। এবার আমার প্রশ্ন—ওখানে নামাজের পরে কি কোনো দুআ করেছেন? মোশারফ বললেন, না ওখানে দুআ হয় না। মেজর ফারুকের বিষয়টি জানা ছিল না। তিনি উৎসুক হয়ে বললেন, সত্যি ওখানে দুআ হয় না? আমি বললাম, ওখানে নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়ে দুআ হয় না। তবে নামাজের মধ্যে দুআ হয়। আপনারা মক্কার টিভি খুললে বিশেষভাবে রমজান মাসের বিতির নামাজের শেষ রাকাতে হাত তুলে দুআ করতে দেখবেন। সেই দুআ ১৫ থেকে ৩৫ মিনিট পর্যন্ত হয়। এছাড়া বিশেষ কোনো কারণে যে-কোনো সময় ফজর বা মাগরিবের শেষ রাকাতে রুকু থেকে উঠে সাজদায় যাওয়ার আগে দুআ পড়া হতে আমি দেখেছি।

কর্নেল মোশারফ, মেজর ফারুক দু'জনই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বললাম, আল্লাহর রাসুল সা. কখনো ফরজ নামাজের পর হাত উঠিয়ে মুক্তাদিদের নিয়ে মোনাজাত করেননি। তাই তারা করে না। ফরজ নামাজের পর তসবিহ তাহলিল-ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করা সুন্নত। কর্নেল মোশারফ বললেন, আমাদের মাওলানা-মুনশিরা দুআ করছেন কেন? নূর সাহেব আপনি শিওর, মহানবী সা. কোনো দিন দুআ করেননি? বললাম, ফরজ নামাজ শেষে মুক্তাদিদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাতের নজির মহানবী সা.-এর ২৩ বছরের নবুওতি জিন্দেগিতে একদিন কেন, এক ওয়াক্তেও নেই। আমি ১০০ ভাগ শিওর। বেশ সময় চলে গেল এসব কথাবার্তায়। এর ফাঁকে চা-নাশতা হয়েছে। মেজর ফারুক উঠে তাঁর টেবিলে চলে গেলেন।

এবার মোশারফ সাহেব বললেন, মেয়র সাহেব সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই। আমি বললাম, আপনাদের অনেক সোর্স আছে, সেগুলো কাজে লাগালেই তো সব পাবেন। কথার জবাব না দিয়ে কর্নেল মোশারফ বললেন, তাঁর নাকি টাঙ্গাইলে বাড়ি আছে, মার্কেট আছে—জানেন? জবাব দিলাম, তাঁর বিপক্ষীয় লোকেরা এ কথা বলে। কোনো একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনও এসব লিখেছিল। আপনি খোঁজ নেননি? বললাম, না। আপনি তো নীতিবাদী লোক, তাহলে? তাঁর কথার জবাবে বললাম, দুর্নীতি কেউ করে থাকলে তা দেখবে সরকারি এজেন্সি। আর সত্যি কথা বললে আমরা সবকিছু

www.pathagar.com

বলতে বা লিখতে পারি না। এবার বললেন, আমাদের জানামতে আপনার যাতায়াত তার বেডরুম পর্যন্ত, তাই আপনার অনেক কিছু জানার কথা। জবাব দিলাম, এটা ঠিক, কামরান সাহেবের বেডরুম পর্যন্ত আমার যাওয়া-আসা আছে। তিনি ও ভাবি দুইজনই আমাকে আপনজন ভাবেন। তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক চমৎকার। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকলেই অনেক কিছু জানতে হবে এ ধারণা সঠিক নয়। আমি কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে উৎসুক নই বা কারো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাই না বা জানার চেষ্টাও করি না।

মেয়র সাহেব জেলে যাওয়ার পর আপনি তাঁর বাসায় গিয়েছিলেন? প্রশ্ন করলে বললাম, ভাবি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সহমর্মিতা জানানো দরকার মনে হয়েছিল, তাই গিয়েছি। বললেন, কয়বার গেছেন? বললাম, একবারই গিয়েছি। তবে ফোনে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিই। এবার জানতে চাইলেন, জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে কার কার সঙ্গে সম্পর্ক আছে? বললাম, জাতীয় পর্যায়ে সিলেটি নেতা যাঁরা আছেন বা ছিলেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেই কমবেশি সম্পর্ক আছে। মরহুম জেনারেল ওসমানীর স্নেহ সহানুভূতি পেয়েছি। মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব ও মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদের সঙ্গেও আমার সুসম্পর্ক ছিল। তবে সামাদ আজাদ সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনি আমাকে পছন্দ করতেন। বিশ্বাস করতেন। আর সাইফুর রহমান সাহেবের সঙ্গেও আমার আন্তরিক সম্পর্ক আছে। তিনিও আমাকে ভালোবাসেন। গাজী সাহেবের নাম মনে হওয়ায় বললাম, দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেবও আমাকে পছন্দ করেন। আর আমি জাতীয় পর্যায়ের সব নেতাকে সম্মান করি। আমি মনে করি, জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের দলীয় বৃত্তের বাইরে রাখা উচিত।

পাশের টেবিল থেকে এবার মেজর ফারুকের প্রশ্ন—সুরঞ্জিত বাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই? বললাম, সুরঞ্জিতদা সিলেটে কম আসেন। আর সামাদ আজাদ সাহেবের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক থাকার কারণে হয়তো আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কারণ সামাদ আজাদ সাহেবের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা দীর্ঘদিনের। তবে সুরঞ্জিতদার সঙ্গে দেখা হলে কুশলাদি বিনিময় হয়। দু'এক বার সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি আমাকে ফোনও করেছেন। আবার প্রশ্ন, দু'জনের বিরোধের কারণ কি? বললাম, সঠিক বলতে পারব না; তবে দলীয় গ্রুপিংই সম্ভবত মূল কারণ। আমি থেমে বললাম, আমাকে অফিসে যেতে হবে। কর্নেল মোশারফ বললেন, ঠিক আছে, তবে মাঝে মাঝে আসবেন। বললাম, মাস দেড়েক অফিসে সময় দিতে পারিনি। তাই ওখানে সময় দেয়া দরকার। আর আপনাদের জরুরি কোনো কাজ হলে বলবেন, আমি তো আছিই।

সবাই উঠে দাঁড়িয়েছি, এর মধ্যে কর্নেল মোশারফ বললেন, নূর সাহেব

www.pathagar.com

বিভিন্ন রাস্তা বড় করা হচ্ছে, বাসাবাড়ি দোকান লাল মার্কিং করা হয়েছে, এগুলো আপনার নজরে পড়েছে? বললাম, পড়েছে, তবে মার্কিং সব জায়গায় প্রপারলি হচ্ছে বলে মনে হয় না। বললেন, কোন জায়গায়? বললাম, পুরোটা খবর নিয়ে জানতে হবে। বললেন, খবর নিয়ে জানান। একদিন আপনাকে নিয়ে বের হয়ে সব দেখব। এবার ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম।

কাষ্টঘর, দাড়িয়াপাড়া, কলাপাড়া প্রভৃতি এলাকায় মার্কিং সমস্যা আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু নিজে বিপদগ্রস্ত থাকায় এ নিয়ে কোনো চিন্তা করিনি। অথচ এ ধরনের রাস্তা সম্প্রসারণ স্বাভাবিক সময়ে করা যায় না। কোর্টের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'স্টে' করা হয়ে যায়। এর ফলে জনদুর্ভোগ কমে না।

এ ধরণের রাস্তাঘাট বড় করার এটাই মোক্ষম সময়। আসলে আমাদের কর্তৃপক্ষীয় কোনো পরিকল্পনা না থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

আরও দুজনের কথা

তেইশ.

অফিসে এসে মারুফকে দায়িত্ব দিলাম। কাউকে সঙ্গে নিয়ে ২/৩ দিনের মধ্যে ছোট রাস্তা, চিপাগলির তথ্য জোগাড় করে দিতে এবং ছবিও তুলতে বললাম। মারুফের কাছে প্রতিপক্ষের তৎপরতার বিষয়ে জানতে চাইলে বলল, তারা এখন মালিক ভাই ও সেলিম আউয়ালের পেছনে লেগেছে। মালিক ভাই দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্টার অথচ সিটি কর্পোরেশনের লাইব্রেরিয়ান। এছাড়া সেলিম আউয়াল সরকারি কর্মচারী হয়ে, বাসস-সিলেটের ডাকে কাজ করছেন। মালিক ভাই (আব্দুল মালিক চৌধুরী) অত্যন্ত সহজ-সরল ও নীতিবান একজন মানুষ। কারো ক্ষতি করার মতো মানুষ নন তিনি। প্রায় ৪০ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে তাঁর কোনো নিউজের প্রতিবাদ কেউ করতে পারেনি। এমন একজন মানুষ যাকে অজাতশত্রু মনে করতাম, তাঁকে নিয়ে তারা ষড়যন্ত্র করছে!

সেলিম আউয়াল একজন সুলেখক। সেও তো কারো সাতে-পাঁচে নেই বলে আমার ধারণা। তাহলে কেন তাদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হচ্ছে! মালিক ভাই ও সেলিম আউয়াল দু'জনের সঙ্গে কথা বললাম। মালিক ভাই লোকমুখে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে সিটি কর্পোরেশনের লাইব্রেরিয়ান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর সেলিম আউয়াল বাসস-এর দায়িত্ব ছাড়ার কথা ভাবছে। আমার অবস্থার উন্নতি হলেও তাদের ব্যাপারে দৃঢ়তা দেখাতে পারছি না। তবুও ভাবলাম, ২/৩ দিনের মধ্যে মারুফের অলিগলি সম্পর্কিত তথ্য হাতে এলে অন্তত মোশারফ সাহেবের কাছে গিয়ে কথা বলব।

দুই দিনের মাথায় 'পর্যটন বিষয়ক' একটি সেমিনার গার্ডেন টাওয়ারস্থ গার্ডেন ইনে অনুষ্ঠিত হয়। পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ভুইয়া এসেছেন। কমিশনার, ডিসি, যৌথবাহিনী প্রধান সবাই উপস্থিত। হাফিজুর রহমান ভুইয়া সিলেটে এডিসি (রেভিনিউ) ও এডিএম ছিলেন। সিলেট থাকতে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাঁর একটি তথ্যবহুল বইও প্রকাশিত হয়। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমাকে দেখে নিজের আসন থেকে উঠে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সিলেটে তাঁর অবস্থানকালীন স্মৃতিচারণ করলেন। আমি সহ ২/১ জনের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আমি যা নই তার চেয়ে অনেক বেশি প্রশংসা করলেন। আমি বিব্রতবোধ করছি। মিটিং শেষে আপ্যায়নের সময় কর্নেল মোশারফকে লক্ষ করে হাফিজ ভুইয়া বললেন, সিও সাহেব নূর সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তো? সিও বললেন, হ্যাঁ স্যার।

www.pathagar.com

মনে মনে ভাবলাম, মাস খানেক আগেই যদি এই প্রোগ্রামটা হতো তাহলে আমার 'যাতনা' বোধ হয় কম হতো। আসলে গত দুইমাসে যে যাতনা আমি ভোগ করেছি তা কেউ বুঝতে পারবে না। 'কি যাতনা বিষে/বুঝিবে সে কীসে? কভু আশী বিষে/দংশেনি যারে।'

এর পরপরই আরেকটা প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো বিআরটিআই খাদিমনগরে। ঐ প্রোগ্রামে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইকবাল ও বিআরডিবির ডিজি আব্দস সোবহান শিকদার অংশ নেন। আনোয়ারুল ইকবাল ইতঃপূর্বে সিলেটের এসপি এবং আব্দুস সোবহান শিকদার সিলেটের ডিসি ছিলেন। দু'জনের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। আব্দুস সোবহান শিকদার সাহেব পরবর্তীকালে সংস্থাপন সচিবও হয়েছিলেন। দুজনই প্রোগ্রাম শেষে আমার সঙ্গে আলাদা কথা বললেন। সিও মোশারফ ও সিও র‍্যাব বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন মনে হলো। র‍্যাবের সিও শুধু বললেন, স্যারদের সঙ্গে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠতা! জবাব দিলাম, সিলেটের ডিসি এসপির সঙ্গে প্রেসক্লাব সভাপতির ঘনিষ্ঠতা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সিও র‍্যাব বললেন, তাঁরা যে সিলেটে ছিলেন আমার জানা ছিল না।

মারুফের কাছ থেকে লালমার্কিং দেয়া চিপাগলির তথ্য হাতে পাওয়ার পর কর্নেল মোশারফ সাহেবকে ফোন করলাম। ঠিক হলো পরদিন সকালে বের হব। আমার বিবেচনায় লালদিঘী হকার মার্কেট নগরীর সবচেয়ে বড় জঞ্জাল। অপ্রশস্ত, অন্ধকার মার্কেট। অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে সিটি ভবনের পেছনে গড়ে তোলা এ মার্কেটের ভেতর দিনের বেলা লাইট ছাড়া চলা দায়। এ জায়গা মাদকাসক্তদের অভয়ারণ্যেও পরিণত হয়েছে। মনে করলাম, মোশারফ সাহেবকে প্রথমে এটি দেখানো দরকার। বললাম, প্রথমে আপনাকে সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন হকার মার্কেটটি দেখাতে চাই, পরে অন্যত্র যাবো।

যথাসময়ে জীপে করে সিটি করপোরেশন অফিস কম্পাউন্ডে এলেন কর্নেল মোশারফ। তাঁর হাতে একটি নাতিদীর্ঘ বেত। আর্মি অফিসারদের অনেক সময় এ ধরনের বেত ব্যবহার করতে দেখেছি। আমার অফিস পাশেই। তাই এখানে তাঁকে রিসিভ করলাম। কুদরত উল্লাহ মার্কেটের গলি দিয়ে ঢুকে তাঁকে লালদিঘী হকার মার্কেটে নিয়ে গেলাম। সাথে জালালাবাদের ফটো সাংবাদিক সিএম মারুফ। ভেতরে ঢুকে কোনো কোনো জায়গায় মোবাইল টর্চ ব্যবহার করে দেখাচ্ছি। স্থানে স্থানে ফেনসিডিলের খালি বোতল ছড়ানো। কিছু দেখার পর কর্নেল মোশারফ বললেন, 'নূর সাহেব, বড় দেরিতে নিয়ে এলেন। সিটি ভবনের পেছনের এই অবস্থা জানতাম না। কিন্তু এতে হাত দিয়ে শেষ করার মতো সময় আমার হাতে নেই।'

উৎসুক কিছু দোকানী কিছুটা দূর থেকে আমাদের দেখছেন। কর্নেল মোশারফের হাতে বেত ও উর্দি দেখে সবাই বুঝতে পারছেন বড় কোনো সেনা

www.pathagar.com

কর্মকর্তা হবেন। ইতোমধ্যে সিটি ভবনে চলে গেছে যৌথবাহিনী প্রধানের আগমণবার্তা। ভবনের দোতালায় দাড়িয়ে কর্মচারীরা কেউ কেউ কৌতুহলী দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

হকার মার্কেট আংশিক পরিদর্শন শেষে কুদরত উল্লাহ মসজিদ কম্পাউন্ডে নিয়ে এলাম মোশারফ সাহেবকে। তৃতীয় তলায় আমার অফিস (দৈনিক জালালাবাদ) দেখালাম। চা পানের জন্য বললাম। বললেন, অন্য একদিন। কুদরত উল্লাহ মসজিদের সুপ্রশস্থ খোলা মাঠ দেখে বললেন—এখানে এত বড় মসজিদ আর বড় পার্কিং এরিয়া আগে খেয়াল করিনি কখনো। আমি মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি তিনি আগেই জানতেন। বললেন, বাইরে থেকে মসজিদ ঠিক বুঝা যায় না। একট সুন্দর গেইট করলেন না কেনো? বললাম, গেইট করার মতো জায়গাও নেই, টাকাও নেই। বললেন, সামনের পেছনের মার্কেট মসজিদের, টাকা নেই কেনো? জবাব দিলাম, দুই মার্কেট মিলে ভাড়া পাই ১৫ হাজার টাকার মতো। শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, কী বলেন? বললাম, ৬০ এর দশকে মসিজদ কর্তৃপক্ষ সমানের মার্কেটের দোকান কোট ভাড়া বন্দোবস্ত দিয়েছেন। দোকানের মাসিক ভাড়া ২০/৩০ টাকার বেশি নয়। বললেন, ভাড়া বাড়ান না কেন? দোকানীরা বাড়াতে রাজি নয় শুনে বললেন, আমি ডাকবো? বললাম, মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। দরকার হলে আপনাকে বলব। চলেন, অন্যান্য জায়গা দেখে আসি।

কুদরত উল্লাহ মার্কেটের কিছু উৎসুক ব্যবসায়ী দূরে থেকে আমাদের প্রত্যক্ষ করছেন। মসজিদ কম্পাউন্ড থেকে বের হয়ে সিটি ভবন কম্পাউন্ডে গিয়ে গাড়িতে চড়ার আগে কর্নেল মোশারফ ড্রাইভারকে পেছনে যেতে বলে নিজে ড্রাইভিং সিটে বসলেন, আমাকে বসালেন পাশের সিটে। ড্রাইভার, দেহরক্ষী ও মারুফ পেছনে। এর মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের কিছু কর্মকর্তা এসেছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজকে লক্ষ্য করে মোশারফ সাহেব বললেন, হকার মার্কেট এটা কে বানিয়েছে? মাথা নিচু করে দাড়িয়ে আছেন নূর আজিজ। আমি কথা না বাড়ানোর জন্য বললাম, চলেন, আমরা রওয়ানা দেই। মোশারফ সাহেব কিছু না বলে গাড়ী স্টার্ট দিলেন। আমরা জামতলা, দাড়িয়াপাড়াসহ শহরের কিছু চিপা গলি দেখলাম। কোন কোন জায়গায় লাল মার্কিং চোখে পড়লো। কোথাও কোথাও ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে গেছে। মোশারফ সাহেব বললেন, আপনার সাথে বড় দেরিতে দেখা হলো। আগে হলে আর কিছু কাজ করা যেতো। বললাম, আগে হলে আমার ভোগান্তিটাও কম হতো। কিন্তু ভাগ্যের লিখন তা খন্ডানো যায় না।

কর্নেল মোশারফ নিজে ড্রাইভিং করে আমাকে নিয়ে শহরময় ঘুরিয়ে বেড়িয়েছেন। কথাটি অনেকের কাছে পৌছে গেছে। কেউ কেউ ফোন করে জানতে চাইলেন কি বিষয়? সবাইকে প্রকৃত তথ্য সংক্ষেপে বললাম। লাঞ্চের

www.pathagar.com

আগেই দেখা শেষ করে মোশারফ সাহেব অফিসে চলে গেলেন। আমি মারুফ সহ ফিরে এলাম।

রাতে মারুফ জানালো প্রতিপক্ষ চরম ভীত হয়ে পড়েছে। যদি আমি এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বদলা নেই। মারুফকে বললাম, আমি বদলা নেয়ার মানসিকতা পোষণ করি না। নিতে চাইলে আরো আগেই নিতে পারতাম। এর বিনিময়ে হয়ত আল্লাহ্ পাক আমার গোনাহ্ খাতা মাফ করবেন। জ্ঞান বিশ্বাসমতো আমি মানুষের কোনো ক্ষতি করিনি। কিন্তু আল্লাহর হক আদায় করতে পারিনি। গোনাহ্ খাতা সব সময় হচ্ছে। এসবের বিনিময়ে আল্লাহ্পাকের ক্ষমা যেন পেয়ে যাই, সেই দোয়া তোমাদের কাছে চাই। মারুফ কোন কথা না বলে নীরব রইল।

একদিন মহিউদ্দিন শীরু ফোন করে বললেন, র‍্যাব থেকে থাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ব্লু-বার্ডের প্রিন্সিপালের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বিরোধের জের ধরে তাঁকে ডাকা হয়েছে। শীরু উদ্বিগ্ন। কারণ প্রিন্সিপালের বড় ভাই ব্রিগেডিয়ার। ভেতরে ভেতরে ভয় পেলেও শীরুকে সাহস জোগালাম। বললাম, তুমি যেহেতু কোনো অন্যায় করোনি, ভয় পাবে কেন? শীরু আমার পরে সিলেট প্রেসক্লাব সেক্রেটারি ছিলেন। পড়াশোনায় আমার বেশ সিনিয়র হবার পরও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক 'তুমি'-তে চলে যায়। মহিউদ্দিন শীরু সাংবাদিকতায় এমএ। আবার বালাগঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল। লেখালেখিতে যশ আছে। সংলাপ সাহিত্য সংস্কৃতি ফ্রন্টে আমরা একসাথে সাহিত্যচর্চা করেছি। সিলেটের সুখ্যাত সাহিত্য সংগঠন 'সংলাপ সাহিত্য সংস্কৃতি ফ্রন্ট'-এর সেক্রেটারি জেনারেলও ছিলাম আমি। শীরু তখন নিয়মিত কবিতা লিখেন। কবি হিসাবে তাঁর বেশ পরিচিতি। আর আমি শখের কবি। মাঝে মধ্যে দু'চার লাইন লিখি। ঐ সময়ে আমি সিলেটের প্রধান কবি দিলওয়ারের ঘনিষ্ঠতম; তাঁর 'পুত্র'। তিনি আমাকে ঐ নামেই ডাকতেন আর শীরু কবির ভক্ত। আমি কবি দিলওয়ার পরিষদের প্রথমে সেক্রেটারি ও পরে দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলাম। সিলেটের দুই প্রধান কবি দিলওয়ার ও আফজাল চৌধুরী দুইজনের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা। এ দুই কবির চিন্তা ও দর্শনে বেশ অমিল থাকলেও তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল। মানুষ হিসেবে দুজনই চমৎকার ছিলেন। তবে কবি দিলওয়ারের বাৎসল্য অতুলনীয়। মহিউদ্দিন শীরুর ব্যাপারে কর্নেল মোশারফের সঙ্গে কথা বললে তিনি বললেন, ডেকেছে যখন যাক। পরে জানাবেন কী হলো। শীরু ফিরে এসে জানালেন, তাঁকে দিনভর বসিয়ে রেখে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয়েছে। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য চাপ দিয়েছে। পরে অবশ্য হার্টের রোগী শুনে এবং জোর করে কিছু আদায় করা সম্ভব নয় ভেবে ছেড়ে দিয়েছে।

একদিন রাতে সালাম মশরুর ফোন করল। সালাম জনকণ্ঠের সিলেটস্থ

www.pathagar.com

স্টাফ রিপোর্টার। সে জানাল, যৌথবাহিনী তাঁকে খুঁজছে এবং সে আত্মগোপন করে আছে। এ অবস্থায় আমার সহায়তা চায়। আরো বলল, বাসায় হীরা একা। পারলে তার খোঁজ রাখতে। হীরা শামীম সালামের স্ত্রী। বেশ ভালো ছড়া লিখত। তার বড়বোন হোসনে আরা হেনাও বেশ আগে থেকে সাহিত্যচর্চা করেন। নগরীর রায়নগর রাজবাড়ি এলাকায় তাঁদের বাড়ি। আমি দুয়েকবার গিয়েছিও। ছড়া লেখার সুবাদেই সালামের সঙ্গে হীরার পরিচয়, প্রণয় এবং অবশেষে পরিণয়। আমার সাংবাদিকতা জীবনের শুরুতেই সালাম মশরুর আমার সঙ্গে যুক্ত হয়। সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠের অফিস তখন কাজীটুলায়। সালামের বড় ভাই বাবুল ভাই আমাদের মুদ্রণবিভাগের চিফ কম্পোজিটার। একদিন বাবুল ভাই সালামকে নিয়ে আসলেন কম্পোজ শেখাবেন বলে। তখন কাঠের বক্সে সিসার অক্ষর হাতে নিয়ে খুঁটে খুঁটে কম্পোজের কাজ হতো। তখনো সালামের কৈশোর পার হয়নি। মাঝে মাঝে দুয়েকটা ছড়াও লিখত। তখন বার্তা বিভাগে ফতেহ ওসমানী টুকটাক কাজ করে। ফতেহ ওসমানী চৌকিদেখি এলাকায় সালামের বাসার পাশেই থাকত। ফতেহ ওসমানী তখন আলোচিত ছড়াকার। ফতেহ ওসমানীর পরামর্শে মানিক ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে কিছুদিন পরই সালামকে বার্তা বিভাগে নিয়ে আসি।

যাই হোক, সালামের সঙ্গে কথা বলার পরদিনই সস্ত্রীক তাঁর বাসায় গেলাম। সস্ত্রীক যাওয়ার কারণ, হীরা আমার গিন্নির স্কুল সহপাঠিনী। সালামের ফোনের কথা শুনে গিন্নিও যেতে চাওয়ায় তাঁকে সঙ্গে নিই। হীরা খুবই উদ্বিগ্ন। অজানা আতঙ্ক তাঁর। সালাম কোথায় থাকে জানতে চাইলে বলল, একেকদিন একেক জায়গায় থাকেন। অবস্থান ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে নির্দিষ্ট ফোনও ব্যবহার করেন না। মাঝে মধ্যে তিনি ফোন করলেই শুধু যোগাযোগ হয়। বেশ কিছুক্ষণ সালামের বাসায় বসে হীরাকে দু'জন মিলে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, আমার পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব চেষ্টা করব।

সালাম দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমার থেকে দূরে। তারপরও যেহেতু আমার সহায়তা চেয়েছে, সেহেতু কর্নেল মোশারফের কাছে এক সুযোগে তাঁর বিষয় তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন যৌথবাহিনীর অফিসে আমার যাতায়াত অনেকটা অবাধ। তবে সাধারণত আমি বিকেল বা সন্ধ্যায় যাই। ঐ সময় তাঁরা একটু ফ্রি থাকেন। কর্নেল মোশারফের কাছে সালামের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বললেন, লন্ডনের বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা হাফিজ মজির উদ্দিন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, টাকা নিয়েও সে জমি দেয়নি, ইত্যাদি। হাফিজ মজির আমার সুপরিচিত। মিছবাহ ভাইয়েরও খুব ঘনিষ্ঠ। কী করব ভেবে পাচ্ছি না। অবশেষে বললাম, সিও সাহেব, অভিযোগ তদন্ত করুন। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ধরবেন না। এটা আমার অনুরোধ। কর্নেল মোশারফ প্রথমে রাজি হলেন না। আমার পুনঃঅনুরোধে শেষে রাজি হলেন।

www.pathagar.com

কে জানত, ই গজব নাজিল অইব

চব্বিশ.

চাপের কারণে সাইফুর রহমান সাহেবের খবর নেওয়া হয়নি। তবুও একদিন ফোন করলাম। হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'এখন কেউ খবর লয় না বা। তুমি অন্তত ফোন করলায়।' সমস্যার (আহমেদ নূর প্রসঙ্গ) কথা জানালে বললেন, 'তারে তো ভালাউ দেখলাম। র‍্যাবে কেনে ইতা করল।' ফোন ট্র্যাকিং খেয়াল হতেই বললাম, পরে একদিন এসে সামনাসামনি সব বলব।

আমার চলাচলের উপর সাগরদিঘিরপারের 'অবরোধ' প্রত্যাহারের পর ঢাকায় গিয়ে তাঁর বাসায় দেখা করলাম। দীর্ঘসময় বসিয়ে রাখলেন। নানা কথা বললেন। তাঁর ছেলে এমপি নাসেরের জন্য সিলেটে কোনো উকিল মেলেনি। বললেন, 'বারও অত উকিল, বিএনপিরউ ডজন ডজন। কেউ আমার পুয়ারে সাহায্য করল না। সব বেঈমান, সব বেঈমান।' আরিফ তাঁর খোঁজ নেয়ার জন্য আমাকে বলেছে শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'জেলো থাকিয়াও হে আমার কথা মনে করে। আর বাইরা থাকিয়াও কেউ আমার খোঁজও লয় না। এখন বুচ্ছ নি, আরিফরে কেনে আমি পছন্দ করতাম?'

প্রেসক্লাবের নির্মাণ কাজ থমকে গেছে শুনে বললেন, 'জোর করি ভাঙিয়া তোমরারে বিপদে পালাইলাম। কে জানত, ই গজব নাজিল অইব।' হঠাৎ বললেন, 'শাহরিয়ার আর তোমার কথা না হুনিয়া এখন বুঝরাম বড় ভুল করছি।' আমি খেয়াল করতে পারছিলাম না কোন কথার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। বললাম, কোন কথা? বললেন, 'কেনে বা। তুমি আর শাহরিয়ারে তো কইছলায় একটা টিভি আর পত্রিকা করার লাগি। তোমরার কথা উড়াই দিছলাম। আইজ না কোনো পত্রিকা খবর লয়। না কোনো টিভি থাকি ফোন করে।' মনে পড়ল, একদিন জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি হাসান শাহরিয়ার সাহেব ও আমি দুইজন মিলে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলাম, একটা ভালো টিভি চ্যানেল ও পত্রিকা করার। শাহরিয়ার ভাই বলেছিলেন, আপনি ডাকলে টাকার অভাব হবে না। সাইফুর রহমান সাহেব তখন স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'সব পত্রিকা সব টিভি-উ তো আমার। সবে আমার কথা হুনে। আগলা ইতার দরকার নাই।' আবার বললেন, 'কামরান মানুষটা ভালা। তুমি তার পক্ষে থাকতায়। আমার পুয়ায়ও কইছে কামরান ভালা। কুমিল্লা জেলো হে (কামরান) ইমামতি করি নমাজ পড়ায়। নাসেরোর সব সময় খোঁজখবর লয়।'

এরপর নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলাপের পর পরমাত্মীয়ের মতো ভাত

www.pathagar.com

খাওয়ালেন। আমার পাতে এটা-ওটা তুলে দিলেন পরম মমতায়। এক নতুন সাইফুর রহমানকে এ সময় দেখলাম, বিমর্ষ, ম্লান মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। চলে আসার সময় আমার হাত ধরে বললেন, 'বড় বিপদো আছি রেবা। দোয়া করিও।' আবার বললেন, 'আরিফরে মাঝে মাঝে দেখিয়ো।' বিদায় নিয়ে ফিরছি আর ভাবছি, একসময়ের দুর্দণ্ড প্রতাপশালী বাংলাদেশের দীর্ঘকালীন অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের কথা।

সাইফুর রহমান সাহেব আমাদের সাথে সবসময় সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন। অথচ আব্দুস সামাদ আজাদ সাহেব ছিলেন ঠিক বিপরীত। তিনি সবসময় শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। সাইফুর রহমান সাহেব বক্তৃতায় শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করলেও তাতে সিলেটি টান ও শব্দ চলে আসত। তিনি এমন সব সিলেটি শব্দ ব্যবহার করতেন যা এখনকার প্রজন্ম বুঝতেই পারবে না।

একদিন রাতে আমার ছোট ছেলে আশরাফকে নিয়ে তাঁর বাসায় খাওয়ার পর তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন, 'সালন মজা লাগছেনি'। আশরাফের বয়স তখন পাঁচ-ছয় বছর। কিছু না বুঝে আমাকে আস্তে করে বলল, আব্বা সালন কোনটা? আমি বললাম, সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় রান্না করা তরকারীকে 'সালন' বলা হতো।

www.pathagar.com

অবশেষে সত্যের জয় হলো

পঁচিশ.

ওয়ান–ইলেভেনের সময় সিলেটে আমার সহকর্মীদের যারাই কমবেশ নাজেহাল হয়েছেন তাঁদের সবার পেশাগত সততা ছিল। অথচ চিহ্নিত দুর্জনেরা বলতে গেলে খোশ হালতে ছিল। তবে অবশেষে সত্যেরই জয় হয়েছে। আহমেদ নূর মামলায় বেকসুর খালাস পেয়ে সসম্মানে মুক্ত হয়েছেন। অন্যদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। সত্যের জয় ও মিথ্যার বিনাশ এভাবেই হয়। 'কুল জা'আল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিল, ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা।' বলো, সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কুরআনের এই অমোঘ বাণী তাই চিরদিন সত্যপন্থিদের ভরসা জোগায়।

আরেক দিন জেল ভিজিটে গেলাম। কয়েক দিন আগে খাদিমের একটি বাড়ির দাওয়াতি অনুষ্ঠান থেকে কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরে এনেছে যৌথবাহিনী। এদের মধ্যে লন্ডন আওয়ামী লীগ নেতা শফিক চৌধুরী (পরে এমপি, বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি), সৈয়দ আবুল কাসেম, শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলসহ অনেকেই আছেন। ওয়ার্ড ভিজিটের সময় তাঁদেরকে পেলাম। বারান্দায় চারজন ক্যারম খেলছেন। আমার সহগামী সুবেদারের 'বন্দিরা সাবধান' হাঁক শুনে তাঁরা ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোজা ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকেই দেখি আরো কয়েকজন দ্রুত তাস লুকোচ্ছেন। বুঝলাম, খেলায় মত্ত ছিলেন। ওখানে আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ভাই (ইফতেখার হোসেন শামীম), বিশ্বনাথের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমানও আছেন। শামীম ভাই ও মুহিব ইতোমধ্যে বিস্কুট পেয়ে বুঝেছেন, আমি আসছি।

শামীম ভাইয়ের সঙ্গে আমার বরাবরের সুসম্পর্ক। ভদ্র মানুষ, আর সামাদ আজাদ সাহেবের ডানহাত হিসেবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। সামাদ আজাদ আমার প্রিয় 'লিডার', তাই শামীম ভাইও আমার প্রিয়। শামীম ভাই আমাকে একটু সরিয়ে নিয়ে বললেন, নূর ভাই আমি এই ওয়ার্ডে থাকব না। আমাকে অন্যত্র নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। চেয়ারম্যান মুহিবও একই অনুরোধ জানালেন। বললাম, দলীয় লোকদের সঙ্গে এক জায়গায় আছেন, খারাপ কি? শামীম ভাই ও মুহিব দু'জনই বললেন, তাঁদের সঙ্গে মোটেই পোষাচ্ছে না। আমি তাঁদের আশ্বস্ত করে অন্যদের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বললাম। সাধারণ বন্দিদের কিছু খোঁজখবর নিয়ে চলে এলাম। পরিদর্শন শেষে জেল সুপারের রুমে গিয়ে এ দু'জনকে ওই ওয়ার্ড থেকে আজই সরিয়ে দেয়ার জন্য জেল সুপারকে

www.pathagar.com

বললাম। তিনি বললেন, কোথায় সরাব? একটু আগে একটি সেলে কাজিরবাজার মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খেলাফত মজলিস নেতা মাওলানা হাবিবুর রহমানকে দেখে এসেছিলাম। বললাম, শামীম ভাইকে প্রিন্সিপ্যাল হাবিবের সেলে দিয়ে দিন। আর চেয়ারম্যান মুহিবকে অন্য কোথাও। জেল সুপার আমার কথামতো তাৎক্ষণিক শামীম ভাইকে প্রিন্সিপাল হাবিবের সেলে আনার নির্দেশ দিলেন। জেল সুপারের ত্বরিৎ পদক্ষেপে খুশি হলাম। পরের মাসে জেল ভিজিটে গিয়ে ঐ সেলে যেতেই দু'জন বিপরীতমুখী অভিযোগ করলেন। প্রিন্সিপাল হাবিব বললেন, শামীম ভাই অনবরত সিগারেট ফুঁকেন। সিগারেটের গন্ধ বড় বিকট। আর শামীম ভাইয়ের অভিযোগ, তিনি ঠিকমতো ঘুমাতে পারছেন না, প্রিন্সিপ্যাল হাবিব ভোর হওয়ার আগে থেকেই জিকির-আজকার শুরু করেন। এতে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। দু'জনকে লক্ষ করে বললাম, আপনারা দু'জন রাজনীতিবিদ। তাই ভালো মনে করে আপনাদের একত্রে দিলাম। এখন কী করব? চোর-ডাকাতের সঙ্গে থাকার চেয়ে এখানে একসাথে থাকা কী বেশি কষ্টের? দু'জনই নীরব রইলেন। কিছু সময় পর শামীম ভাই বললেন, ঠিক আছে নূর ভাই, এখানেই থাকি। তবে এখানে ফ্যান না থাকায় গরমে খুব কষ্ট লাগে। ওখানে তো আপনি ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বললাম, শামীম ভাই সেলে ফ্যান লাগানোর বিধান নেই। তাই চাইলেও কিছু করতে পারব না। কোনো রকম কাটিয়ে দিন। চিরদিন তো আর এখানে থাকতে হবে না।

শামীম ভাই ও প্রিন্সিপাল হাবিবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পাশের সেলে বহুল আলোচিত গ্রেনেড হামলা মামলার আসামি মুফতি হান্নান। আগেও কয়েকবার তাঁকে দেখেছি। টুকটাক কথাবার্তা বলেছি। আজও বললাম। লোকটা স্বল্পভাষী। একবার শুধু গ্রেনেড হামলা মামলায় তাঁর সম্পৃক্ততা জানতে চাইলে বলেছিলেন, 'স্যার, আমাকে এ মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আমি এতে জড়িত নই।' মুফতি হান্নানের আমাকে চেনার কথা নয়। হয়তো সরকারি কোনো কর্মকর্তা ভেবে এভাবে বলেছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ইফতেখার হোসেন শামীম ওয়ার্ডে তুলনামূলক আরামদায়ক স্থান ও দলীয় লোকদের ছেড়ে কেন সেলের কষ্টকর অবস্থান বেছে নিলেন ভাবছি। হয়তো এদের কোনো আচার-আচরণে শামীম ভাই কষ্ট পেয়েছেন। শামীম ভাইকে একজন ভদ্রমানুষ হিসেবে আমি দেখেছি। ঐ সময়ের জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আ.ন.ম. শফিকও একজন ভদ্রমানুষ। সিলেটে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ছাত্ররাজনীতি বন্ধে তাঁদের ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য।

শামীম ভাই চার বছর আগে মেয়ের চিকিৎসার জন্য ভারত যান। কিন্তু

www.pathagar.com

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! দেশে ফিরে সিলেট অভিমুখী গাড়িতে চড়ার পর সড়ক দুর্ঘটনায় পথিমধ্যেই তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। অনেকটা অকালেই চলে গেলেন সিলেটের এই আলোচিত রাজনীতিবিদ। শামীম ভাইয়ের মধ্যে উদারতা ও দূরদর্শীতা ছিল। আব্দুস সামাদ আজাদের মতো ঝানু কূটনীতিক ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের 'কাছের মানুষ' হওয়ায় সিলেটের আওয়ামী রাজনীতিতে তিনি নিজস্ব একটা বলয় তৈরি করে নিয়েছিলেন। জেলা আওয়ামী লীগের দীর্ঘকালীন সভাপতি আ.ন.ম শফিক ভাই এখন দলীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো দায়িত্বে নেই। দলের জাতীয় কমিটিতে আছেন। অনেকটা 'ওএসডি'র মতো। শিক্ষকতা পেশায় জীবন শুরু করা এই রাজনীতিবিদও এখন দলের কাছে অনেকটা অপাঙ্‌ক্তেয়। অন্তত আমার তা-ই মনে হচ্ছে।

www.pathagar.com

নেতাদের ধৈর্যশক্তি বেশি থাকা দরকার

ছাব্বিশ.

ওয়ান-ইলেভেনের মাঝামাঝি সময় সিলেট জেলে এলেন শিবিরের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত জামায়াতের এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের। তাহের ভাইকে আমি চিনি। তিনি আমাকে চেনেন না। জেল ভিজিটর হিসেবে একদিন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছি। তিনি নানা রোগে ভুগছেন। ডাক্তারকে সুচিকিৎসার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বললাম। তাহের ভাই নিজে ডাক্তার। বললেন, ওসমানী মেডিক্যাল ছাড়া চেকআপ হবে না। চেকআপের জন্য তাঁকে ওসমানীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে ডাক্তারকে বলে চলে এলাম।

কয়েকদিন পর এক রাতে সায়েফ ভাই (জামায়াত নেতা ডা. সায়েফ আহমদ) ফোন করে বললেন, তাহের ভাইয়ের জরুরি চেকআপ দরকার। আমি ওসমানীতে কথা বলে সব রেডি করেছি। আপনি একটু তাঁকে সকাল ৯টার মধ্যে ওসমানীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। সায়েফ ভাইয়ের অনুরোধে নিজে জেলে গেলাম। এর মধ্যে জেল সুপারকে ফোনে জানিয়েছি। যেহেতু কয়েকদিন আগেই জেল ভিজিট করে এসেছি সেহেতু ভেতরে না গিয়ে সুপারের রুমে তাহের ভাইকে আনালাম।

তাহের ভাই এসেই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করলেন। ডাক্তারের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করলেন। আমি কিছুটা বিব্রত। সাড়ে ৯টা বেজে গেছে। সকাল থেকে পানি পর্যন্ত খাননি তাহের ভাই। রাগ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, সকাল ৯টায় ওসমানীতে যাওয়ার কথা, অথচ এখন সাড়ে ৯টা বাজে। কখন যাব? আর যাওয়ার দরকার নেই। বেঁকে বসলেন তিনি। অনেক বুঝিয়েসুজিয়ে তাঁকে ওসমানীতে পাঠালাম। গাড়িতে উঠার সময় বললাম, জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই তাহের ভাই। জেল সুপার তাঁর আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন বুঝতে পেরে তাঁকে বললাম, অসুস্থ মানুষ; মনে কিছু নেবেন না। সায়েফ ভাইকে ঘটনা জানিয়ে তাহের ভাইকে বোঝাতে বললাম। সায়েফ ভাই তখনও ওসমানীতে বসা। সায়েফ ভাইকে শুধু বললাম, ইসলামি আন্দোলনের নেতাদের ধৈর্যশক্তি অনেক বেশি থাকা দরকার। আরো কিছু দিন থাকার পর ডা. আব্দুল্লাহ মো. তাহের কুমিল্লা জেলে চলে যান।

www.pathagar.com

হয়তো জেল কর্তৃপক্ষ 'আপদ' বিদায় করে দিয়েছে।

এর আগে জামায়াতের আরেক প্রাক্তন এমপি বেশ কিছুদিন সিলেট জেলে ছিলেন। তাঁর নাম শাহজাহান চৌধুরী। চট্টগ্রাম থেকে জামায়াতের এমপি হন। প্রৌঢ় শ্মশ্রুমন্ডিত আকর্ষণীয় চেহারার শাহজাহান চৌধুরীকে খুবই নিরিবিলি থাকতে দেখতাম। তাঁকে কেন জানি সিলেট জেলে একটি হলঘরের মতো রুমে একা রাখা হয়েছিল। পরে শুনেছিলাম ওটা নতুন ডিভিশন ওয়ার্ড; ভিআইপি বন্দিদের জন্য। প্রথম দিন তাঁকে দেখতে গিয়ে জেলারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি শুধু বললেন, উপরের নির্দেশ আছে। ফেরার সময় জেল সুপারকে বললাম, একজন মানুষ দিনের পর দিন একা থাকবে কীভাবে? তারপরও যদি আপনাদের উপর নির্দেশ থাকে, তবে তাঁকে সময় কাটানোর জন্য একাধিক পত্রিকা ও জেল পাঠাগার থেকে চাহিদামতো বই দিন। জেল সুপার তাৎক্ষণিক লাইব্রেরিয়ানকে ডেকে বিষয়টি দেখতে বললেন। পরবর্তী ভিজিটে শাহজাহান চৌধুরী বলেছিলেন, একাধিক পত্রিকা ও বই পড়ে একাকিত্বের যন্ত্রণা তাঁর কিছুটা লাঘব হয়েছে। বেশ কয়েকবার জেল ভিজিটের সময় তাঁকে দেখতে গিয়েছি, কিন্তু কখনো কোনো অভিযোগ করেননি।

শাহজাহান চৌধুরী সিলেট কারাগার থেকে মুক্তির পর সিলেট জামায়াত অফিসে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। ইতোমধ্যে তিনি জেনে গেছেন আমি জালালাবাদের সম্পাদক। সংবর্ধনা শেষে জামায়াত নেতৃবৃন্দসহ জালালাবাদ অফিসে আসলেন। আমি তখন রুমে বসে কাজ করছি। আমাকে দেখে হাত মিলিয়ে প্রশ্নের সুরে বললেন, আপনি এতবার গেলেন, আমাকে কোনোদিন পরিচয় দিলেন না। তাঁকে বসতে বলে বললাম, প্রথম দিনইতো আপনাকে পরিচয় দিলাম। আমি সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি, জেল ভিজিটর। বললেন, জালালাবাদের পরিচয় তো দেননি। বললাম, আমি প্রেসক্লাবের সভাপতি হিসেবে জেল ভিজিটর, জালালাবাদের সম্পাদক হিসেবে নয়। তাই দিইনি। হেসে বললেন, এই পরিচয় আগে জানলে ভালো হতো। বললাম, আপনার সুবিধা-অসুবিধা জানতে চেয়েছি বিভিন্ন সময়। কিন্তু আপনিতো তেমন কিছু বলতেন না। তবুও নিজে থেকে সামান্য যা কিছু করার আমি করার চেষ্টা করেছি। বললেন, নিজের লোক জানলে হয়তো কিছু বলতাম।

প্রত্যেক ঈদে আমি জেল ভিজিটে যেতাম। নির্ধারিত ভিজিটের বাইরে বিশেষ বিশেষ দিনে যাওয়ার সুযোগ ছিল। উন্নতমানের খাবারের মান পরিদর্শন করতেই এ যাওয়া। প্রসঙ্গক্রমে এক ঈদের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। বেশ আগে এক ঈদের দিনে ভেতরে ঢুকেই একজনকে দেখে খারাপ লাগল। ছাত্রলীগের এক নেতা ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় খুব কষ্ট করে হাঁটছে। আমাকে দেখেই সে সালাম দিল। আমি সঙ্গে থাকা জেল সুপারকে বললাম, ঈদের দিন

www.pathagar.com

ডান্ডাবেড়ি কেন? তিনি বললেন, যাদের বিরুদ্ধে বেশি মামলা থাকে কারাবিধি অনুযায়ী তাদের ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখতে হয়। আমি বললাম, তাই বলে ঈদের দিনও রাখতে হবে? সুপার বললেন, এটাই আইন। আমি বললাম, সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব, আইনটি সম্ভবত করা হয়েছে বড় ক্রিমিনাল বা দুর্ধর্ষ ডাকাতদের জন্য। এরা রাজনৈতিক কারণে বন্দি। প্লিজ, আপনি ডান্ডাবেড়ি খুলে দিন। সুপার বললেন, আচ্ছা দেখি। চলেন ঐদিকে ঘুরে আসি। মনে হলো হয়তো পরে আর খোলা হবে না। তাই আমি বেঁকে গিয়ে বললাম, এর ডান্ডাবেড়ি না খোলা পর্যন্ত আমি ভেতরে যাব না। কি মনে করে অবশেষে জেল সুপার ডান্ডাবেড়ি খোলার নির্দেশ দেন। ওই ছাত্রলীগ নেতার (এখন তিনি আওয়ামী লীগের বড় নেতা) ডান্ডাবেড়ি খোলাতে পেরে আত্মতৃপ্তি পেয়েছিলাম। ঐ ছাত্রনেতার বোধহয় ঘটনাটি মনে আছে। আজও তিনি আমাকে সমীহ্ করেন।

www.pathagar.com

তাদের নীরবতা এবং অন্যরকম প্রাপ্তি

সাতাশ.

ওয়ান-ইলেভেনের শেষভাগে কর্নেল জাহিদ ও কর্নেল মোশারফ দু'জনের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। কর্নেল মোশারফ অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে সিলেটের উন্নয়নের তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয়েছে 'সিলেট ফাউন্ডেশন'। আমাকে অনুরোধ করলেন এতে যোগ দিতে। আমি সবিনয় প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম, প্লিজ, আমাকে ওগুলোতে টানবেন না। কর্নেল মোশারফ বললেন, এর সভাপতি প্রফেসর কামরুল সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ভালো মানুষ। আপনি ড. রবকে জিজ্ঞেস করে তাঁর সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ড. আব্দুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ভূবিজ্ঞানী। ডা. আব্দুল হাই মিনারের বড়ভাই। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমার তিন যুগের সম্পর্ক। মোশারফ সাহেব ড. রবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে জেনে হয়তো তাঁর রেফারেন্স দিলেন। সবিনয় বললাম, আমি সব জায়গায় জড়াই না। কিন্তু নাছোড়বান্দা মোশারফ সাহেব বার বার শুধু বলছেন, কামরুল সাহেব ভালো মানুষ, আপনি কেন থাকতে চান না? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা উদ্ধৃত করলাম, 'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সঙ্গে/তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।' বললাম, আমি মধ্যম ক্যাটাগরির; সুতরাং তফাতেই থাকতে চাই। কর্নেল মোশারফ শুধু বললেন, কথায় আপনার সঙ্গে পারা যাবে না।

সিলেট ফাউন্ডেশনের অফিস শাহজালাল উপশহরস্থ স্প্রীং গার্ডেনের নিচতলায় স্থাপিত হলো। ফারুক আহমদ মিছবাহ এখানে জায়গা দিয়েছেন। অনেক ব্যবসায়ী নেতাসহ অনেকে এতে জড়িত হয়েছেন। আমি স্প্রীং গার্ডেনের ৫ম তলায় থাকি। মাঝে মাঝে সিলেট ফাউন্ডেশন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় হয়। কিন্তু বাসার নিচের অফিসে কোনোদিন যাওয়া হয়নি।

আহমেদ নূরের প্রথম মামলায় বেকসুর খালাস ও আমার বিপদ-মুক্তিতে প্রতিপক্ষ চরম হতাশ। উপরন্তু যৌথ বাহিনী ও ডিজিএফআইর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতায় তারা ভীত, আমি উল্টো কিছু করি কী না? মেজর ফারুক একদিন বললেন, নূর ভাই, ঐ বাটপারদের এবার ধরি। আমি বললাম, না, আমি বদলা নিতে চাই না। কারো বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পেলে দেখতে পারেন।

আমি আগের মতো স্বাভাবিক কাজকর্মে জড়িয়ে গেছি। একদিন কর্নেল জাহিদ ফোন করে বললেন, কাল সকাল ১১টায় একটু আসুন। বললাম, কাল আমার ছাতকে একটি প্রোগ্রাম আছে। প্রবাসীরা একটি স্কুল করেছেন। আমাকে সেখানে যেতে হবে। ১২টায় আমার প্রোগ্রাম। বললেন, ১০ মিনিটের জন্য

www.pathagar.com

হলেও আসুন। বললাম, ১১টার আগে হলে পারব; অথবা বিকেলে। বললেন, আমি এ সময়টা ঠিক করে ফেলেছি। অনুষ্ঠানে একটু দেরিতে গেলে হয় না? বললাম, আমি সারা জীবন টাইমমতো চলার চেষ্টা করেছি। তাই আমার জন্য কোনো অনুষ্ঠানের দেরি হোক সেটা চাই না। তবুও আমি চেষ্টা করব আপনার ওখানে আসতে। ছাতকের উদ্যোক্তাদের ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আধঘন্টা দেরিতে পৌঁছলে কোনো অসুবিধা হবে কি না? তাঁরা জানালেন, প্রোগ্রামের সময় ১২টায়। তবে সবাই আসতে হয়তো একটু দেরি হবে।

পরদিন ১১টায় সাগরদিঘিরপার অফিসে পৌঁছলাম। কর্নেল জাহিদের অফিসের সিটিং রুমে কয়েকজন সাংবাদিককে দেখতে পেলাম। এদের অধিকাংশই প্রেসক্লাবের সদস্য। দুএকজন বাইরের। এদের মধ্যে আমার এককালীন প্রিয়ভাজন ২/৩ জনও আছেন। কর্নেল জাহিদ আমাকে তাঁর পাশের চেয়ারে বসালেন। সাংবাদিকদের কেউ কেউ ভদ্রতা দেখিয়ে আমাকে সালাম দিয়েছেন এর আগে। আমার বসার পর কেউ কেউ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। আমি জাহিদ সাহেবকে আমার প্রোগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, আমার খেয়াল আছে। অতঃপর তিনি ছোটোখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে বললেন, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাঁরা তদন্ত করেছেন। তদন্তে অভিযোগের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে যারা ডিজিএফআইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল, তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত।

কেউ কোনো কথা বলছেন না। সবাই নীরব। কর্নেল জাহিদ আমার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন। আমি বললাম, আমার কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। কোনো অভিযোগ নেই। কর্নেল জাহিদ অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা কী বলেন? এবার নীরবতা ভেঙে একজন বললেন, আমাদের ভালো লাগছে, আমাদের সভাপতি তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। কর্নেল জাহিদ শুধু বললেন, তাই!

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আর বসতে পারব না, আমার প্রোগ্রামের দেরি হয়ে যাবে। কর্নেল জাহিদের চা-পানের অনুরোধে বললাম, তাদের চা খাওয়ান, আমি গেলাম। সালাম দিয়ে চলে আসার সময় কর্নেল জাহিদ বললেন, নূর সাহেব ফরগিভ এন্ড ফরগেট। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'ইয়াগফিরুল্লাহা লানা ওয়ালাকুম'। কর্নেল জাহিদ বললেন, এটার অর্থ কি? বললাম, আল্লাহ আপনাদেরকে ও আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর কিছু না বলে চলে এলাম।

বাইরে মাইক্রোবাস দাঁড়ানো। ফিরতেই মারুফ জিজ্ঞেস করল, আজ আবার কী হলো? বিস্তারিত তাকে বললাম। কর্নেল জাহিদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। আজ ভদ্রলোক যা করেছেন তা না করলেও পারতেন। কিন্তু তিনি ইতঃপূর্বে তীক্ষ্ণ বাক্যবর্ষণে আমাকে যতখানি আহত করেছিলেন, তার অনেকটাই আজ প্রশমিত হয়েছে।

www.pathagar.com

তাঁদের ভুলব না

আটাশ.

আমি চলে আসার পর বসে থাকা সাংবাদিকদের সঙ্গে কর্নেল জাহিদের আর কোনো কথা হয়েছিল কি না জানি না। জানার চেষ্টাও করিনি। এরপর আর সরাসরি কর্নেল জাহিদের সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়নি। ফোনে কথা হয়েছে মাঝে মধ্যে। পরে তিনি বদলি হয়ে চলে গেলেন বিডিআরে। বিডিআর বিদ্রোহের সময় তিনি শাহাদত বরণ করেন। খবর শুনে মর্মাহত হয়েছি। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর মাগফেরাতের জন্য দুআ করেছি। আজও যখনি তাঁর কথা স্মরণ হয়, আমি অন্তর থেকে তাঁর জন্য দুআ করি।

ওয়ান-ইলেভেনের শেষদিকে ডিজিএফআইর কর্ণধার হিসেবে কর্নেল জাহিদের স্থলাভিষিক্ত হলেন কর্নেল নিয়ামুল। আবার সাগরদিঘিরপারের 'সালাম' পেলাম। অতিশয় ভদ্রমানুষ। কর্নেল নিয়ামুল বেশ সময় তাঁর রুমে বসিয়ে মতবিনিময় করলেন। ফিরে আসার সময় প্রেসক্লাবে আসার দাওয়াত দিলে পরে একদিন আসলেন। বেশ সময় বসে কথা বললেন। ডিজিএফআই সিলেটের কর্ণধার হিসেবে তিনি সিলেটে খুব বেশিদিন ছিলেন না। সেক্টর কমান্ডার হিসেবে তিনিও বিডিআর'-এ (বর্তমানে বিজিবি) বদলি হলেন। কালেভদ্রে তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। শেষ কথা হয়েছে গত বছর ঈদে।

ডিজিএফআই সিলেটের আরেক কর্ণধার কর্নেল মালেক বেশ আগে একবার ডেকে নিয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। রাশভারী স্বভাবের ভদ্রলোক। যদ্দূর মনে আছে, তিনি আমার সঙ্গে উলফার তৎপরতা নিয়ে কথা বলেছিলেন। আরেকজন সজ্জন সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি এমআরপি (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট) প্রকল্পের পরিচালক কর্নেল আজিজ। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা হতো। কর্নেল আজিজ ও কর্নেল নিয়ামুল এই দুই সেনা কর্মকর্তাকে আমি ঠান্ডা মাথার বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হিসেবে দেখেছি। মেজর ফারুক এখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। সোর্ড অব অনারধারী এই সেনা কর্মকর্তা এখন দশ পদাতিক ডিভিশনে। কক্সবাজারের রামু গ্যারিসনে আছেন তথ্যটি অতি সম্প্রতি কর্নেল মোশারফ সাহেব জানিয়েছেন। আমার প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ভুলার নয়।

কর্নেল মোশারফের সঙ্গে সম্পর্ক আজ অবধি আছে। তিনি এখন অবসরে। ঢাকায় থাকেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে ব্যবসা করছেন। ওয়ান-ইলেভেনের পর তাঁর বিরুদ্ধে সিলেট থেকে শতকোটি টাকা ঘুস নেয়ার অভিযোগের তদন্ত হয়েছে। অবশ্য তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। আসলে ঐ সময় একজন ব্যবসায়ী নেতা,

www.pathagar.com

একজন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা নেতা, একজন সাবেক মেজর মিলে একটি চক্র কর্নেল মোশাররফের সঙ্গে সুসম্পর্কের সুযোগ নিয়ে পকেট ভারী করেছেন–এমন কথা বহু জায়গা থেকে শুনেছি। অথচ বদনাম হয়েছে কর্নেল মোশারফের। মেজর আফাজ নামীয় তাঁর অন্য সহকর্মীর অবশ্য দোষ প্রমাণিত হয়ে কোর্টমার্শালে সাজা হয়েছে। অথচ আমি মেজর আফাজকে সব সময় ভেজা বেড়ালের মতো দেখেছি। চুপচাপ থাকতেন, কম কথা বলতেন। সিলেটি একটি প্রবাদ আছে, 'নিমরা বিলাই, হর খাইবার জম'–এ যেন প্রবাদেরই বাস্তবতা।

ওয়ান-ইলেভেনের শেষদিকে যৌথ বাহিনীর সিও হিসেবে কর্নেল মোশারফের স্থলাভিষিক্ত হন কর্নেল আনিস। তিনি কম কথা বলতেন। আমি পেশাগত কাজ ও প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাঁর সাথে সম্পর্ক গাঢ় হয়নি। তবে তাঁকেও অনেকটা ঠান্ডা মাথার বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ মনে হয়েছে। এখন কোথায় আছেন জানি না।

www.pathagar.com

আমাদের লন্ডন যাত্রা

উনত্রিশ.

ঝামেলামুক্ত হওয়ার পর লন্ডন গেলাম। জামিন পাওয়ার পর আহমেদ নূরও লন্ডন যাবেন মনস্থ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি তিনি গোপন রাখতে চান। আমি আর ইকবাল ভাই ছাড়া সাংবাদিক অঙ্গনের কেউ বিষয়টি জানে না। আমি যাওয়ার সপ্তাহখানেক পর তিনি গেলেন। লন্ডনের বাংলা মিডিয়ায় কর্মরত সাপ্তাহিক জনমতের সৈয়দ নাহাস পাশা, ইসহাক কাজল, সাপ্তাহিক সুরমার সৈয়দ বেলাল, আহমদ ময়েজ, সাপ্তাহিক পত্রিকা'র এমদাদুল হক চৌধুরী, ইউরো বাংলার সাঈদ চৌধুরী, মুহাম্মদ জুবায়ের, নতুন দিনের তাইছির মাহমুদ, প্রবীণ সাংবাদিক আবু তাহের চৌধুরীসহ অনেক সাংবাদিক জড়ো হলেন। অনেকেই আহমেদ নূরকে লন্ডনে থেকে যেতে বললেন। ব্যারিস্টার নাজির সহ আমাদের সুপরিচিত দু'একজন ব্যারিস্টার নিশ্চয়তা দিলেন, আহমেদ নূর অ্যাপ্লাই করলে আশ্রয় পেয়ে যাবেন।

লন্ডন অনেকের কাছে সোনার হরিণ। কিন্তু আহমেদ নূরকে কেউ রাজি করাতে পারলেন না। আরেকবার প্রমাণিত হলো, আহমেদ নূরের কাছে লন্ডনের সোনার হরিণের চেয়ে মাথা উঁচু করে স্বদেশে থাকা অনেক বড়। আমি পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁকে আপাতত থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিলে আহমেদ নূর বললেন, নূর ভাই, আমার একটি মামলা এখনো পেন্ডিং। এমতাবস্থায় আমি এখানে থেকে গেলে আমার অনুপস্থিতিতে ঐ মামলায় যদি একতরফা রায় হয়ে আমার কোনো দণ্ড হয়ে যায়, তখন কী হবে? আমি বিষয়টি বুঝে বললাম, না; তাহলে থাকার দরকার নেই। আহমেদ নূর সংক্ষিপ্ত (মাত্র ১০ দিন) সফর শেষে দেশে ফিরে এলেন। আহমেদ নূরের এসময় লন্ডন যাত্রার কারণ—তিনি গ্রেফতার হওয়ার আগে ভিসার জন্য পাসপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন জেলে থাকায় ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর ভিসা নিয়ে না গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মাইন্ড করে, তাই তাঁর এবারের যাওয়া। আমি অনেক বড় নেতা এবং এমপিকে দেখেছি, লন্ডনে আশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হতে। এক্ষেত্রে আহমেদ নূরের এ ধরনের সুবর্ণ সুযোগ প্রত্যাখ্যান-বিত্তের প্রতি তাঁর নির্মোহ মনোভাবের প্রমাণ দেয়।

আহমেদ নূর গ্রেফতারের পর ২০০৭ সালের ৭ জুলাই হারিস মোহাম্মদ দীর্ঘ চিঠি দিয়ে প্রেসক্লাব থেকে পদত্যাগ করেন। সেই চিঠিতে প্রেসক্লাব

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ তুলে ধরেন এবং সেই চিঠির অনুলিপি যৌথবাহিনী, র‍্যাব, ডিজিএফআই, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের সর্বত্র দেওয়া হয়। এরপর আমরা আল-আজাদকে সাধারণ সদস্য থেকে কো-অপ্ট করে সহ-সভাপতি করেছিলাম।

আমি তখনো লন্ডনে। চ্যানেল আই প্রতিনিধি আলআজাদ তখন প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি। লন্ডনে আমার কাছে ফোনকল গেল। র‍্যাব থেকে চাপ দেয়া হচ্ছে, আহমেদ নূরের সদস্য পদ বাতিলের। চাপের মুখে মিটিং ডাকা হয়েছে। এখন কী করা? নির্বাহী কমিটির কয়েকজনের জিজ্ঞাসার জবাবে বললাম, মিটিংয়ে সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ভোট বেশি পড়লেইতো তা পাস হবে না। তাঁরা বলল, এটা সম্ভব হবে না। কারণ মিটিংয়ে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলে সমস্যা আছে। পরে জানাচ্ছি বলে ফোন রাখলাম।

আল্লাহপাক মাথায় একটি বুদ্ধি দিলেন। আধঘন্টার মধ্যেই মারুফকে ফোন করে বললাম, ইসি মেম্বার অমুক অমুককে বলো মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড না করতে। জানতে চাইল, তাতে কী হবে? বললাম, কোরাম না হলে মিটিং হবে না। র‍্যাব জানতে চাইলে যেন বলা হয়, কোরাম না হওয়ায় মিটিং হয়নি। আর আমি শীঘ্রই ফিরছি। পরবর্তী ব্যাপার আমি দেখব। মিটিংয়ের আগে আগে ইসির কয়েকজনকে ফোন করলাম। বিষয়টি যেন গোপন থাকে সেটা খেয়াল রাখতে বললাম। মিটিং ডেকে দেখা গেল, মাত্র চারজন উপস্থিত হয়েছেন। সাতজনই অনুপস্থিত। অতএব সভা মুলতবি। এভাবে আপাতত রক্ষা হলো।

লন্ডন থেকে ফেরার পথে ওমরাহ করলাম। আল্লাহর ঘরের দরজায় ধরে প্রেসক্লাব ও সহকর্মীদের জন্য দুআ করেছি। নিজের আপাত বিপদ-মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার অপার রহমত কামনা করেছি।

লন্ডন থেকে ফিরে কর্নেল মোশারফের সঙ্গে দেখা করলাম। মক্কা থেকে আনা খেজুর, জমজমের পানি দিলাম। র‍্যাবের চাপের বিষয়টি তাকে জানালাম। তিনি কর্নেল ফেরদৌস সাহেবের সঙ্গে আমার সামনেই আলাপ করলেন। ফোন রেখে আমাকে বললেন, ঠিক আছে। আর এ নিয়ে মিটিং করার দরকার নেই। তবে আহমেদ নূরকে আপাতত সাংবাদিকতায় যুক্ত না হতে বলবেন। আর প্রেসক্লাবের দায়িত্ব থেকেও দূরে রাখবেন।

কিছুদিন পর র‍্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দাওয়াত পেলাম। ঐ দাওয়াতে নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইন, জেলা জজ আব্দুল গফুরসহ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত হন। র‍্যাব অধিনায়ক কর্নেল ফেরদৌস আমার টেবিলে এসে কুশলাদি বিনিময় করলেন। সৌদি-লন্ডন কতদিন থাকলাম জিজ্ঞেস করলেন। বেশ আন্তরিকতা দেখালেন। আমিও গিন্নির লেখা বই 'ছুঁয়ে এলাম দেশ বিদেশ' তাঁকে উপহার দিলাম। বললেন, ভাবির বই! একটু

www.pathagar.com

উল্টেপাল্টে বললেন, আমি পড়ব। বললাম, পাঠপ্রতিক্রিয়া পরে জানব। আহমেদ নূরের বিষয়টি আলাপ করার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না। র‍্যাব সিও অন্য টেবিলে চলে গেলেন। ভাবলাম 'মওকা' পেলে কাজে লাগাব।

কয়েকদিন পর কর্নেল ফেরদৌস ফোন করলেন। বললেন, সভাপতি সাহেব ভাবির বই পুরোটা পড়েছি। তাঁর লেখা চমৎকার। তাঁকে আমার ধন্যবাদ ও চায়ের দাওয়াত দেবেন। বললেন, কবে আসবেন জানাবেন।

বাসায় গিয়ে গিন্নিকে র‍্যাবের সিও'র কথা বললাম। শুনে খুশি হলেন। তবে র‍্যাব অফিসে তিনি যাবেন না। তিনচার দিন পর র‍্যাব সিও ফোন করে বললেন, কাল ফ্রি থাকলে চলে আসুন। পরদিন গেলাম। একা দেখে বললেন, ভাবি কোথায়? বললাম, তিনি পর্দানশিন মহিলা। অফিসে আসতে রাজি নন। আজ নাশতা বেশ। কফি, কেক, সমুসা ইত্যাদি। বুঝলাম এটা বই লেখকের সম্মানে। নাশতা শেষে আলাপের একপর্যায়ে বললাম, সিও সাহেব আহমেদ নূর বেকার, কিছু না করলে সংসার চলবে কীভাবে? সাথে সাথে র‍্যাব সিও'র মুখাবয়বে পরিবর্তন লক্ষ করি। কর্কশ কণ্ঠের উত্তর, 'কেন? এতদিন চাঁদাবাজি করে যেগুলো জমিয়েছে।' অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, সিও সাহেব প্লিজ, আমি বহুবার বলেছি, আহমেদ নুর চাঁদাবাজ নন। অসৎ নন। আপনি যদি আমাকে একটুও বিশ্বাস করেন তাহলে জানবেন এটা ধ্রুব সত্য। এবার বললেন, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। বললাম, ব্যবসা করতে হলে তো পুঁজি লাগে। সেটা পাবে কোথায়? সিও আমার কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন, যা কিছু করুক, সাংবাদিকতা করতে পারবে না।

একটু থেমে বললেন, নূর সাহেব আপনাকে সম্মান করি। তাই বলছি, সাংবাদিকতা করলে তাকে আবার জেলে ঢুকতে হবে। সিও র‍্যাবের কথা শুনে থ হয়ে গেলাম। কেন আহমেদ নূরের প্রতি এই সতর্কবাণী, বহু চেষ্টা করেও সেটা অনুদঘাটিত থেকে গেল। প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো আহমেদ নূরের কোনো রিপোর্টে সিও কর্নেল ফেরদৌস ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ। কিন্তু পরবর্তীকালে মনে হলো এর শেকড় আরও গভীরে।

www.pathagar.com

উর্ধ্বতন দুই সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ

ত্রিশ.

লন্ডন থেকে শাহগীর বখত ফারুক এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম ঢাকা যাব। ফারুক ভাইয়ের ছোট ভাই ব্রিগেডিয়ার মুহিত। ব্রিগেডিয়ার হুমায়ুন বখত মুহিত তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ডাইরেক্টর মিলিটারি অপারেশন (ডিএমও)। ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে আহমেদ নূরসহ তাঁর বাসায় গেলাম। আপ্যায়ন শেষে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য তুলে ধরলেন ফারুক ভাই। মুহিত ভাইকে বিস্তারিত জানিয়ে বললাম, আহমেদ নূরের অপরাধ কী শুধু সেটা জানতে চাই। এটা বুঝতে না পারায় অস্বস্তিতে আছি। শুধু কারণটা জানার জন্য আপনার সাহায্য চাই।

ব্রিগেডিয়ার মুহিত আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাব। কয়েকদিন পর ব্রিগেডিয়ার মুহিত আমাকে শুধু বললেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়েছি, যা হবার হয়ে গেছে, বাদ দেন। বললাম, বাদ তো আগেই দিয়েছি। কিন্তু আমাদের অপরাধটা কি, শুধু সেটা জানতে চেয়েছিলাম। ব্রিগেডিয়ার মুহিত আর কিছু বলতে চাইলেন না। ফারুক ভাইকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমাকেও কিছু বলল না। শুধু বলেছে, সিও র‌্যাব উপরের নির্দেশ পালন করেছে। তাঁর কথা শুনে হতাশ হয়ে গেলাম।

এর মধ্যে খবর পেলাম, নবম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আছাব উদ্দিন সিলেট আসছেন। 'অকস্মাৎ বৃষ্টির' মতো ভালো সুযোগ পেয়ে গেলাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের। তাঁর বাসা উপশহর সংলগ্ন মেন্দিবাগে। তাঁর ছোট ভাই জসিম এসে আমাকে বলল, তাঁরা মেন্দিবাগ অগ্রসর যুব সংঘের অফিস করছে। জেনারেল আছাব এটি উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে তাঁরা আমাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে পেতে চায়। অবারিত সুযোগের জন্যে মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। জসিমকে শুধু বললাম, তুমি তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ো।

পরদিন সকাল ৯টায় মেন্দিবাগ মেইন রোডে মেন্দিবাগ অগ্রসর যুব সংঘ অফিসে হাজির হলাম। মেজর জেনারেল আসছেন। গিজগিজ করছেন আর্মির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা। কঠোর নিরাপত্তা। আমি আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি শুনে ভেতরে খবর দিতেই ছুটে এল জসিম। আমাকে সসম্মানে ভেতরে নিয়ে বসিয়ে বলল, ভাইয়া আসছেন। জেনারেল আছাব এলেন। সঙ্গে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা। জসিম আমাকে পরিচয় করার সময় বলল, 'আমাদের এক বড় ভাই, সিলেট প্রেসক্লাবের ছয় বারের নির্বাচিত সভাপতি।' ছয়বার

www.pathagar.com

কথাটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। আমার দিকে তাঁকিয়ে বললেন, আপনি তো খুব জনপ্রিয়...। তাঁর কথা শেষ হলে বললাম, আপনি আমাকে তুমি বললে খুশি হব। আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। মনে হলো, তিনি খুশি হলেন। বললেন, কোথায় থাকো? উপশহরে শুনে বললেন, ছোট ভাইরা ক্লাব করেছে। কাছেই আছো, তাদের দেখো। আতা ভাই (সিনিয়র ফটোসাংবাদিক) ও মারুফের ক্যামেরায় ফ্লাশ হচ্ছে অনবরত। সংক্ষিপ্ত উদ্বোধন শেষে তিনি চলে যাবেন। কাল দুপুর অবধি সার্কিট হাউজে থাকবেন জেনে বললাম, কাল সকালে কি আমাকে ১০ মিনিট সময় দিতে পারবেন? বললেন, আমি ব্যস্ত থাকব। ঠিক আছে ৯টায় এসো। নাশতা করতে পারো আমার সঙ্গে। এ যেনো মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। আল্লাহর মহিমা অপার!

মেন্দিবাগ থেকে বের হয়ে ইকবাল ভাইকে ফোন দিলাম। সকালের প্রোগ্রামে তাঁকে থাকতে বললাম। পরদিন সকালে সার্কিট হাউজে গিয়ে জেনারেল আছাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে মেজর পদমর্যাদার একজনকে পেলাম। তিনি বললেন, এভাবে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। আর কী কারণে আপনি এসেছেন? মূল উদ্দেশ্য গোপন রেখে বললাম, তাঁর সঙ্গে নাশতা করতে বলেছেন। তাই এসেছি। উত্তর শুনে তিনি অবাক চোখে বললেন, স্যার আপনাকে নাশতার দাওয়াত দিয়েছেন? বললাম, হ্যাঁ। ইকবাল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, উনি? বললাম, আমার সহকর্মী ডেইলি স্টারের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট। ডেইলি স্টার শুনে এবার ইকবাল ভাইয়ের সঙ্গে হাত মেলালেন মেজর সাহেব। বললেন, একটু বসুন আমি আসছি। মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এসে বললেন, আসুন। গিয়ে সালাম দিতেই সিলেটি ভাষায় অত্যন্ত স্নেহমাখা কণ্ঠে জেনারেল আছাব বললেন, 'নূর আও, তোমার বাড় চাইরাম।' (নূর এসো, তোমার অপেক্ষা করছি)। ইকবাল ভাইয়ের পরিচয় দিলাম। তাকেও তিনি সিলেটি ভাষায় স্বাগত জানালেন। চা-নাশতা শেষ হলে সিলেটি ভাষায়, 'ভাইছাব আপনে আমরার মুরুব্বি, অভিভাবক' বলে আহমেদ নূর সংক্রান্ত ঘটনাবলি তুলে ধরে সব শেষে বললাম, 'ভাইছাব যা অইবার অইছে। আহমেদ নূরর দোষ কিতা অখান খালি জানতাম চাই।' সব শুনে তিনি আহমেদ নূরের উপর নির্যাতনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'খবর নিয়া তোমারে জানাইমু।' তাঁকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরছি, আর মনে মনে ভাবছি, এবার বাংলাদেশের ক্ষমতাধর ডিভিশনের জিওসিকে ধরেছি। খবরতো পাবই।

আশায় আশায় বসে আছি। খবর নেই। ইতোমধ্যে কর্নেল মোশারফ জেনে গেছেন, আমি জেনারেল আছাবের সঙ্গে দেখা করেছি। একদিন ফোন পেয়ে তাঁর অফিসে যেতেই অন্যান্য আলাপের পর বললেন, জেনারেল আছাবের সঙ্গে আপনার সম্পর্কতো জানতাম না। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক একদিনের সেটা

www.pathagar.com

গোপন রেখে বললাম, তিনি আমাকে ছোটভাইয়ের মতো দেখেন। কর্নেল মোশারফ বললেন, শুনলাম আপনাকে নিয়ে স্যার নাশতা করেছেন। এবার জিজ্ঞেস করলেন, কী আলাপ হলো। বললাম, আহমেদ নূরের অপরাধ কী, সেটা জানার জন্য তাঁর সাহায্য চেয়েছি। মোশারফ বললেন, এর আগে তো আপনি ডিএমও স্যারের সঙ্গেও দেখা করলেন। পেয়েছেন কিছু? বললাম, না, তিনি বললেন, বিষয়টি ছেড়ে দিতে। আমি বুঝতে পারছি না কারণটা কী? কর্নেল মোশারফ মুচকি হেসে বললেন, দেখেন এবার কী খবর পান।

তীর্থের কাকের মতো জেনারেল আছাব উদ্দিনের খবরের অপেক্ষা করছি। তাঁর ছোটভাই জসিম অবশেষে একদিন ফোন করে বাসায় এল। বলল, ভাই শুধু বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে যেন না ঘাঁটাই। তবে এটুকু বলেছেন, র‍্যাবের সিও এখানে উপরের নির্দেশ পালন করেছে শুধু। জসিমের কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম। জেনারেল আছাব উদ্দিনের সঙ্গে এরপর আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি। এখন তিনি রাষ্ট্রদূত। তবে কোনো দিন দেখা হলে অবশ্যই জানতে চাইব। জানি না, আমার এ ইচ্ছা কোনোদিন পূরণ হবে কি না।

কর্নেল ফেরদৌসের যে তীব্র ক্ষোভ আহমেদ নূরের প্রতি আমি লক্ষ্য করেছি তাতে প্রথমে আমার ধারণা ছিল, ব্যক্তিগত কোনো কারণে এটা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাধর ডিএমও এবং অতি ক্ষমতাধর নবম ডিভিশন জিওসির নীরবতা আমাকে স্পষ্ট জানান দিচ্ছে, এ ঘুড়ির নাটাই আরও উপরে। সেটা হয়তো অনুক্তই থেকে যাবে চিরকাল।

ওয়ান-ইলেভেনের সময় আরেকটি বড় ঘটনা ঘটে। লন্ডনের জনপ্রিয় টিভি ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার রেজওয়ান দেশে আসেন। হবিগঞ্জ শহরে তার বাড়ি। ব্রিটেনে চ্যারিটি সংগঠনগুলোর প্রাণপুরুষ ব্যারিস্টার রেজওয়ান। তার সম্মোহনী কথায় ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা দানের ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছেন। ইক্বরা ইন্টারন্যাশনালের শুরু থেকেই যুক্ত ছিলেন ব্যারিস্টার রেজওয়ান। সিলেটে এসে আমার সঙ্গে অবস্থানও করেন। অন্যান্য প্রোগ্রাম শেষে ফেরার পথে ঢাকা এয়ারপোর্টে কোনো এক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা কাটাকাটির জেরে বিমান বাহিনীর এক কর্মকর্তার হাতে তিনি নির্মমভাবে লাঞ্ছিত হন। অকথ্য নির্যাতন করে তাঁকে পঙ্গু করে দেয়া হয়।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের হস্তক্ষেপে তিনি ছাড়া পেয়ে লন্ডন চলে যান। এ নিয়ে পুরো লন্ডন জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। পরে অবশ্য তাঁকে নাজেহালকারী কর্মকর্তার কোর্টমার্শালে বিচার হয়েছিল। ব্যারিস্টার রেজওয়ানের এ ঘটনার পর দেশের পরিস্থিতি প্রবাসী মিডিয়াকর্মীদের কাছে খোলাসা হয়। তখন তাঁরা বুঝতে পারেন, প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে আহমেদ নূরের ব্যাপারে প্রকাশ্য তৎপরতা থেকে বিরত থাকার কারণ।

www.pathagar.com

আন্দোলিত করার স্মৃতি

একত্রিশ.

ওয়ান-ইলেভেনের দুঃসহ স্মৃতি যেমন আমাকে তাড়িত করে, তেমনি আন্দোলিত করার মতো স্মৃতিও প্রচুর। সে সময়ের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে সিলেট প্রেসক্লাবের উন্নয়নে ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া। আমার উপর দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি আমার আরেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইনাম আহমদ চৌধুরীর ছোটভাই। ইনাম সাহেবের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক প্রায় এক যুগের। ইফতেখার সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। আমার একসময়ের ঘনিষ্ঠ সহচর অনুজপ্রতিম আবু তাহের (আমেরিকার সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টিভির কর্ণধার) তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আমাকে একান্ত আপন করে নিলেন। মনে হলো, তিনি আমার বহু পুরানো পরিচিত। তাঁর বড়ভাই ইনাম আহমদ চৌধুরী সম্পর্কের এক যুগ পরেও আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন। আর ড. ইফতেখার প্রথম দিনই আমাকে 'তুমি' বলে আপন করে নিলেন। আমিও এতে খুশি হলাম। তাঁকে ইফতেখার ভাই ডাকলাম।

একদিন ড. ইফতেখারকে বললাম, সিলেট প্রেসক্লাবের উন্নয়ন থমকে গেছে। আপনার সহায়তা দরকার। কত টাকা লাগবে জিজ্ঞেস করায় বললাম, সেটা ইঞ্জিনিয়াররা ভালো বলতে পারবেন। আমি টাকা চাই না। আগে সাইফুর রহমান সাহেব যেভাবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজ করিয়েছেন, সেভাবে আপনি কাজ করিয়ে দিন। তিনি বললেন, আমার তো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ওটা তো আনোয়ারুল ইকবাল সাহেবের কাজ; তাঁকে বলো। বললাম তাঁকে আমি বলতে পারব। কিন্তু আপনাকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। বললেন, আচ্ছা আমি আলাপ করব। আমি বাকিতে বিশ্বাসী নই। তাই কিছুটা জোর করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে দিয়ে আনোয়ারুল ইকবাল সাহেবকে ফোন করালাম। ফোন রেখে বললেন, আনোয়ারুল ইকবাল কিছু দিনের মধ্যে সিলেট যাবেন। তুমি খবর রেখো। সিলেট জেলা পরিষদের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান তখন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)। প্রেসক্লাবের উন্নয়নের ব্যাপারে ফোনে তাঁর সহায়তা চেয়ে বললাম, আনোয়ারুল ইকবাল সাহেবের প্রোগ্রাম সিলেটে হলে আমি যেন আগেভাগে জানতে পারি।

www.pathagar.com

আনোয়ারুল ইকবাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সৎ কর্মকর্তা। ২০০৬ সালে তিনি আইজিপি থাকাবস্থায় তাঁর অজ্ঞাতসারে পুলিশ বিভাগে ব্যাপক রদবদলের প্রতিবাদে তিনি চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন। আইজিপির পদ থেকে স্বেচ্ছায় ইস্তফা বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম এবং সম্ভবত শেষ। তিনি কতটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন, এটা তাঁর নজির। আনোয়ারুল ইকবাল সাহেব দুদফা সিলেটের এসপি ছিলেন। ১৯৮৮ সালে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। আমি তখন প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি, আর আমার স্ত্রী পুলিশ লাইন হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা। এ স্কুলের সভাপতি হিসেবে তিনি তাকে ভালোই চেনেন। একজন দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি ছিলেন আমার প্রিয়পাত্র। একসময় খুলনার পুলিশ কমিশনার, পরে র‍্যাবের ডিজি ও পরবর্তীকালে পুলিশের আইজি হন। সকল অবস্থানে তাঁর সঙ্গে আমার কম-বেশ যোগাযোগ ছিল। ওয়ান-ইলেভেন সরকার বোধহয় তাঁর এই ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়েই তাঁকে উপদেষ্টা বানিয়েছিল। উপদেষ্টা হিসেবেও আনোয়ারুল ইকবালকে আমরা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্বপালন করতে দেখেছি।

মিজান সাহেব যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। লাঠি দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। বাংলাদেশের কালচার অনুযায়ী আগের সরকারের আমলে ঐ কর্মকর্তা প্রমোশন-বঞ্চিত ছিলেন। সাইফুর রহমান সাহেব যখন প্রেসক্লাবের বহুতল ভবনের কাজ শুরু করেন, তখন তিনি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। আমার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। আজও আছে। সম্প্রতি তিনি মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসাবে অবসর নিয়েছেন। মিজান সাহেব সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

মিজান সাহেবের সঙ্গে ফোন করার কয়েক দিনের মধ্যেই সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বন্ধু কাজী আব্দুন নূর জানালেন, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আগামী সপ্তাহে সিলেট আসছেন। মিজান সাহেব তাঁকে বলেছেন আমাকে জানাতে। পরের সপ্তাহে সিলেট এলে সার্কিট হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। কুশলাদি বিনিময়ের পর বললেন, কী নূর সাহেব, আপনারা নাকি প্রেসক্লাবের নির্মাণ কাজের টাকা মেরে দিয়েছেন? বললাম, সে জন্যই এসেছি। কীভাবে মারলাম সেটা আপনি বের করুন। বললাম কাল সকালে প্রেসক্লাব ভিজিট করুন। বললেন, শিডিউলে তো প্রেসক্লাব ভিজিট নেই। বললাম, আমি শিডিউল বুঝি না। আপনাকে যেতে হবে।

পরদিন সকালে আনোয়ারুল ইকবাল সাহেব প্রেসক্লাব ভিজিটে গেলেন। আমাকে লক্ষ করে বললেন, এত বড় বড় পিলার কেন? কাজের মানও তো মনে হয় খুব একটা ভালো হয়নি। আমি বললাম, কাজ করিয়েছে জেলা পরিষদ। তখন মিজান সাহেব প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। এটা তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। তিনিতো এখন আপনার মন্ত্রণালয়ে। আমার কথার জবাব না

www.pathagar.com

দিয়ে তিনি বললেন, এখন আপনি কী চান? বললাম, আমাদের নামে যে অপবাদ দেয়া হয়েছে এর ক্ষতিপূরণ চাই। ক্ষতিপূরণ কী? বললাম, অসমাপ্ত কাজ শেষ করাই এর ক্ষতিপূরণ। তিনি উপস্থিত সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজকে জিজ্ঞেস করলেন, কাজ শেষ করতে কত টাকা লাগবে? নূর আজিজ বললেন স্যার, পুরো কমপ্লিট করতে বহু টাকা লাগবে। তবে দু'তলা পর্যন্ত কমপ্লিট করতে বেশি টাকা লাগবে না। ঝাঁঝালো কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, দু'তলার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার দরকার নেই। আমার কণ্ঠে খেদ দেখে আনোয়ারুল ইকবাল সাহেব বললেন, নূর সাহেব, হতাশ হওয়ার দরকার নেই। দেখি কি করা যায়। বললাম, আপনি উদ্যোগ নেন। ইফতেখার ভাই সহযোগিতা করবেন।

আনোয়ারুল ইকবালের কথায় মনে আশা জাগল। প্রেসক্লাবের নির্মাণ কাজ একটা পর্যায় পর্যন্ত না গেলে লাইব্রেরি, ইনডোর গেম ও নামাজের রুমের ব্যবস্থা করা যাবে না। অথচ এগুলো ছাড়া গার্ডেন টাওয়ার থেকে শিফট করা যাবে না। আর গার্ডেন টাওয়ারে থাকতেও ভালো লাগছে না।

www.pathagar.com

হয়তো আমাদের উপর নির্যাতনের বিনিময়ে

বত্রিশ.

আনোয়ারুল ইকবাল সাহেবের,প্রেসক্লাব ভিজিটের খবর ড. ইফতেখারকে ফোনে জানালাম। তিনি আবারো কথা বলার আশ্বাস দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মিজান সাহেব ফোন করে বললেন, নূর সাহেব, তিন তলা পর্যন্ত কমপ্লিট করার একটা চেষ্টা চলছে দুআ করবেন।

এর কয়েকদিন পরই ড. ইফতেখারের পিএস জাফর রাজা চৌধুরী ফোন করে বললেন, নূর ভাই, সুখবর আছে। প্রেসক্লাবের উন্নয়নে ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। এই সরকারের লোকেরাই আমি ও আহমেদ নূরের বিরুদ্ধে ১০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছিল। ওঁরাই আবার নতুন করে ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ করল। তাই এটা শুধু সুখবর নয়, আমাদের দায়মুক্তির সার্টিফিকেটও বটে।

সুখবরটি সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল মোশারফকে ফোনে জানালাম। শুনে বললেন, এটা আপনাদের জন্য খুব ভালো হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হলো। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখারের সঙ্গে আবার দেখা করলাম। বললাম, ৩য় তলা নির্মাণ কাজের সমাপনী অনুষ্ঠানে আপনাকে থাকতে হবে। বললাম, আরও কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা দিতে হবে। এখন আর কীভাবে টাকা দেব? জানতে চাইলে আমি বললাম, অমনিতে না পারলে দুলাভাইকে (প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ, যিনি ড. ইফতেখারের ভগ্নীপতি) বলেন তাঁর বিশেষ তহবিল থেকে দিতে। সিলেটের জামাই হিসেবে তাঁর উপর আমাদের হক আছে। হেসে বললেন, আচ্ছা। পরের সপ্তাহে পিএস জাফর সাহেব ফোন করে বললেন, আপনার কাজ হয়ে গেছে। আরও ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পিএস আরো বললেন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে অনেকটা তোলপাড় শুরু হয়েছে, সিলেট প্রেসক্লাবে এই বিপুল অর্থ বরাদ্দ নিয়ে।

আসলে এই সময়ে এত টাকা পাওয়া অচিন্তনীয় ছিল। হয়তো আহমেদ নূরের উপর অকথ্য শারিরীক নির্যাতন ও আমার উপর দুই মাসব্যাপী মানসিক নির্যাতনের বিনিময়ে এই প্রাপ্তি। যদিও নির্যাতন ও কষ্টের কোনো আর্থিক মাপ হয় না। প্রেসক্লাবের ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হলে ড. ইফতেখার এসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন।

সিলেট প্রেসক্লাবের উন্নয়নের ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান,

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আব্দুস সামাদ আজাদ, এম সাইফুর রহমান প্রমুখের সঙ্গে ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরীর নাম যুক্ত হলো। অর্থ বরাদ্দে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইকবাল, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মিজানুর রহমান ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার পিএস জাফর রাজা চৌধুরীর ভূমিকা সিলেট প্রেসক্লাবের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগেই উল্লেখ করেছি সিলেট প্রেসক্লাব ভবনের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে একসময় রাগীব আলী সাহেব স্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়া কানাডা প্রবাসী আবু হুরায়রাও ভূমিকা রাখেন। আবু হুরায়রা প্রেসক্লাবের এককালীন সাধারণ সম্পাদক বশীর ভাইয়ের (বশীর উদ্দিন) ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

www.pathagar.com

গজব নাজিলর হে মেইন

তেত্রিশ.

নতুনভাবে সিলেট প্রেসক্লাবের কাজ শুরু হলে সাইফুর রহমান সাহেবকে সুখবরটি জানালাম। শুনে খুশি হলেন। আর বললেন, 'শরীর মন ভালা নায়। পারলে আমারে আইয়া একবার দেখিয়ো।' পরে একদিন তাঁর সাথে দেখা করতে ঢাকায় গেলাম। বললেন, তাঁকে প্রচণ্ড চাপ দেয়া হচ্ছে, খালেদা-তারেকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য। বললেন, 'তারেক-টারেকরেতো আমি এমনেউ ভালা পাই না। খালেদারে ডুবাইছে তাঁইর চ্যাংড়া পুয়ায় ওউ। খালেদা জিয়া ভালা। কওছাইন আমি তাইর বিরুদ্ধে যাইমু কিলা?'

ড. ইফতেখারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাঁর সঙ্গে বিষয়টি আলাপ করে দেখতে পারি বলতেই বললেন, 'না না। ই গজব নাজিলর হে মেইন একজন। যা অইবার অইব। কুন্তা কওয়ার দরকার নাই।'

আজও আমাকে তাঁর বাসায় খাওয়ালেন। গরুর মাংসের একটা টুকরো আমার পাতে দিয়ে বললেন, এটা ঘাড়ের মাংস। মজা লাগবে, এটা খাও। সাইফুর রহমান সাহেব ছোট মাছ পছন্দ করতেন। পাবদা মাছ ছিলো তাঁর অতীব প্রিয়। যে দুই-তিনদিন তাঁর বাসায় খাইয়েছে সবদিনই পাবদা পেয়েছি। আমাকে স্নেহভরে খাওয়ালেন, কিন্তু তাঁর মুখাবয়বে বিষাদের ছাপ।

ফেরার সময় মনে হলো, সাইফুর রহমান এখন 'ধরাশায়ী বাঘ'। দেশের মৃতপ্রায় অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চারকারী মানুষটিকে যেখানে হেনস্তা হতে হচ্ছে, সেখানে আমি-আহমেদ নূর তো নস্যি।

সাইফুর রহমান সাহেবের অকৃত্রিমতা ও সরলতা নিয়ে লিখতে গেলে আলাদা একটি বই হয়ে যাবে। সাইফুর রহমান ও সামাদ আজাদ সাহেবকে নিয়ে আলাদাভাবে লেখার বাসনা আমার আছে। আল্লাহপাক সে তৌফিক দিলে এই দুই নেতা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। এখানে শুধু সাইফুর রহমান সাহেবের একটি মজার ঘটনা তুলে এ প্রসঙ্গের ইতি টানব। আমার সহপাঠী বন্ধু 'মিলিক' (মিজানুর রহমান) তখন ভৈরবের উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ইউএনওর চার্জে। ভৈরব ব্রিজ তখনো চালু হয়নি; ফেরিতে পার হতে হয়। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সিলেট আসার সময় ভৈরব ফেরিঘাটে প্রটোকল অনুযায়ী তাঁকে রিসিভ করতে এল উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট

www.pathagar.com

মিজান। সালাম দিয়ে সিলেটি ভাষায় নিজের পরিচয় দিতেই সাইফুর রহমান সাহেব সিলেটের কোথায় বাড়ি জানতে চাইলেন। সুনামগঞ্জের দিরাই শুনে তাকে কাছে ডেকে 'অদ্ভুত' এক প্রস্তাব করলেন। বললেন, 'অনো চিতল পিঠা বানার, বউত দিনর মাঝে খাইছি না, জানে চার খাইতাম। খাবাইবায় নিবা?' তাঁর কথা শুনে বিব্রত উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এখানকার অনেকেই তাঁকে চেনে। দোকানে গিয়ে কীভাবে আনবে। সে জবাবে বলল, 'স্যার, রাস্তার ধুলাবালি পড়ের, ইতা খাওয়া ঠিক অইতো নায়।' তার কথা শুনে গম্ভীর মুখে সাইফুর রহমান বললেন, 'তোমারে ডাক্তরির লাগি ডাকছি না বা। না পারলে বাদ দেও।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এটা দেখে অনেকটা সংগোপনে 'মিলিক' চিতল পিঠা, সিদল শুঁটকির ভর্তা ও এক বোতল পানি নিয়ে এল। গাড়িতে বসেই পরম তৃপ্তি নিয়ে তিনি তা খেয়ে বললেন–'তোমারে পাওয়ায় বউত দিন বাদে চিতল পিঠা হিদল হুটকি দি খাইলাম। আল্লায় তোমার ভালা করউক।' একদিন সাইফুর রহমান প্রসঙ্গ উঠতেই সে আমাকে ঘটনাটি জানাল। সে তখন কুমিল্লার ডিসি। বর্তমানে যুগ্ম সচিব। যদিও তার অধিকাংশ সহকর্মী অতিরিক্ত সচিব, কেউ কেউ সচিবও হয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

আসল ক্ষমতা অন্য জায়গায়

চৌত্রিশ.

আরেকজন মহতী মানুষ, ওয়ান-ইলেভেন সরকারের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন (দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি)। ঐ সময় আমাকে সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার তেমন সম্পর্ক না থাকলেও যে ৩/৪দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছি তিনি অত্যন্ত স্নেহভরে কথা বলেছেন। আদর-আপ্যায়ন করেছেন। নিরহংকার এই অতিশয় সজ্জন মানুষটিকে ঐ সময় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁর বাসায় যে ক'দিন গিয়েছি, তাঁর সাক্ষাতের আগেই চা-নাশতা এসে গেছে। আমার মতো নগণ্য এক সাংবাদিকের প্রতি তাঁর বদান্যতা কখনো ভুলার নয়।

একদিন ইকবাল ভাইসহ তাঁর বাসায় গেলাম। আহমেদ নূরের বিষয় আগেই জানিয়েছিলাম। তখনো আহমেদ নূরের জামিন হয়নি জানালে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে শোনার পরই বিষয়টি নিয়ে যথাস্থানে আলাপ করেছি, কোনো রেজাল্ট পাইনি। নূর, আসলে ক্ষমতা অন্য জায়গায়। প্রভাবশালী এই উপদেষ্টার কথা শুনে ততটা অবাক হইনি। কারণ ইতঃপূর্বে র‍্যাব ডিজি ও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কথা থেকে কিছুটা আঁচ পেয়েছিলাম। তাঁর ঘরে আলাপরত অবস্থায় একজন প্রবীণ এলেন। হাইকোর্টের উকিল, সিলেটের জকিগঞ্জে তাঁর বাড়ি। আমার পরিচয় জানার পর বাসা ভার্থখলায় শুনে বললেন, ভার্থখলার কোন জায়গায়? মসজিদের বিপরীত দিকে বলতেই বললেন, ওখানে আমার স্যার ইবরাহীম আলী সাহেবের বাসা ছিল। বললাম, আমি তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান। এ কথা শুনেই তিনি এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শেষে মইনুল হোসেন সাহেবের উদ্দেশে বাবা সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। বাবার প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে। তদুপরি বাংলাদেশে একজন বিশিষ্ট মানুষের সামনে। মনে হলো, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের কাছে তিনি আমার অবস্থান আরো বাড়িয়ে দিলেন।

লন্ডন-সৌদি ঘুরে আসার পর আরেক দিন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বাসায় গেলাম। সঙ্গে নেয়া খেজুর ও মিনারেল ওয়াটারের ছোট বোতলে জমজম তাঁর হাতে দিতেই বললেন, পানি নিয়ে এলে কেন? বললাম, এটা জমজমের পানি। মক্কা থেকে এনেছি। জবাবে বললেন, পানি তো পানিই।

www.pathagar.com

আমি জমজম সম্পর্কে কিছু তথ্য দিলে হেসে বললেন, এগুলা মিয়াছাবরা বলে। আমি বললাম, না, এগুলো হাদিসের কথা।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এ দেশের নামকরা আইনজ্ঞ। ধর্মীয় ব্যাপারে খোঁজখবর তেমন রাখেন না দেখে দুঃখ হলো। মনে হলো, এ জন্য তাঁরা যতটা না দায়ি তার চেয়ে বেশি দায়ী আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ শুধু মাঠে ময়দানে ওয়াজ করেন। এতে সাধারণ মানুষ কিছুটা উপকৃত হয়। কিন্তু সমাজের মাথা যারা তাদের কাছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া বেশি জরুরি ছিল। ইসলামী দলগুলো এই দায়িত্ব পালন করতে পারত। অনেক সুশিক্ষিত মানুষ এখন ইসলামী দলগুলোতে আছেন। কিন্তু তারাও রাজনীতি নিয়ে বেশি ব্যস্ত। শুনেছি কিয়ামতের দিন তিনটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তান এক পা এগুতে পারবে না। এর একটি 'তোমার অর্জিত জ্ঞান কিভাবে কাজে লাগিয়েছ?' আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ সে দায়িত্ব কতটা পালন করেছেন কিংবা করছেন সে প্রশ্ন করার অবকাশ আছে বোধ করি।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত মইনুল হোসেন সাহেবকে কিছুটা জোর করে জমজম পান করালাম। জমজম পানের পর বললেন, কষ্ট করে নিয়ে এসেছ তাই খেলাম। অবশ্য টেস্ট খারাপ না।

www.pathagar.com

মেয়রকে নিয়ে ঢাকায়

পঁয়ত্রিশ.

পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর কামরান সাহেব একদিন বললেন, তাঁর একটি মামলায় ভাবিকে (আসমা কামরান) আসামি করা হয়েছে। জামিন পাচ্ছেন না। আমাকে অনুরোধ করলেন, ড. ইফতেখারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য। সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলে আমি মেয়র কামরানসহ ঢাকায় গেলাম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটু আগে পৌঁছলাম। পিএস জাফর সাহেব বললেন, একটু বসতে হবে। যথাসময়ে দেখা হবে।

ড. ইফতেখারের মতো সময়সচেতন ব্যক্তি আমি কম দেখেছি। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি টাইম ঠিক রাখেন কীভাবে? জবাবে বললেন, আমি ওসমানী সাহেবের পিএস ছিলাম এটা কি তুমি জানো? বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভার নৌপরিবহণ ও জাহাজ চলাচলমন্ত্রী জেনারেল (অব.) ওসমানীর সময়সচেতনতার বিষয় আমার জানা ছিল। বুঝতে বাকি রইল না ড. ইফতেখারের সময়ানুবর্তিতার কারণ।

আধঘন্টার মতো সময় হাতে আছে। মেয়র কামরানকে বললাম, চলেন পাশের বিল্ডিং থেকে আসি। পাশের বিল্ডিংয়ে বসেন অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব এমকে মাহমুদ। সিলেটের সন্তান। তাঁর ওখানে গিয়ে মেয়র কামরানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। মাহমুদ ভাই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে মেয়রকে স্বাগত জানালেন। আপ্যায়ন করালেন। মাহমুদ ভাই এখন অবসরে। বছর খানেক আগে তাঁর মায়ের ইন্তেকালের সময় সিলেট এলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। ইদানীং ফেসবুকে যোগাযোগ হয়। তিনি আমার ফ্রেন্ড তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

মাহমুদ ভাইয়ের চেম্বার থেকে ফিরে যথাসময়ে ড. ইফতেখারের কক্ষে ঢুকলাম। কুশলাদি বিনিময়ের পর আসার কারণ জানতে চাইলে মেয়র কামরান বললেন, নূর ভাই আপনি বলুন। আমি বললাম, মেয়র সাহেবের সঙ্গে ভাবি একটি মামলার আসামি। জামিনও হচ্ছে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী স্ত্রীরা সাধারণত স্বামীর কথার বাইরে যেতে পারেন না। তাই মেয়রের কোনো দুর্নীতি থেকে থাকলেও ভাবির দায় নেই বলে আমি মনে করি। তাই ভাবিকে মামলা থেকে বাদ দেওয়া বা অন্তত জামিনে আপনার সহায়তা দরকার। 'উনার কিছু হবে না' বলে ড. ইফতেখার আমাদেরকে আশ্বস্ত করলেন। চা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। মেয়র কামরানকে নতুনভাবে নির্বাচিত হওয়ায়

www.pathagar.com

অভিনন্দন জানালেন। মেয়র সাহেব সিটি করপোরেশনের উন্নয়নে সহায়তা চাইলে আশ্বাস দিলেন ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী। আমার সাথে অন্যান্য বিষয়ে কিছু কথা বললেন। অবশেষে সালাম দিয়ে আমরা তাঁর রুম থেকে বের হয়ে আসলাম।

সময় হাতে থাকায় পরে আমরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে গিয়ে মিজান সাহেবের রুমে ঢুকলাম। সেখানে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদকে পেলাম। তোফায়েল ভাই আমার পূর্বপরিচিত। ইতঃপূর্বে আমি তাঁর সঙ্গে টিভি প্রোগ্রাম করেছি। তাকেও মেয়রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। মেয়র সাহেবকে অমনিতেই সবাই চেনেন। এবার ব্যক্তিগত পরিচয় হলো। চা-পান শেষে আবার সিলেটের পথে রওয়ানা দিলাম। রাস্তায় গাড়িতে মেয়র সাহেব ও আমি নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে সিলেট ফিরলাম। কথা বলায় ব্যস্ত থাকার কারণে ঐ দিনের লং জার্নি আমাদের কাছে বিরক্তিকর ঠেকেনি। রাত ১০টার দিকে মেয়র কামরান আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে নিজের বাসায় গেলেন।

www.pathagar.com

ড. ইফতেখারের নির্দেশে ২২টি ট্রান্সফরমার

ছত্রিশ.

সিলেটের ছোটোখাটো কিছু সমস্যা সমাধানে তৎকালীন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। সে সময় মাসে ২/৩ বারও আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়েছি। ভোর ৫টায় প্রথম বাসে চড়ে সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যেই সায়দাবাদ পৌঁছে রিকশা নিয়ে সোজা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গেইটে চলে যেতাম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গেইটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এক সময় আমাকে চিনে ফেলেন। ড. ইফতেখারের গাড়ি ঢোকামাত্র আমিও ভেতের ঢুকে সোজা তাঁর পিএস জাফর আহমদ চৌধুরীর রুমে চলে যেতাম। জাফর সাহেব সুনামগঞ্জের বনেদি পরিবারের সন্তান। বিসিএস কর্মকর্তা; এর আগে আমার দুই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি দেওয়ান ফরিদ গাজী ও ইনাম আহমদ চৌধুরীর পিএস হিসেবে কাজ করছেন।

দীর্ঘদিনের পরিচিত নিখাদ সিলেটি জাফর সাহেবই আমাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, সকাল সাড়ে ১০টার আগে সাধারণত স্যারের কর্মসূচি থাকে না। তাই দেখা করার সহজ সময় সকাল সাড়ে ১০টার আগে। যে অনুযায়ী আমি প্রভাতি কর্মসূচির আওতায় ঢাকা যেতাম এবং সকাল সাড়ে ১০টার পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বের হয়ে সায়েদাবাদে এসে আবার বাসে চড়ে সোজা বাসায় ফিরতাম।

একদিন গিয়ে ড. ইফতেখারের সামনে তুলে ধরলাম সিলেটে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সংকটের কথা। ট্রান্সফরমার চুরির হিড়িক রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন ট্রান্সফরমারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করলাম। ড. ইফতেখার বিষয়টি শুনেই বিদ্যুৎ সচিবের সঙ্গে কথা বললেন। তাৎক্ষণিকভাবে ২২টি ট্রান্সফরমারের ব্যবস্থা হলো। ট্রান্সফরমার চুরি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ডিআইজিকে তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিলেন।

একদিন হাব নেতৃবৃন্দ এসে বললেন, বিমান চট্টগ্রাম-জেদ্দা সরাসরি হজ ফ্লাইট দিচ্ছে। কিন্তু সিলেট-জেদ্দা ফ্লাইটের দাবি উত্থাপন করা হলেও তারা তা দিতে নারাজ। আমি যেনো ড. ইফতেখার আহমদকে বলে সিলেট-জেদ্দা সরাসরি ফ্লাইটের ব্যবস্থা করি। তাৎক্ষণিক ফোন করে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলাম। তিনি বিষয়টি দেখছেন বলে আমাকে আশ্বস্থ করলেন। অবশেষে ড. ইফতেখার নিজে এসে সিলেট-জেদ্দা সরাসরি হজ ফ্লাইট উদ্বোধন করেন। এভাবে ড. ইফতেখার সিলেটের অনেক ছোটোখাটো সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করেছেন।

www.pathagar.com

ওয়ান-ইলেভেনের শুরুতে ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল ইউকে'র চেয়ারম্যান আব্দুল হক হাবিব ভাই ইক্বরার আলাদা অফিস নিতে বললেন। আমি আলাদা অফিস করে সময় দিতে পারব না বলায় একজন 'এক্সিকিউটিভ অফিসার' নিয়োগ দেওয়া হল। এমবিএ পাস তরুণ ফারহিম আলম চৌধুরী। ফারহিম প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি হারুনুজ্জামান চৌধুরীর ভাতিজা। উপশহরে অফিস স্থাপিত হলো।

ড. ইফতেখার সিলেট এসেছেন। গার্ডেন টাওয়ারের হোটেল গার্ডেন ইন উদ্বোধন করবেন। হঠাৎ মনে হলো তাকে দিয়ে ইক্বরার অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা যায়। যেই ভাবা সেই কাজ। হাতে সময় মাত্র কয়েক ঘন্টা। ফারহিমকে বললাম, একটা ফিতার জোগাড় করতে। আর হুইল চেয়ার, ক্রাচ যারা ইতঃপূর্বে চেয়েছিল তাদের তা নেওয়ার জন্য খবর দিতে। বিকেল চারটায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রোগ্রামে একঘন্টা ফাঁক আছে। ঐ সময় কাজে লাগিয়ে নেব। গার্ডেন ইন এর প্রোগ্রাম শেষ হতেই ড. ইফতেখারকে বললাম, সার্কিট হাউস যাওয়ার আগে আমাকে দশ-পনের মিনিট সময় দিতে হবে। বিষয়টি পিএস জাফর রাজা চৌধুরীকে জানালে তিনি বললেন, স্যার রাজি থাকলে অসুবিধা কি। ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের অফিস উদ্বোধনের পর প্রতিবন্ধীদের মধ্যে হুইল চেয়ার ও ক্রাচ বিতরণ শেষে চলে গেলেন ড. ইফতেখার।

ইফতেখার ভাই এখন সিঙ্গাপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। পাকিস্তান আমলে সিএসপি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী অসাধারণ মেধাবী এই মানুষটির কয়েক মাসের সঙ্গ আমার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর স্নেহের ঋণ শোধ করা যাবে না। দুআ করি, আল্লাহ যেন তাঁকে সার্বিক কল্যাণ দান করেন।

www.pathagar.com

নতুন ডিসি ও কমিশনার

সাঁইত্রিশ.

এর মধ্যে সিলেটের ডিসি হিসেবে জামাল হোসেন মজুমদারের স্থলে যোগ দিলেন হারুন উর রশিদ খান। ছিমছাম হালকা পাতলা গড়নের এই কর্মকর্তা বেশ দক্ষতার সঙ্গে যৌথবাহিনী ও সিভিল প্রশাসনের সমন্বয় ঘটান। করিৎকর্মা সুশিক্ষিত এই কর্মকর্তার সঙ্গেও অল্পদিনেই আমার সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যেই তিনি ঢাকায় বদলি হন। বর্তমানে তিনি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত।

ইতোমধ্যে বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে যোগ দেন ড. জাফর আহমেদ খান। এর আগে তিনি নিউইয়র্ক দূতাবাসেও কাজ করেছেন। গোপালগঞ্জের অধিবাসী এই মানুষটি অতিশয় সজ্জন ও প্রাণবন্ত। অল্পদিনেই আমার সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠে। প্রায়ই নানা কাজে আমাকে ডাকেন। এই সময় 'সাদামনের মানুষ'দের সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ড. জাফর আমার সহায়তা চাইলে কয়েকটি নাম দিই। আমার সিনিয়র সহকর্মী সাংবাদিক আবদুল মালিক চৌধুরীও 'সাদামনের মানুষ' সম্মাননা পান। অথচ মাস কয়েক আগে এই সত্যিকারের সাদামনের মানুষটিকেও ভয়ে সিটি করপোরেশন পাঠাগারের দায়িত্ব ছাড়তে হয়েছে।

ইতোমধ্যে হারুন উর রশিদ খানের বদলি হলে সিলেটের ডিসি হিসেবে যোগ দেন সাজ্জাদুল হাসান। এর আগে তিনি কক্সবাজারের ডিসি ছিলেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সৎ কর্মকর্তা মনে হলো তাঁকে। নেত্রকোনায় বাড়ি। খবর নিয়ে জানলাম তাঁর পিতা দুইবার আওয়ামী লীগ থেকে এলাকায় এমপি নির্বাচিত হন। সৎমানুষ হিসেবেও তাঁর সুনাম আছে। মনে হলো, সৎপিতার সৎসন্তান। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠল। তিনি আমার বন্ধু কাজী আব্দুন নূর, আশরাফ শামীম, আবদুস সোবহান, নীলমণি সিংহ, কাজী মনিরুজ্জামান প্রমুখের ব্যাচমেট। এই বন্ধুদের মধ্যে সোবহান ছাড়া সবাই এখন অতিরিক্ত সচিব। সোবহান রাষ্ট্রপতি ইয়াজ উদ্দিনের উপদেষ্টা মুখলেসুর রহমান চৌধুরীর পিএস হওয়ার 'অপরাধে' গত ৯ বছরে একটিও প্রমোশন পায়নি। তাঁকে বিএনপি-জামায়াত বানিয়ে ডিএস পদেই রেখে দেওয়া হয়েছে। অথচ এমসি কলেজে পড়ার সময় সোবহান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিল। সাজ্জাদুল হাসান সাহেব পরে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনারও হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পিএস হিসেবে কর্মরত।

www.pathagar.com

সিলেটের আরও উন্নয়ন হতো...

আটত্রিশ.

ড. ইফতেখারের ঐকান্তিকতায় ২০০৭ সালের ২১ জুলাই সোমবার সিলেটে উপদেষ্টা পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ২০ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা সিলেট আসেন এবং বেলা ৩টায় জালালাবাদ গ্যাস অডিটোরিয়ামে সিলেটবাসীর সঙ্গে সংলাপে বসেন। পরদিন ২১ জুলাই দৈনিক জালালাবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় 'সংলাপে সিলেটবাসীর অনেক দাবি অনেক প্রত্যাশা' শিরোনামে একটি বক্স নিউজ ছাপা হয়। প্রতিবেদনটি নিম্নে তুলে ধরা হলো—

সিলেটের সংলাপে প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ

সৎ যোগ্য লোক নির্বাচিত করে সুশাসন স্থায়ী করতে হবে

সংলাপে সিলেটবাসীর অনেক দাবি, অনেক প্রত্যাশা

স্টাফ রিপোর্টার: প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়ে সিলেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ অঞ্চলের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও তাঁরা সরকারের ভালো-মন্দের নানা দিক নিয়ে পরামর্শ তুলে ধরেন।

সংলাপ অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে সিলেট প্রেসক্লাব সভাপতি ও দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদক মুকতাবিস-উন-নূর সিলেটের সর্বত্র গ্যাস সংযোগের দাবি জানিয়ে বলেন, দেশের ৬০% গ্যাস সিলেট থেকে উৎপাদিত হলেও সিলেট অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ গ্যাস সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তিনি বলেন, শহরের একটু দূরে গোলাপগঞ্জে যেখানে আমাদের প্রধান উপদেষ্টার শ্বশুরবাড়ি সেখানেও গ্যাস সুবিধা নেই। সিলেটে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হলেও প্রতিদিন সিলেটে সরবরাহ করা হয় মাত্র ৪.৪০ মেগাওয়াট।

www.pathagar.com

অথচ বরিশালে সরবরাহ করা হয় ১০.৮০ মেগাওয়াট! তিনি বলেন, সিলেটের প্রতি এই অবিচার কেনো তা সিলেটবাসী জানতে চায়। সিলেটে বিদ্যুৎ মাত্র দু'তিন ঘন্টা সরবরাহ করা হয়, বাকি সময় সিলেটবাসী থাকেন বিদ্যুতহীন। সিলেটকে শুধু মুখে আধ্যাত্মিক রাজধানী বলা হলেও আজও এর সরকারি স্বীকৃতি হয়নি উল্লেখ করে তিনি অবিলম্বে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের মতো গেজেট আকারে সিলেটকে আধ্যাত্মিক রাজধানী ঘোষণার দাবি জানান। তিনি বলেন, এটা হলে এই সরকার সিলেটবাসীর দোয়া ও ভালোবাসা পাবে।

মুকতাবিস উন-নূর বলেন, আমরা আর হরতাল চাই না। সংসদ বর্জন চাই না। জাতীয় সংসদকে আইন প্রণয়নের জায়গা হিসেবে দেখতে চাই। তিনি স্বল্প সময়ে ভোটার আইডি কার্ড প্রণয়ন করায় সরকার ও সেনাবাহিনী কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেন। তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো ঋণখেলাপিকে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না দেওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, দলীয়ভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর আমাদের এমপিরা দলীয় বৃত্তে বন্দি হয়ে যান। সংসদে তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বললে সংসদ সদস্য পদ চলে যায়। এ প্রথা বাতিলের জন্য প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সংসদ সদস্যরা ভালো কাজে সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে।

তিনি দুর্নীতিদমন কমিশনকে এমনভাবে শক্তিশালী করার আহবান জানান যাতে তাঁরা প্রয়োজনে দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী (প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি) ব্যক্তিকেও আইনের আওতায় আনতে পারে। তিনি জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা চালুর জন্য তিন বছর পর সরকারকে আস্থাভোটের আয়োজন করার আহবান জানান। নির্বাচিত এমপি এবং জনপ্রতিনিধিদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, তাহলে অভাবের কারণে কেউ দুর্নীতি করবে না।

সংলাপে আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার (অব.) জুবায়ের সিদ্দিকী দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বান জানান।

মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. কবির চৌধুরী বলেন, প্রথম দিকে সরকারকে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার দেখলেও এখন নমনীয় মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, আইনের গতিপথ ডিঙিয়ে কেউ কেউ জেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এতে আইনের শাসন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে নির্বাচন নিয়ে জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সেক্রেটারী ইমরান চৌধুরী আগামী ২০১১ সালে সিলেটে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ভেন্যুর দাবি জানান। তিনি প্রবাসীবহুল সিলেটের জরাজীর্ণ পাসপোর্ট অফিসের চিত্র তুলে ধরে অবিলম্বে আধুনিক পাসপোর্ট ভবন নির্মাণের দাবি জানান।

দৈনিক উত্তরপূর্ব সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সরকারের বর্তমান অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, তাহলে কেন ওয়ান ইলেভেন ঘটেছিল। তিনি এ বিষয়ে জনগণের শঙ্কা উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি সিলেটে স্পেশাল ইকোনোমিক জোন চালু করতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ-গ্যাসের নিশ্চয়তা ও পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন সিলেটের রাস্তাঘাট

www.pathagar.com

প্রশস্তকরণ ও রেললাইন ডাবল করার দাবি জানান।

সিলেট চেম্বারের সাবেক সভাপতি ফারুক আহমদ মিছবাহ প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান। এছাড়া তিনি চা-বাগান এলাকায় বিপুল পতিত জলাভূমি রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, এগুলো সরকার বাণিজ্যিকভাবে বরাদ্দ দিতে পারে।

বনফুলের (চট্টগ্রাম) কর্মকর্তা আব্দুল হক শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে বলেন, স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও আমাদের কোনো শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। তাই দেখা যায় কেমিস্ট্রিতে মাস্টারর্স ডিগ্রি অর্জন করে ব্যাংকের কর্মকর্তা হতে হয়। তিনি যুগপোযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবি জানান।

বালাগঞ্জের ইউপি চেয়ারম্যান মুস্তাকুর রহমান মফুর তাজপুর-বালাগঞ্জ সড়কের কাজ সমাপ্ত করার দাবি জানিয়ে বলেন, এক বছর কাজ বন্ধ থাকায় এলাকার মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন।

গোলাপগঞ্জের সাংবাদিক আব্দুল আহাদ বলেন, সিলেট-বিয়ানীবাজার-বারইগ্রাম সড়কটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের ৫/৬টি উপজেলার মানুষ চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। তিনি সড়কটি প্রশস্তকরণের জোর দাবি জানান।

সুনামগঞ্জের আবুল কালাম উপজেলা ও সংসদ নির্বাচন এক সঙ্গে আয়োজনের দাবি জানান। তিনি সুনামগঞ্জের অবহেলিত ১০টি উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়ারও দাবি জানান।

জৈন্তাপুরের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আব্দুল্লাহ তাঁর এলাকায় গ্যাস সংযোগ ও গ্রামীণ রাস্তাঘাট যুগোপযোগী করে নির্মাণের দাবি জানান। তিনি দুঃখ করে বলেন, দেশে সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালে জৈন্তাপুরে গ্যাস ও পরবর্তীকালে তেল পাওয়া গেলেও জৈন্তাপুরবাসী আজও গ্যাসের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

জকিগঞ্জের সাংবাদিক আব্দুল খালিক তাপাদার সুরমা কুশিয়ারার ভাঙনে জকিগঞ্জের ৩৩ কিলোমিটার জায়গা ভারতের দখলে চলে যাচ্ছে উল্লেখ করে অবিলম্বে বাংলাদেশের এই ভূমি উদ্ধার ও কুশিয়ারার ভাঙনরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

গ্রীন ডিজেবল ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক রজব আলী খান প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নকেন্দ্র নির্মাণের জন্য একখণ্ড ভূমির দাবি জানিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন চেষ্টা চালিয়েও আমরা একখণ্ড ভূমি পাচ্ছি না।

হবিগঞ্জের জাহানারা বেগম জাতীয় সংসদে মাত্র একটি আসনে একজনের প্রতিযোগিতার দাবি জানিয়ে বলেন, সব সময় দেখা যায়, উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল প্রভাব খাটিয়ে পছন্দমতো প্রার্থীকে বিজয়ী করে।

সংলাপের পরের দিন ২১ জুলাই সিলেটে উপদেষ্টা পরিষদের ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে সিলেটের উন্নয়নে ১২ দফা প্যাকেজ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়।

www.pathagar.com

১. স্পেশাল ইকোনোমিক জোন স্থাপন ২. সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন ৩. হাওর এলাকার উন্নয়নে সমন্বয়ে বিশেষ কমিটি/সেল গঠন ৪. চা-শিল্পের সম্প্রসারণ ও চা-শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে শ্রম আদালত স্থাপন ৫. পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ ৬. প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেটের উপজেলার সঙ্গে জেলা ও বিভাগীয় সমন্বিত নেটওয়ার্ক স্থাপন ৭. নারী শিক্ষাসহ শিক্ষার অনগ্রসরতা দূরীকরণে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ৮. সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকীরণে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ ৯. সিলেটের বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধান ১০. খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেটের অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনয়ন ১১. সিলেট রাইলেফলস ক্লাবে শ্যুটিং একাডেমি স্থাপন এবং ১২. ওসমানী বিমানবন্দরে রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আয়ুষ্কাল আরো দীর্ঘায়িত হলে বা ঐ সরকারের প্রথম দিকে পদক্ষেপ নিতে পারলে সিলেটবাসী এর সুফল লাভ করতে পারতেন। উল্লিখিত প্যাকেজ কর্মসূচি ক্যাবিনেট মিটিংয়ে পাস হলেও পরবর্তী সরকার এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি।

আমাদের দেশের এটি একটি দুর্ভাগ্য যে, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে গৃহীত পদক্ষেপ আমরা এগিয়ে নিতে চাই না। এর ফলে অনেক জায়গায় উন্নয়ন থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু এতে কার কি? আমাদের রাজনীতির এই দুষ্টনীতির ফলে আওয়ামী লীগ আমলে শুরু করা উন্নয়ন কাজ যেমন বিএনপি আমলে এগোয়নি, তেমনি বিএনপি আমল এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গৃহীত সিদ্ধান্তও আওয়ামী লীগ এগিয়ে নিতে চায়নি।

সিলেটের উন্নয়নে ড. ইফতেখারের মধ্যেও আমি মরহুম রিয়ার এডমিরাল এম এ খান, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, এম সাইফুর রহমানের মতো আন্তরিকতা লক্ষ করেছি। আসলে প্রশাসনসহ বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ রয়েছেন, যাঁরা সুযোগ পেলে দেশের জন্য কাজ করতে পারেন–এধরনের একজন ছিলেন ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী।

সিলেটের উন্নয়নে ইতঃপূর্বে যে তিনজনের নাম এসেছে তারা কেউ মূলত রাজনীতিবিদ ছিলেন না। রিয়ার এডমিরাল এম এ খাঁন ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান, হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ছিলেন পেশাদার কুটনীতিক, সাইফুর রহমান ছিলেন পেশাদার একাউন্টেন্ট আর ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরীও ছিলেন পেশাদার কুটনীতিক। স্বাধীনতার পর ওয়ান-ইলেভেন পর্যন্ত মূলত এই চারজনের হাত ধরেই সিলেট উন্নয়নের পথে এগিয়ে গেছে। এই সত্য সকলেই জানেন, তবে রাজনীতিবিদেরা কতটা স্বীকার করেন জানি না।

www.pathagar.com

উভয় সংকট

উনচল্লিশ.

প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আফতাব উদ্দিন দায়িত্বরত। আফতাব দৈনিক নয়া দিগন্তের রিপোর্টার। আমার বলয়ের লোক। কৌশলগত কারণে তাকে আমি গত নির্বাচনে নমিনেশন দিইনি। বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে আমার সমর্থিত প্রার্থীকে হারিয়ে আফতাব নির্বাচিত হয়। সে কারণে আমার প্রতিপক্ষের প্রতি তার বেশ দুর্বলতা ছিল। সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটি মহল তাকে অনবরত ইন্ধন জোগাচ্ছিল। আফতাবকে তাই কৌশলে হ্যান্ডল করতে হচ্ছে। সামনাসামনি আমার কথার অবাধ্য না হলেও বুঝতে পারি, ভেতরে ভেতরে সে আমার উপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। আফতাব চায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে। আবার আহমেদ নুরও দায়িত্ব ফিরে পেতে চান। আর আমি উভয় সংকটে। উপরন্তু আমার কানে শুধু বাজে র‍্যাব অধিনায়কের সতর্কবাণী 'সাংবাদিকতায় ঢুকলে আবার তাকে জেলে যেতে হবে।' আমি মনেপ্রাণে চাইছিলাম পরিস্থিতির আরেকটু উন্নতি হোক।

আফতাবকে প্রতিপক্ষ ক্ষেপিয়ে তোলে, আর আমি তাকে বুঝিয়েসুজিয়ে শান্ত করি। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ নতুন চাল চালল। তারা আহমেদ নূরকে বুঝাতে চাইল, আমি না চাওয়ায় তিনি দায়িত্ব নিতে পারছেন না। এক্ষেত্রে তারা আংশিক সফলও হলো। মনে হলো, আহমেদ নূর আমাকে কিছুটা হলেও ভুল বুঝছেন। অথচ আমি জানি, কি কারণে আমার এই কালক্ষেপণ।

এমন পরিস্থিতি ক'দিন চলল। অবশেষে কিছুটা রিস্ক নিয়েই আহমেদ নূরকে তাঁর পদে আসীন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আফতাবকে একান্তে ডেকে বুঝিয়েসুজিয়ে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে লিখিত স্বেচ্ছা অব্যাহতিপত্র নিয়ে আহমেদ নূরকে তাঁর স্বপদে আসীন করালাম। আফতাব সহসাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে থাকল। আফতাবের একটি গুণের কথা স্বীকার করতেই হয়, বিরামহীন উস্কানির মুখেও সে কোনোদিন সরাসরি আমার প্রতি অবাধ্যতা দেখায়নি।

ওয়ান-ইলেভেনের সময় আরেকটি জিনিস নতুন করে আমার উপলব্ধিতে এসেছে। সেনা কর্মকর্তারা এ ধরনের পরিস্থিতিতে সিভিল প্রশাসনের উপর অতিরিক্ত প্রভাব খাটাতে চান। লে. কর্নেল হচ্ছেন ডিসির সমমর্যাদার কর্মকর্তা, অথচ সিলেটের তৎকালীন ডিসির অসহায়ত্ব আমি প্রত্যক্ষ করেছি। অবশ্য ভিন্ন চিত্রও আছে। বন্ধু আশরাফ শামীম তখন মৌলভীবাজারের ডিসি। তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, মৌলভীবাজারের সিও কেমন দাপট খাটাচ্ছেন?

www.pathagar.com

শামীম বললেন, প্রথম দিনই বুঝিয়ে দিয়েছি আমার সঙ্গে ওসব চলবে না। ঘটনা শুনতে চাইলে বললেন, সিও আমাকে মিটিংয়ে ডাকলে আমি এডিসিকে পাঠাই। আমি কেন যাইনি জানতে চাইলে বলেছি, ব্রিগেডিয়ার সাহেব কোনো মিটিংয়ে থাকলে আমি যাব। আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সৎ কর্মকর্তাদের পক্ষেই শুধু এটা সম্ভব। কারণ সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে সম্মান না জানিয়ে উপায় থাকে না।

আশরাফ শামীম পরে একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তিনি চট্টগ্রামের ডিসি থাকাকালীন মৌলভীবাজারের তৎকালীন যৌথ বাহিনীর সিও সাহেব তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন- আপনার সততা ও ব্যক্তিত্বকে আমাদের সম্মান দিতে হয়েছে। আশরাফ শামীমের সহায়তায় তিনি চট্টগ্রামে তাঁর বাড়ির একটি রাস্তাও ঐ সময়ে করিয়ে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা ও কৈফিয়ত

চল্লিশ.

আরেকজন মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট দেবজিৎ সিংহ। তিনি ছিলেন আহমেদ নূরের মামলার বিচারক। ওই কঠিন সময়ে তিনি আহমেদ নূরকে বেকসুর খালাস দিয়ে সুবিচার ও সৎসাহসের নজির স্থাপন করেছেন। পরবর্তীকালে সুনামগঞ্জের এডিসি থাকা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। এখন কোথায় আছেন জানি না। আহমেদ নূরের সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে এডিএম মামুনেরও ভূমিকা ছিল। তিনি ইতঃপূর্বে আমাকে নিশ্চিত করে বলেছিলেন, আমাদের কাছে সুবিচার পাবেন।

ওয়ান-ইলেভেন নিয়ে আরো বহু কথা আছে। সব কথা স্বল্পপরিসরে লেখা সম্ভব নয়। ঠিকও নয়। তবে এ সময় অনেক প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় যেভাবে পেয়েছি, তেমনি অনেক মুখোশধারী ব্যক্তির স্বরূপও আমার কাছে উন্মোচিত হয়েছে। আমার জীবনের এ এক বিশাল অভিজ্ঞতা।

আমার উপর দুই মাসব্যাপী মানসিক নির্যাতনের চিত্র আমি গোপন রাখার চেষ্টা করেছি। ঢাকার সাংবাদিক অভিভাবক বা পদস্থ কর্মকর্তাদের কাউকেই জানাইনি। খবর ফাঁস হয়েছে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে। শুধু ইকবাল ভাইকে আমি নিজে থেকে অধিকাংশ কথা জানিয়েছি। কারণ তাঁকে আমি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহকর্মী হিসেবে দেখতাম। আজও দেখি। ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে কথা বের হবে না এই ভরসা ও বিশ্বাস দু'ই আমার ছিল। শেষপর্যন্ত তিনি তা রক্ষাও করেছেন। আমার আরো অনেক বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন, কিন্তু সবাই পেটে কথা রাখতে পারে না, উপরন্তু আমার উপর চাপের ব্যাপকতা বুঝলে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যাবেন। সেই ভয়ে আমি অনেক ক্ষেত্রে নীরব থেকেছি। এ ক্ষেত্রে মারুফ ছিল ব্যতিক্রম। আমার বিশ্বস্ত এই সহচর কখনো গোপনীয়তা ফাঁস করেনি।

ফোনে আমার কম কথা বলা, আমতা আমতা করা নিয়ে অনেকের ক্ষোভ ছিল, প্রশ্ন ছিল। ফোন ট্র্যাকিংয়ের তথ্যটিও আমি প্রকাশ করিনি। এ কারণে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন বুঝতে না পারে আমি বিষয়টি জেনে গেছি। তবুও ঐ সময় আমাদের সিংহভাগ সাংবাদিক সহকর্মী ও প্রেসক্লাব সদস্য ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। ভীতিকর পরিস্থিতির কারণে প্রকাশ্যে পদক্ষেপ নিতে না পারলেও অন্তর থেকে তাঁরা আহমেদ নূরের সহমর্মী ছিলেন।

আমার ব্যাপারটি খোলাসা না করায় অনেকে অভিমান করেছিলেন। এটা আমার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও মমত্ববোধ থেকে উৎসারিত। তাঁরা কষ্ট

www.pathagar.com

পেয়েছেন আমি কিছু না বলার কারণে আর আমি কষ্ট পেয়েছি বলতে না পারার কারণে।

বাইরে কারো কারো কাছে আহমেদ নূর গ্রেফতার পরবর্তী প্রেসক্লাবের ভূমিকায় ক্ষোভ লক্ষ করেছি। তাঁদের পক্ষ থেকে এটি স্বাভাবিকও। কিন্তু ঐ সময় স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতি কী ভয়ানক পর্যায়ে ছিল তা তাঁদের উপলব্ধিতে ছিল না।

ঐ সময় চাপের মুখে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের মতো মানুষকে রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা দিতে হয়েছিল। সাইফুর রহমানের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বিকল্প দল গঠনে বাধ্য করা হয়েছিল। বাংলাদেশের দু'জন অতি জনপ্রিয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে কারান্তরালে রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশের দুই প্রধান দলের নেতা-নেত্রীরা যেখানে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন সেখানে আহমেদ নূর আর আমি তো চুনোপুটি ছাড়া আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

রেডিও-টিভির কিছু সাক্ষাৎকার

একচল্লিশ.

ওয়ান-ইলেভেনের শেষভাগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্থানীয় সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে একটি আলোচনায় যোগ দিই। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন খ্যাতিমান উপস্থাপক সাংবাদিক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (ড. ইউনুসের ছোটভাই)। আলোচনায় স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ ও আমি অংশ নিই। বেশ দীর্ঘ এই অনুষ্ঠানে উপরিউক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তখন জেলে। জেল থেকে বিটিভি দেখা যায়। আমার কিছু মন্তব্যে কেউ কেউ বিরাগভাজন হয়েছেন, পরবর্তীকালে বুঝতে পারি। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতো অসত্য কোনো কথা আমি বলিনি। অপ্রিয় সত্য হয়তো ছিল। কারণ সাধারণ দর্শকদের কাছ থেকে আমি সাধুবাদ পেয়েছি।

ওয়ান-ইলেভেনের সময় এনটিভির 'এই সময়' প্রোগ্রামে যোগ দিই। এনটিভির সিনিয়র সাংবাদিক জহিরুল আলম শুধু আমাকে নিয়ে অনুষ্ঠানটি করেন। এটি অনেকেই দেখেছেন। প্রায় সবার কাছ থেকেই ইতিবাচক মন্তব্য পেয়েছি। অধিকাংশই আমার সহকর্মী ও সমাজসচেতন ব্যক্তিবর্গ।

ওয়ান-ইলেভেনের শেষপ্রান্তে নির্বাচনের আগে বিবিসি থেকে আমার একটি ইন্টারভিউ নেয়া হয়। একটি প্রশ্নে তাঁরা জানতে চান, প্রবাসীরা এ দেশে নির্বাচনে কেন দাঁড়াতে চান? আমি জবাবে বলেছিলাম, কারণ অনেক আছে। তবে দু'টো কারণই আমার দৃষ্টিতে মুখ্য। প্রথমত অনেক কষ্ট করে বিদেশে উপার্জন করে প্রবাসীদের অনেকে বিত্তশালী হয়েছেন, এখন হয়তো তাঁরা সামাজিক মর্যাদার জন্য এদেশের রাজনীতিতে ঝুঁকছেন। দ্বিতীয়ত তাঁরা হয়তো লক্ষ করেছেন, এদেশে কেউ একবার এমপি হলে পাঁচ বছরেই তার সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, সেই হিসেবে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও কেউ কেউ এগিয়ে আসতে পারেন। কারণ ব্যবসা করে ২০ বছরেও যা করা যায় না, বাংলাদেশে একবার এমপি হতে পারলে তাঁর চেয়ে বেশি করা যায়।

সকালের নিউজ চলাকালে আমার লাইভ বক্তব্যটি শেষ হওয়ার পর মোবাইল ফোন অন করা মাত্রই একটি ফোন আসে। ফোনটি করেন ঢাকার তৎকালীন সদ্যপ্রাক্তন পুলিশ কমিশনার এবিএম বজলুর রহমান। এর আগে তিনি দু'বার সিলেটের এসপি ছিলেন। আমার বক্তব্যটি তাঁর ভালো লেগেছে। এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে আরো কিছু ফোন আসে। দুপুরের পর কিছু ফোন পাই, কেউ কেউ গালাগালিও করেন। সকালে তাঁরা ঘুমে থাকায় সরাসরি শুনেননি। তবে অন্যদের কাছ থেকে শুনেছেন। আসলে আমাদের নেতাদের ঘুম সব সময় দেরিতেই ভাঙে। সকালে বিবিসির খবর যখন প্রচারিত হয়,

www.pathagar.com

তখন তাঁরা সুখনিদ্রায় বিভোর থাকেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠা তো শ্রমজীবী জনতা ও চাকুরিজীবীদের কাজ। নেতারা না ঘুমালে দেশ চলে কীভাবে! বিবিসির পুনঃসম্প্রচারে অনেকে আমার বক্তব্য শুনে উষ্মা প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য এরা সকলেই নেতা-পাতিনেতা।

নির্বাচনের আগে আরেকটি প্রোগ্রামে আমার বক্তব্য নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়। বিশেষ করে বিএনপি জামায়াত তথা চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দ নাখোশ হন। জাতীয় ইমাম সমিতি 'নির্বাচনে ইমামদের ভূমিকা' শীর্ষক একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। এতে আমি প্রধান অতিথি ও আমার দীর্ঘদিনের প্রিয় সহকর্মী সিলেট প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক দৈনিক উত্তরপূর্বের প্রধান সম্পাদক আজিজ আহমদ সেলিম বিশেষ অতিথি ছিলেন। আমি ইমাম সাহেবদের শুক্রবারের খুতবা পূর্ববর্তী ওয়াজে মুসল্লিদের এই ম্যাসেজ তুলে ধরা দরকার বলে বক্তব্য দিই। আমার কথা ছিল—'যে-এলাকায় যে-প্রার্থী বেশি সৎ ও যোগ্য তাকে ভোট দিতে হবে। কোনো দল বিচার করে নয়। কারণ পছন্দসই দলের প্রার্থী যদি অসৎ ও অযোগ্য হয় তাহলে তাকে দিয়ে জনগণের খারাপ বৈ ভালো হবে না। আর অপছন্দনীয় দলের প্রার্থী যদি সৎ ও যোগ্য হয় তবে তাকে দিয়ে অন্তত এলাকার মানুষের খারাপ কিছু হবে না।'

আমি এই বোধ দীর্ঘদিন থেকে লালন করে আসছি। আজও এই চেতনার বিকাশ কামনা করি। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বলেছিলেন, দলের পলিসি খারাপ হলে যে কি হয়, তা কি আপনি বুঝেন না? আমি জবাবে বলেছিলাম, আপনারা সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দিলে এ প্রশ্নের আর দরকার হয় না। আর ইমাম সাহেবদের পক্ষে কোনো দল বা জোটের পক্ষে বক্তব্য রাখা তো সম্ভব নয়। তাদের পেছনে সব দলের মানুষই নামাজ পড়েন। সুতরাং এমন বক্তব্যই তাঁদের জন্য মানানসই মনে করি। আমি বলেছিলাম, 'মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী সকল কাজের জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। আমার মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা কেন অমুক জোটকে ভোট দাওনি সেটা প্রশ্ন করবেন না। বরং প্রশ্ন করা হতে পারে, সৎ ও যোগ্য লোককে ভোট না দিয়ে কেন অমুককে ভোট দিয়েছ?' যারা ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের স্লোগান দেন তাদেরকে আমি আগেও বলেছি এখনও বলি, সাধুতাকে গুরুত্ব দিন।

সমাজের কাছে একজন অসাধু মুসলমানের চেয়ে একজন সাধু হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টানের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা দলীয় অযোগ্য অসৎ প্রার্থীদের পেছনে যতই জিন্দাবাদ ধ্বনি দিই বা ভোটের জোরে তাকে পাস করাই না কেন, তাতে সমাজের প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ সম্ভব নয়। কবির কথায়—এ-জগতে সকলেরই সাধুতা সম্বল/অসাধুর বিড়ম্বনা ঘটে অবিরল। এই অসাধুদের কবল থেকে আল্লাহপাক আমাদের দেশ, জাতি ও নেতৃবৃন্দকে হেফাজত করুন।

www.pathagar.com

সিলেটের ব্যতিক্রমী ঐতিহ্য

বিয়াল্লিশ.

ড. ইফতেখারকে নিয়ে আমরা সর্বশেষ বৈঠক করলাম ডিসির সম্মেলনকক্ষে। তখন নির্বাচন আসন্ন। সিলেটের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন। তৎকালীন জেলা প্রশাসক সাজ্জাদুল হাসান বৈঠক পরিচালনার দায়িত্ব আমাকে দিলেন। সিলেটের রাজনৈতিক সহনশীলতার দীর্ঘ ঐতিহ্য তুলে ধরে আমরা নির্বাচনপরবর্তী পারস্পরিক সহযোগিতা চাইলাম। আওয়ামী লীগ সভাপতি আ.ন.ম. শফিকুল হক, বিএনপি সভাপতি এমএ হক, জামায়াতের আঞ্চলিক দায়িত্বশীল ডা. শফিকসহ অনেকেই সিলেটে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সভা শেষে নিজেকে হালকা মনে হলো। সিলেটের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষা এবং সমাজ উন্নয়নের ভূমিকার জন্য সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ড. জাফর আহমদ খান প্রেসক্লাবকে স্বীকৃতি দিয়ে চিঠিও দিলেন।

আমার উত্তরসূরিরা পরবর্তীকালে সিলেটের সহনশীল রাজনৈতিক আবহ রক্ষায় এগিয়ে আসেননি। হয়তো এটাকে বাড়তি ঝামেলা ভেবেছেন তাঁরা। হয়তোবা পেশাগত ব্যস্ততাও এক্ষেত্রে অন্তরায় ছিল। কিন্তু সাংবাদিকদেরও সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকা উচিত বলে আমার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থেকেই আমি আমার সহকর্মীদের নিয়েই তা পালনের কিঞ্চিৎ চেষ্টা করেছি।

আমি আজও বিশ্বাস করি, রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও সমাজবদ্ধ জীব

'সিলেটের উন্নয়ন ভাবনা' শীর্ষক মতবিনিময়

সিলেটের উন্নয়নে ১২ দফা প্যাকেজ কর্মসূচী অনেক দূর এগিয়ে গেছে : ড. ইফতেখার চৌধুরী

উন্নয়নের স্বার্থে একই প্লাটফর্মে কাজ করার অঙ্গীকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের

www.pathagar.com

হিসেবে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আমরা ব্যক্তিসম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। ছোট এই দেশে আমরা নানাভাবে একে অপরের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে জড়িত। একই পরিবারের তিনজন তিন দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমনও দেখা যায়। তাই বলে ঘরের মধ্যে তাঁরা দলাদলি বা মারামারিতে লিপ্ত হন না। একইভাবে সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলার স্বার্থে সমাজকে একটি বড় পরিবার ধরে এগিয়ে গেলেইতো সব ল্যাঠা চুকে যায়। ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকলে এটা খুবই সহজ।

পাশ্চাত্যের অনেক বিষয়ই আমরা অনুকরণ-অনুসরণ করি। কিন্তু তাঁদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ভালো দিক আমরা আমলে নিই না। তাঁদের রাজনীতির ভালো দিকগুলো আমাদের রাজনীতিবিদেরা অনুধাবন করেন ঠিকই, কিন্তু কেন তাঁরা দলীয়ভাবে সেটা গ্রহণ করতে চান না, তাঁর কোনো ব্যাখ্যাও তাঁরা দেন না। তাই দিনের পর দিন বছরের পর বছর অপরাজনীতি এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করছে। মাস্তানতন্ত্র এখন রাজনীতির অন্যতম নিয়ামক। ভালো রাজনীতিবিদেরা তাই ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন। এ অবস্থা একটি জাতির জন্য কতটা ভয়ংকর হতে পারে তার চিন্তা হচ্ছে না। এর ফলে সংঘাতময় রাজনীতি ক্রমান্বয়ে আমাদের গ্রাস করছে। অথচ যুগের পর যুগ প্রতিটি সরকার চোখ বন্ধ করে উন্নয়ন আর অগ্রগতির স্লোগান দিয়ে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে নিরীহ জনগণকে বোকা বানিয়ে রাখছে।

প্রসঙ্গক্রমে সিলেটের সহনশীল রাজনীতির একটি চিত্র তুলে ধরতে চাই। দিনক্ষণ মনে নেই। মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি বদর উদ্দিন আহমদ কামরানের পিতা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন চার দলীয় জোটের দেশব্যাপী হরতাল ছিল। কামরান সাহেবের পিতৃবিয়োগের খবর পেয়ে চার দলীয় জোট নেতৃবৃন্দ শুধু তাৎক্ষণিক হরতাল প্রত্যাহারই করলেন না; সবাই বাসায় গিয়ে তাঁর পিতার দাফনেও সহযোগিতা করলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের যে অপসংস্কৃতির দ্রুত বিস্তৃতি ঘটছে, সিলেট তা থেকে বহুলাংশে মুক্ত ছিল। যদিও ইদানীং অবস্থা আগের মতো নয়। তথাপি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেট এখনো ভালো।

ঈদের পরে মেয়র কামরানকে যেমন সাইফুর রহমানের পা ছুঁয়ে সালাম করতে দেখেছি, তেমনি মেয়র আরিফকে অর্থমন্ত্রী মুহিত সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করতে আমরা দেখেছি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান ও স্নেহের এটি এক অপূর্ব নিদর্শন। আরিফ মেয়র হওয়ার পর অর্থমন্ত্রী মুহিত সাহেব তাঁকে কাছে টেনে নেয়ায় আওয়ামী লীগের অনেক নেতা নাখোশ হন। বিএনপির কেউ কেউ অবাক হয়েছেন। আমার শুধু মনে হয়েছে, এটাইতো সিলেটের সংস্কৃতি ও ব্যতিক্রমধর্মিতা। এটাইতো আমাদের ব্যতিক্রমী ঐতিহ্য।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 978-984-8922-95-8